পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 177 Tuesday, 28 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৭৭ সংখ্যা ✱ ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৮ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আমি জানি আপনারা চিন্তিত, চিন্তা করবেন না, যা করার সবটাই করছি। মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ আমফানের স্মৃতি এখনই ভোলেনি বঙ্গবাসী। ২০২০ সালের সেই তাণ্ডব আবার ২০২৪ সালে ফিরিয়ে আনবে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল', এমন পূর্বাভাস ছিল। রবিবার রাতে তার ল্যান্ডফল হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত দুর্যোগ চলছে। একাধিক মৃত্যুর খবরও মিলেছে ইতিমধ্যে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষকে নিশ্চিন্ত করতে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, তিনি যা যা করার তাই করছেন দুর্যোগ সামাল দিতে। লোকসভা নির্বাচন চলছে। আগামী শনিবার শেষ দফার ভোট। তার আগে এই ঝড়ের তাণ্ডবে রাজ্যের একাধিক জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে জানিয়েছেন, 'নির্বাচনী বন্দোবস্তের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সর্বস্তরে আমাদের প্রশাসন দুর্যোগ মোকাবিলায় এবার প্রস্তুত ছিল। মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে আমার রাজ্যের সম্পূর্ণ সচিবালয়, জেলা প্রশাসন থেকে ব্লক প্রশাসন-দুর্যোগের মোকাবিলায় সকলে সংহতভাবে সবসময় মানুষের পাশে রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।' একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমি বিশ্বাস রাখি, সকলের সহযোগিতায় এই ঝড়ও আমরা কাটিয়ে উঠব। আপনারা চিন্তিত। আমরাও চিন্তিত। কিন্তু ভয় পাবেন না, চিন্তা করবেন না। পরিস্থিতির মোকাবিলায় যা যা করণীয়, আমরা সবটাই করবো।'' প্রবল ঘূর্ণিঝড় থেকে এখন সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে 'রেমাল'। এই মুহূর্তে ঝড়টির গতিবেগ মাত্র ১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। আবহাওয়া দফতর মনে করছে, বিকেলের পর থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতির বদল ঘটবে। কারণ সেই সময় থেকেই ঝড়টি আরও খানিকটা শক্তি কমিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রাতের দিকে গভীর নিম্নচাপটি

আরও উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও যথেষ্ট ক্ষতি করে দিয়েছে 'রেমাল'। মমতা বলছেন, ''সাইক্লোন 'রেমালে'র প্রভাবে আমাদের রাজ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল ও হচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে এবং অবশ্যই রাজ্য প্রশাসনের তৎপরতায় এবার জীবনহানি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।'' তবে নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছে তিনি আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণাও করেছেন। সোমবার প্রবল বৃষ্টির জন্য সারাদিন গেরুয়া সতর্কতা জারি করা হয় হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনায়। ভারী বৃষ্টির কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান এবং দুই মেদিনীপুরে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের কারণে একাধিক মৃত্যুর খবরও এসেছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। সোমবার রাত পর্যন্ত যে বৃষ্টি চলবে সেটাও মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য, বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। প্রতিবছরই তাই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু খুব দ্রুত দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রশাসন এবং পুরসভা কাজ করছে বলে সকলকে আশ্বাস দিয়েছেন। এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে যাঁদের ফসল ও বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আইন-মোতাবেক প্রশাসন দেখে নেবে বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের আচরণবিধি উঠে গেলে আরও গুরুত্ব দিয়ে গোটা বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানান তিনি।

বড়বাজারের সভা থেকে মমতার অভিযোগ

বাংলাকে পছন্দ নয়, টাইট দিতেই এত বাহিনী পাঠিয়েছে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ ৪৪ দিন ধরে, সাত দফায় কেন নির্বাচন হচ্ছে, এই প্রশ্ন আগেও তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে দেখতে দেখতে ছ'দফা ভোট হয়ে গেছে আর মাত্র এক দফার ভোট বাকি। আগামী শনিবার সেই নির্বাচন হতে চলেছে। এরই মাঝে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা নিয়ে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বড়বাজারের সভা থেকে বিজেপি তো বটেই, নির্বাচন কমিশনেরও কড়া সমালোচনা করলেন তিনি। রবিবার রাত থেকে শুরু হওয়া দুর্যোগের রেশ এখনও চলছে। প্রায় সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে এবং রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ারই সম্ভাবনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ সভা করবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু তিনি সভাও করলেন আবার চিরাচরিত ভঙ্গিতে আক্রমণও করলেন নরেন্দ্র মোদি এবং নির্বাচন কমিশনকে। মমতার অভিযোগ, মোদি যাতে সময় নিয়ে ঘুরতে পারেন, তার জন্যই এত দফায় ভোট করানো হচ্ছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এদিন বড়বাজারে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামঞ্চ থেকে কমিশনকে নিশানা করে তাঁর আক্রমণ, ''তিন মাস ধরে নির্বাচনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। মে মাসের মাঝামাঝি ভোট শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শুধু নরেন্দ্র মোদিকে অ্যাডভান্টেজ দেবে বলে, যাতে উনি সময় নিয়ে ঘুরতে পারেন, তাই সাত দফা ধরে ভোট করানো হচ্ছে।'' অন্যান্য রাজ্যে এক দফা বা দু-তিন দফায় ভোট হলে কেন বাংলাতেও তা করা যাবে না, সে প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁর প্রশ্ন, তামিলনাড়ুতে যদি একদিন ৪০ আসনে ভোট হতে পারে, তাহলে বাংলায় কেন একদিন ৪ আসনে ভোট হল? নজিরবিহীনভাবে এবারের ভোটে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সংখ্যা সবথেকে বেশি। প্রায় ৯২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এক এক দফাতেও আগের থেকে বেশি সংখ্যক জওয়ান মোতায়েন ছিলেন। এই বিপুল বাহিনী মোতায়েনের বিষয় নিয়েও সমালোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির কথাতেই নির্বাচন কমিশন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। মমতা বলেছেন, ''আর কোনও রাজ্যে এত কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। সব পাঠানো হয়েছে বাংলায়। কারণ বাংলাকে আপনারা পছন্দ করেন না। বাকি রাজ্য আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না, কিন্তু আমরা বাংলার মানুষের লড়াই করি, তাই আমাদের টাইট দেওয়ার জন্যই এত বাহিনী পাঠানো হয়েছে।'' এই বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে যে, বিপুল সংখ্যক বাহিনী মোতায়েনের জেরে এবারে প্রথম পাঁচ দফা ভোটকে ঘিরে বড় ধরনের কোনও অশান্তির খবর আসেনি। ষষ্ঠ দফা বেশ উত্তপ্ত হলেও যে হিংসার ঘটনার সঙ্গে বাংলা পরিচিত তেমন কিছু ঘটেনি। তাই কমিশন সূত্রের খবর, ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে ভোটের পরও রাজ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাধারণত ভোট মিটে যাওয়ার পর ৭ থেকে ১৫ দিন এলাকায় রাখা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এতদিন এটাই হয়ে এসেছে। এবারে সেই প্রচলিত ধারণাতেও বদল আনতে চলেছে কমিশন। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি বিচার করে ভোটের পর প্রয়োজনে আরও দেড় মাস রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাহারা দিতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিন বড়বাজারে প্রচারে গিয়ে মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওরা সুদীপের ফেক ভিডিয়ো বানাচ্ছে। ফেক ছবি ছড়াচ্ছে।'' তবে কোনও ছবি বা ভিডিয়োর কথা বলছেন, তা উল্লেখ করেননি মমতা। সেই সঙ্গে মমতা আরও বলেন, ''মাড়োয়ারিদের ভালোবাসি। ওঁরা আমাকে খুব সম্মান করেছেন। ওঁদের সঙ্গে মিটিং করেছি সল্টলেকে।'' একই সঙ্গে মমতা বলেন, ''বিহারীদেরও ভালবাসি। আমিও লিট্টি খাই। মা গঙ্গার পুজো করি। আপনারা (বিহারি, রাজস্থানি) এখানে সারাবছর কাজ করবেন আর আমাদের ভোট দেবেন না তা কি হয়?'' তিনি আরও বলেন, ''দুঃখ থাকলে থাপ্পড় মারুন। কিন্তু ভোট কংগ্রেসকে দিলে বিজেপির সুবিধা হবে।'' এদিন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় সম্পর্কে মমতা বলেন, ''ইডি-সিবিআই তল্লাশি চালাতে, ভয় পেয়ে বিজেপিতে গিয়েছে।'' তাঁর দাবি, ''বিজেপির প্রার্থী সুদীপদার অনিষ্ট চায়। সুদীপ দাকে জেলে পাঠায়।''

স্কুলে আরও বাড়ল ছুটি! জানাল শিক্ষা দফতর, তবে শিক্ষকদের যেতে হবে আগেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলে ছুটি আরও বাড়ল। আগামী ৯ জুন পর্যন্ত স্কুল ছুটি থাকবে। তারপর আগামী ১০ জুন থেকে স্কুল খুলবে। যদিও খাতায়কলমে ৩ জুন থেকেই স্কুল খুলে যাচ্ছে। সেদিন থেকে শিক্ষকদের স্কুলে যেতে হবে। পঠন-পাঠন শুরু হবে ১০ জুন থেকে। অর্থাৎ ১০ জুন থেকে পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে হবে। অর্থাৎ পড়ুয়াদের জন্য সরকার এবং সরকার পোষিত স্কুল খুলবে ১০ জুন থেকে। ৩ জুন থেকেই স্কুলে যেতে হবে শিক্ষকদের। যদিও শিক্ষা দফতরের সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করার প্রায় সপ্তাহখানেক পর থেকে কেন স্কুলে পঠন-পাঠন শুরু করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষক মহলের একাংশ। সোমবার শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে ৪ জুন ভোটগণনা হয়ে গেলেও রাজ্যের সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থাকছেন। সেই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলিকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আনতে কিছুটা সময় লাগবে। সেজন্য ১০ জুন স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠন শুরু করা হবে। সেদিন থেকে পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, ''বিদ্যালয়ের ছুটি বাড়িয়ে ৯ জুন পর্যন্ত করা হল। যদিও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ৩ জুন থেকে বিদ্যালয় যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবহাওয়া যেহেতু অনুকূল, তাই ভোটের ফলাফলের পরদিন থেকে পড়ুয়া-সহ সকলের জন্য বিদ্যালয় খুলে দেওয়া উচিত। তার আগে বিদ্যালয় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার যথেষ্ট সময় রয়েছে।''

বাড়ল আরও তিন মাস, অবসরের মুখেই এক্সটেনশন পেলেন মুখ্যসচিব গোপালিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ তিন মাসের জন্য এক্সটেনশন পেলেন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা। আগামী ৩১ মে অবসরের দিন ছিল রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার। কিন্তু যেহেতু লোকসভা নির্বাচন চলছে, তাই এই ভোটপর্বের মধ্যেই তাঁর অবসর হবে নাকি এক্সটেনশন মিলবে, তা নিয়ে জল্পনা আগেই শুরু হয়েছিল। অবশেষে সব জল্পনায় ইতি পড়ল। সোমবার জানা যায়, আরও তিন মাসের জন্য এক্সটেনশন পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা। অর্থাৎ, আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর এক্সটেনশনের মেয়াদ থাকছে। উল্লেখ্য, হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজ্যের মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর সেই জায়গায় দায়িত্বে আনা হয়েছিল বি পি গোপালিকাকে। অতীতে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী যখন রাজ্যের মুখ্যসচিব ছিলেন, সেই সময় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন গোপালিকা। সেই গুরুত্বপূর্ণ পদের অভিজ্ঞতা থাকা গোপালিকাকেই রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন বাদে তাঁরও অবসরের দিন। আগামী ৩১ মে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকার অবসর নেওয়ার কথা ছিল। এমন অবস্থায়, তাঁকে এক্সটেনশন দেওয়া হবে কি না, সে নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিস্তর চর্চা হয়েছে বিগত কয়েকদিনে। অবশেষে ভগবতী প্রসাদ গোপালিকাকে আরও তিন মাসের জন্য এক্সটেনশন দেওয়া হল।

পাশে সায়ন্তিকা, বৃষ্টিভেজা শহরে জলে নামলেন সৌগত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ রেমালে বিধ্বস্ত বাংলা। জলমগ্ন কলকাতা। দমদমের বিস্তীর্ণ এলাকা শোচনীয়। কোথাও আবার চিমনি উল্টে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি গাড়ি। আর এসব দুর্যোগের মধ্যেই 'ফিল্ডে' সৌগত রায়। একেবারে 'রঙিন' ভূমিকায়। দমদমে বাঁশ হাতে ড্রেন পরিষ্কার করতে দেখা গেল সৌগত রায়কে। আবার বরানগরে পেলোডার চালিয়ে চিমনি সরাতে দেখা গেল দমদমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে। রেমালের জেরে রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। দমদম, উত্তর কলকাতার বেশির ভাগ এলাকা জলমগ্ন। রাস্তায় নামলেন সৌগত রায়। সঙ্গে তাঁর অনুগামীরা। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ল এক অন্য ছবি। বাঁশ হাতে নিতে ম্যানহোলের মুখ পরিষ্কার করছেন সৌগত। এক সঙ্গী তাঁর হাত চেপে ধরে রয়েছেন। ম্যানহোলের মুখে ভর্তি ছিল প্লাস্টিক-আবর্জনা। তাতে জল সরছিল না। সেগুলিই পরিষ্কার করতে দেখা যায় তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতাকে। এবার কাট টু বরানগর, বরানগরে কেন্দ্রীয় সরকারের বন্ধ কারখানার চিমনি ভেঙে পড়ে। রাস্তার ধারে ফাঁকা মাঠে পার্ক করা ছিল পরপর আটটি গাড়ি। সেই বড় চিমনি ভেঙে পড়ে গাড়ির ওপর। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িগুলো। চিমনি সরাতে ক্রেন এসে পৌঁছয়। আর খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান সৌগত রায়ও। নিজেই পেলোডার চালিয়ে ক্রেন সরাতে শুরু করেন সৌগত রায়। পাশে ছিলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তম দফায় ভোট রয়েছে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে। সেখানে তৃণমূলের প্রার্থী সৌগত রায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাহত হচ্ছে জনসভা প্রচার। তাই 'রেমাল' বিপর্যয়কে হাতিয়ার করেই ময়দানে নেমে পড়েছেন সৌগত।

সাত সকালে পথে রাজ্যপাল টাস্ক ফোর্স নিয়ে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা অনুমান করতে টাস্ক ফোর্স নিয়ে রেমাল আক্রান্ত কিছু এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের একটি টাস্ক ফোর্স পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসেছে। রাজ্যপাল এক ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, 'রাজভবনের টাস্ক ফোর্স এই মাত্রই বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন থেকে ফিরে এসেছে। আমরা সবাই স্বস্তি পেয়েছি যে কোনও হতাহতের খবর নেই। রেমাল ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়ে আসছে এবং বাংলার মানুষ সাহসিকতা ও সহনশীলতার সঙ্গে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমরা সতর্ক রয়েছি, যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজভবনের টাস্ক ফোর্স প্রস্তুত রয়েছে... আমি পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনগণকে তাদের সংহতি প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।' রবিবার সন্ধ্যায় রাজভবনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, জনসাধারণের জন্য রাজভবন রাতভর খোলা রাখা হচ্ছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রাজভবনে ফোন করে সাহায্য চাইতে পারেন। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, তবে মানুষের তৎপরতা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার কারণে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। রাজভবনের তরফ থেকে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্সে দুটি অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। রাজ্যপাল আরও উল্লেখ করেন, ''আমরা ঘূর্ণিঝড় রেমালের গতিবিধি নজরে রাখছি এবং যেকোনো প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছি।' রাজভবনের তরফ থেকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সাহসিকতা ও সহনশীলতা সত্যিই প্রশংসনীয়।' রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যৌথভাবে কাজ করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে নিকটস্থ সাহায্য কেন্দ্র বা রাজভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে রাজভবনেরও কয়েকটি গাছ পড়ে যায়। দ্রুত সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যপাল নিজে দাঁড়িয়ে গাছ কাটার তদারকি করেন।

পাগলে কী না বলে! শয়ে শয়ে ওয়াকফের জমি লুঠ নিয়ে অধীরের অভিযোগের পাল্টা ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ সোমবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, কলকাতায় শয়ে শয়ে ওয়াকফ জমি ববি হাকিমের নেতৃত্বে লুঠ হয়েছে। সেগুলো প্রমোটারদের দেওয়া হয়েছে। অধীরের এই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। অধীর যতটা উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, ববি ছিলেন ততটাই নরম। তিনি বলেন, ''পাগলে কী না বলে ছাগলে কী না খায়। না আমি সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী না ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে আমার যোগ আছে।'' তাঁর কথায়, ''আমি মুসলিম। আমার ধর্ম ইসলাম। আমি একটা জায়গার মোতয়াল্লি। সেখানে মসজিদ সংস্কার করেছি। হস্টেল তৈরি করেছি। প্রমাণ দিতে পারবে না নিজের স্বার্থে আমি কিছু করেছি।'' ফিরহাদ তথা ববি হাকিমের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ করেছে বিজেপি। ধর্মের নামে ভোট চাওয়ার অভিযোগ এনে চিঠি দেওয়া হয়েছে কমিশনের দফতরে। এ ব্যাপারে এদিন অধীর চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''ওখানকার যিনি মেয়র আগে নিজেকে মুসলমান মনে করেন। তার পর ভারতীয় মনে করেন, তার পর নিজেকে ভোটার মনে করেন। ওঁর কথা আর কী বলব!'' এর পরই অধীর বলেন, ''কলকাতার বুকে শয়ে শয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি এই মেয়রের নেতৃত্বে লুঠ হয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, লুঠ হয়েছে লুঠ হয়েছে লুঠ হয়েছে।'' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, ''তিনি কত বড় মুসলমান তা মুসলমান সমাজের সকলেই জানেন। তিনি মুসলমানের অভিনয় করেন। ভোটের বাজারে দিদির হয়ে দালালি করেন। তিনি মুসলমান সমাজের জন্য কিছু করেননি সেটা মুসলমান সমাজ ভাল করে জানে। তা যদি করতেন তা হলে কলকাতার বুকে শয়ে শয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি লুঠ হত না। প্রমোটারদের হাতে চলে যেত না।'' জবাবে ববি বলেন, ''ইসলাম অবশ্যই আমার ধর্ম। কিন্তু ধর্মকে আমি রাস্তায় নামাইনি।'' মেয়রকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি মানহানির মামলা করবেন? ফিরদাহ হাকিম বলেন, ''না না এই সব রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে আমি ওসব আনতে চাই না। আমি ওনার ওখানে গিয়ে প্রচারে যা তা বলেছিলাম। হয়তো সে কারণেই এ সব বলছেন। উনি প্রমাণ দেখান তার পর আইনি ব্যাপার দেখা যাবে।'' তাঁর কথায়, ''আমি বলব, অধীরবাবুর মানসিক ভাবে সুস্থ থাকুন। ভাল থাকুন। হেরে গেলেও রাজনীতি ছাড়বেন না। অনেক পুরনো নেতা।'' পর্যবেক্ষকদের মতে, ববির কথাতেই পরিষ্কার যে তিনি বিতর্ক বাড়াতে চাইছেন না। তিনি মনে করছেন, অধীর এসব কথা বলে রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন। আপাতত রাজনৈতিক ভাবেই তার জবাব দিতে চেয়েছেন মেয়র।

আদালতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে ১১৩ পাতার চার্জশিট জমা দিল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিল ইডি। জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় এই চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শাহজাহানের গ্রেফতারির ৫৬ দিনের মাথায় সোমবার কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে জমা পড়ল চার্জশিট। ১১৩ পাতার ওই চার্জশিটে শাহজাহান ছাড়াও নাম রয়েছে শাহজাহানের ভাই আলমগির এবং তাঁর দুই 'সঙ্গী' দিদার বক্স ও শিবু হাজরার। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সন্দেশখালিতে জমি দখল সংক্রান্ত বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে ইডির অফিসারদের কাছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরু থেকেই টানা সংবাদ শিরোনামে সন্দেশখালি। দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর অবশেষে ধরা পড়েছেন শেখ শাহজাহান। তারপর থেকে বহু জল বয়ে গিয়েছে সন্দেশখালির উপর দিয়ে। মুখ খুলেছেন সন্দেশখালির মানুষরা। জানিয়েছেন তাঁদের অভিযোগের কথা। উঠে এসেছে জমি দখল সংক্রান্ত বিস্তর অভিযোগ। জমি দখল সংক্রান্ত ওই অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অফিসাররা এখনও পর্যন্ত জানতে পেরেছেন প্রায় ১৮০ বিঘা জমি শাহজাহান দখল করেছিলেন এবং সেখান থেকে ২৬১ কোটিরও বেশি টাকা নিজের পকেটে পুড়েছিল বলে সন্দেহ ইডির। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে ইডি।

লোকসভা নির্বাচনের অঙ্ক কী বলছে? জানতে ১ জুন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে!

নয়াদিল্লি, ২৭ মেঃ ষষ্ঠ দফা পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব হয়ে গিয়েছে। বাকি আর এক দফা। সপ্তম দফা হয়ে গেলেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব শেষ হবে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে একটা প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা হল-সরকার কারা গড়বে? বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট নাকি ইন্ডিয়া জোট? গোটা দেশে বিজেপি বিরোধী একটা আন্ডার কারেন্ট চলছে। এই আবহে তথ্য-পরিসংখ্যান নিয়ে বসতে চাইছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। আর তাই এবার ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। যেখানে দেশের তামাম বিরোধী দলের শীর্ষনেতারা উপস্থিত থেকে তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করবেন। আর এই তথ্য-পরিসংখ্যান পেশের মধ্যে দিয়েই একটা প্রাথমিক আবাস মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে। সপ্তম দফার নির্বাচন রয়েছে ১ জুন। আর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হবে ৪ জুন। কিন্তু সেই ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। তাঁরা বেশ কয়েকটি প্রশ্নের সরাসরি উত্তর জানতে চান। আর তা হল আবার কি মোদি সরকার নাকি এবার উলটে যাবে? জনমত কী বলছে?

সরকার কি গড়বে ইন্ডিয়া জোট? দেশের জনমত কার দিকে ঝুঁকল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর তথ্য পরিসংখ্যানকে সামনে রেখেই জানতে চান নেতারা। আর তাই ১ জুন জরুরি বৈঠক ডাকল ইন্ডিয়া জোট। হাতে আর তিনদিন বাকি। তারপরই ১ জুন ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে ডাকা সর্বদল বৈঠক বসবে বলে সূত্রের খবর। এই জোটে যাঁরা আছেন তাঁদেরকে ডাকা হয়েছে। সবাইকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। রাজধানী নয়াদিল্লিতে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এই বৈঠকে উঠে আসা পরিসংখ্যানের পরই নেওয়া হবে স্ট্র্যাটেজি। তবে ১ জুন যখন এই হাইভোল্টেজ বৈঠক চলবে তখনই দেশে চলবে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। ভোট ভোটের মতো চলবে। বৈঠকও চলবে রুদ্ধশ্বাস গতিতে। তবে নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর ৪ দিন আগে এই বৈঠক নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ হবে বলে সূত্রের খবর। কেন ১ জুন তারিখকে বেছে নেওয়া হল? যতটুকু জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফা পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান সকলের হাতে এসেছে সেটা পর্যালোচনা করলেই যদি বোঝা যায় বিজেপি ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছতে পারছে না তাহলে সপ্তম দফা নিয়ে ওত ভাবার কিছু নেই। ওটা বাকি দলগুলির নেতাকর্মীরা বুঝে নেবেন। আবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ফাবার তিহাড় জেলে যাওয়ার বিষয়টি আছে। তাই ১ জুন তারিখে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন অন্তর্বর্তী জামিনে আছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু ২ জুন তাঁকে আবার আত্মসমর্পণ করতে হবে। সব দিক বিবেচনা করেই এই বৈঠক ১ জুন ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অসাংবিধানিকঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৭ মে ঃধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ অসাংবিধানিক। কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করে এই মন্তব্য করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের দলগুলি মুসলিম সংরক্ষণের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস গত ১৪ বছর ধরে ১১৮টি মুসলিম জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, ওবিসিদের সংরক্ষণের অধিকারের উপর সম্পূর্ণ লুট করেছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, আমরা কলকাতা হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আদালত টিএমসি-র এই ধরনের অসাংবিধানিক কাজকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছে। একইভাবে, বিহারে লালুজি ইতিমধ্যে বলেছেন মুসলমানদের সংরক্ষণ করতে হবে, তারা এই সংরক্ষণ কোথা থেকে পাবে, তাঁরা ওবিসি, এসসি, এসটি-র সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের দিতে চায়... বিজেপি এসবের

মোদীর সফরের প্রাক্কালে প্রথম ড্রোন প্রদর্শনী কলকাতায়

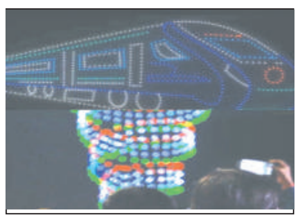

কলকাতা, ২৭ মে,ঃমঙ্গলবার কলকাতায় পথযাত্রা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে, সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপি-র উদ্যোগে কলকাতায় ড্রোন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।বিজেপি-র মিডিয়া গ্রুপে ২৮ সেকেন্ডের একটি প্রোমো যুক্ত করে লেখা হয়েছে, কলকাতা শহরে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ড্রোন শো। কলকাতার মাঝ আকাশে ফুটে উঠবে নতুন ভারতের উদয়। সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে সাড়েড ৭টায় শহীদ মিনার ময়দানে এই বিরাট ড্রোন প্রদর্শনী।এর সাক্ষী থাকতে দলে দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অন্ধকার আকাশে যেমন আলোয় ফুটে উঠবে মেট্রো রেল, পদ্মফুলের আদল, তেমনই দেখা যাবে ‘একবার মোদী সরকার’ কথাটা।

উত্তর প্রদেশের বাঘপতে হাসপাতালে আগুন, কেউ হতাহত হননি

বাঘপত, ২৭ মে ঃউত্তর প্রদেশের বাঘপত জেলায় আগুন লাগল একটি হাসপাতালে। সোমবার বাঘপত জেলার বারাউট এলাকায় অবস্থিত আস্থা হাসপাতালে আগুন লাগে। মুখ্য দমকল অফিসার অমরেন্দ্র প্রতাপ সিং বলেছেন, আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ৪টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে থাকা ১২ জন রোগীকে অন্যত্র নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগেছে।

ভারী বৃষ্টিতে তেলেঙ্গানায় ১৩ জনের মৃত্যু

হায়দরাবাদ, ২৭ মে ঃ বঙ্গে চলছে ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপট। তেলেঙ্গানাতেও হচ্ছে ভারী বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টির জেরে তেলেঙ্গানায .১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।রবিবার রাতে হায়দরাবাদের বিভিন্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাত হয়। লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে একটি এলাকায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরেকটি জেলায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। সেখানে আরও ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে আবার বজ্রপাতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। রাস্তায় গাছ পড়ে, বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল।

ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কেজরিওয়াল, অন্তর্বর্তী জামিন এক সপ্তাহ বৃদ্ধির আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ঃ ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার শীর্ষ আদালতে কেজরিওয়াল আবেদন জানিয়েছেন, এক সপ্তাহের জন্য বৃদ্ধি করা হোক তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ। স্বাস্থ্যজনিত কারণে অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ ৭ বাড়ানোর আবেদন করেছেন কেজরিওয়াল।উল্লেখ্য, আবগারি মামলায় প্রায় ৫০ দিন তিহার জেলে কাটানোর পর গত ১০ মে জেল থেকে মুক্তি পান কেজরিওয়াল। ১ জুন পর্যন্ত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে শীর্ষ আদালত। দলীয় সূত্রের খবর, জেলে থাকাকালীন কেজরিওয়ালের ৭ কেজি ওজন কমেছে। আর তাই ৭-দিন অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

ঋষিকেশে বৈঠক পুষ্কর ধামির, চারধাম যাত্রা নিয়ে করলেন পর্যালোচনা

ঋষিকেশ, ২৭ মে ঃ চারধাম যাত্রা নিয়ে সোমবার গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। এদিন ঋষিকেশে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে চারধাম যাত্রার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। ভক্তদের সুবিধার্থে যা যা করণীয় তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।ঋষিকেশে পুণ্যার্থীদের জন্য যে যে আয়োজন করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ঋষিকেশ থেকে ''যাত্রা'' (চারধাম যাত্রা) শুরু হয... আমি এই জায়গায় সমস্ত প্রস্তুতি ও সুযোগ-সুবিধা নিরীক্ষণ করে দেখেছি। সবার নিরাপত্তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ''যাত্রা'' সুবিধামত পরিচালিত হচ্ছে। ''যাত্রা'' যাতে আরামদায়ক এবং সুবিধাজনকভাবে পরিচালিত হয .তা নিশ্চিত করতে আমি এখানে এসেছি।

‘অপমানজনক বিজ্ঞাপন দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা বিজেপি-র,জয় হতেই তোপ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ বিজ্ঞাপন মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তুমুল র্ভসিত হল বিজেপি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বিজেপি, তা প্রাথমিকভাবে ’অপমানজনক’ বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত ।বিজ্ঞাপন বন্ধের ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেয়েছিল বিজেপি। বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, সিঙ্গল বেঞ্চ যে হেতু এই মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে তাই ওই নির্দেশের উপর ডিভিশন কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। হাইকোর্টের এই রায়ের পরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি।নির্বাচন চলাকালীন বিজেপির বেশ কিছু বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেই সমস্ত বিজ্ঞাপন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের শাসক দল। এমনকি, পরে এই বিজ্ঞাপন বন্ধের ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তাঁরা।প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী, বিজেপির বিজ্ঞাপনের উপর অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল বিজেপি। বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদনের ভিত্তিতে জানিয়ে দিয়েছিল, কোনও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে একটা লক্ষণরেখা থাকা উচিত। সেই কারণে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশের উপরে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ।হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল বিজেপি। তাঁদের বক্তব্য ছিল, নির্বাচন চলাকালীন যেখানে আদর্শ আচরণবিধি চলছে, সেখানে আদালত কী ভাবে কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে? পাশাপাশি ওই মামলায় বিজেপিকে যুক্ত করা হয়নি বলেও আপত্তি জানান হয়। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি।ভ্রবিজেপির দুটি বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আপত্তি জানিয়েছিল। দুটি বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, ‘ দুনীতির মূল মানেই তৃণমূল’ এবং ‘ সনাতন বিরোধী তৃণমূল’ বলে লেখা ছিল। এই দুটি কথা নিয়ে ঘোরতর আপত্তি জানায. তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিজ্ঞাপনকে বিভ্রান্তিকর, বেঠিক এবং অবমাননামূলক বলে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁরা। এই দুটি বিজ্ঞাপন নিয়ে নির্বাচন কমিশন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে শোকজ করেছিল। কেন এই ধরনের বাক্য বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হল, সেটা নিয়ে জবাবদিহি করা হয়েছিল।

অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু মিছিল দিল্লি হাসপাতালে!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ রাতারাতি দিল্লির বেবি কেয়ার সেঃ টারে আর ফুটফুটে শিশুদের কান্নার আওয়াজ নেই। এখন শুধুই শশ্মানের নীরবতা। পূর্ব দিল্লির এক বেবি কেয়ার সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে সাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েক জন শিশুর চিকিৎসা চলছে। সন্তান সুখ যেন ভাগ্যে সইল না বুলন্দশহরের কৃষক হৃতিক চৌধুরীর। গত রবিবারেই কোলের সন্তানকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল। সেই মতো হাসপাতালে উদ্দেশে রওনাও হয়েছিলেন। তার আগেই সবটা শেষ।হৃতিকের একরত্তি শিশু চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিল বিবেক বিহারে এই বেবি কেয়ার সেন্টারে। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিনই একবার করে আদরের সন্তানকে দেখে আসতেন হাসপাতালে। ছোট্ট মুখখানার হাসিতে মন ভরে যেত। সবটা শেষ এক মুহূর্তেই। বুকফাটা কান্না ছাড়া আর কিছুই নেই অবশিষ্ট। শোকে পাথর গিয়েছেন স্ত্রী। গত রবিবার পর্যন্তও হৃতিক জানতেন না আগের রাতে ওই হাসপাতালে আগুন লেগেছে। ওই দিন হাসপাতাল থেকে কোলের সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কথা ছিল তাঁর। সেই মতো রবিবার সন্তানকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হাসপাতালে উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। সেই সময়ই খুড়তুতো ভাইয়ের কাছ থেকেই হাসপাতালে আগুন লাগার খবর জানতে পারেন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছে দেখতে পান মৃত শিশুদের মধ্যে রয়েছে তাঁর সন্তানও। শোকে মুখ থেকে কথা সরছে না আর। ভাগ্যের যে এমন নিঠুর পরিহাস হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারছেন না আত্মীয়-স্বজনও। মৃত শিশুর এক আত্মীয় জানিয়েছেন, আগেও দুই সন্তান হারিয়েছে দম্পতি। গত বছরই সন্তান হারানোর শোক কুড়ে কুড়ে খেয়েছিল। তার আগে হৃতিকের স্ত্রীর এক সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল গর্ভাবস্থায় থাকা অবস্থাতেই। সব দুঃখ ভুলিয়ে সকলের মুখে হাসি ফুটেয়ে কয়েক দিন আগেই তাঁদের ঘরে জন্ম নিয়েছিল এক শিশু। অগ্নিকাণ্ডে তারও মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবারে।দিল্লির বেবি কেয়ার হাসপাতালে এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অগ্নিকাণ্ডে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বড়সড় গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন অনেকে। জানা গিয়েছে, বিবেক বিহারের ওই বেবি কেয়ার সেন্টারের ভবনের নীচের তলা থেকে উপরে ওঠার একটিই পথ ছিল। সেই পথটিও তৈরি করা হয়েছে ভবনের ভিতর দিয়ে। যার ফলে ভবনে আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার পর উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা শিশুদের বাঁচাতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে পারেননি। ভবনের মাঝখানে একটি লোহার সিঁড়ি রয়েছে। এই সিঁড়ি নীচের তলায় আসার কাজেও ব্যবহার করা হত। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের সময় আগুনের লেলিহান শিখা উপরের দিকে উঠতে থাকে। যার জেরে এই রাস্তাটিও বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, হাসপাতালে বেআইনি ভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবসা চলত। নীচের তলায় অক্সিজেন সিলিন্ডার রিফিলিং সেন্টারটি বেআইনিভাবে চালানো হচ্ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের কাছ থেকে বিনা অনুমতিতেই চালাচ্ছিল অক্সিজেন রিফিলিং সেন্টারটি। স্থানীয়রা এনিয়ে পুলিশ ও MCD প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের কথায়, অভিযোগের ভিত্তিতে সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া হলে হয়তো এই সাত নবজাতক প্রাণ হারাতো না।বুধবার দিলশাদ গার্ডেন হাসপাতালে ভজনপুরার বাসিন্দা মাসি আলম ও তাঁর স্ত্রী সিতারা ঘরে জন্ম হয় এক পুত্র সন্তানের। পেশায় মাসি শ্রমিক। ওই শিশুকে বেবি কেয়ার নিউ হাসপাতালে রেফার করা হয়। এই বেবি কেয়ার সেন্টার ব্যয়বহুল চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও কষ্টশিষ্ট করেই এখানে ছেলের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছিলেন শ্রমিক মাসিম। অগ্নিকাণ্ডে হারিয়েছেন সদ্যজাত পুত্র সন্তানকে। তাঁর মতো অনেকেই নিজেদের নবজাতককে হারিয়ে শোকে বুক চাপড়াচ্ছেন।

২২-২৫ জনকে রাজা ও মহারাজা বানিয়েছেন মোদীজি, প্রধানমন্ত্রীকে তোপ রাহুলের

পালিগঞ্জ, ২৭ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল কটাক্ষ করে বলেছেন, ২২-২৫ জনকে রাজা ও মহারাজা বানিয়েছেন মোদীজি। সোমবার বিহারের পালিগঞ্জের নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী কেন পরমাত্মা গল্প শুরু করেছেন জানেন? নির্বাচনের পর ইডি-র লোকজন যখন নরেন্দ্র মোদীকে আদানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তখন নরেন্দ্র মোদী বলবেন- আমি জানি না, পরমাত্মা আমাকে এটা বলেছেন।রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী জি, লম্বা লম্বা ভাষণ দেওয়া বন্ধ করুন। শুধু বলুন বিহারের কত সংখ্যক যুবকদের কর্মসংস্থান দিয়েছেন।। আপনি ২ কোটি যুবককে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন, কাউকে চাকরি দেননি। আগে যুবকরা সেনাবাহিনী ও সরকারি সেক্টরে যেতে পারত, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সব পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, ৪ জুন ইন্ডি সরকার আসছে। সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অগ্নিবীর প্রকল্প শেষ করব। সেনাবাহিনী এই পরিকল্পনা নিয়ে আসেনি। নরেন্দ্র মোদী সেনাবাহিনীর ওপর অগ্নিবীর প্রকল্প চাপিয়ে দিয়েছেন।

অভিযুক্ত নাবালকের রক্তের নমুনা বদল !গ্রেফতার খোদ ফরেন্সিক প্রধান-সহ দুই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পুণের পোর্শে দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত কিশোরকে আড়াল করতে রক্তের নমুনা বদলে দিয়েছেন খোদ ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান! তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই হাসপাতালের এক চিকিৎসককেও এই অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুণে পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। ধৃতরা হলেন চিকিৎসক অজয় টাওয়ারে ও শ্রীহরি হারলার । দু’জনকে শিবাজিনগর আদালতে পেশ করা হবে ।জানা গিয়েছে, গাড়ি দুর্ঘটনার নয় ঘণ্টা পর নাবালকের রক্ত পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করা হয় । তার রক্ত পরীক্ষা করার জন্য সাসুন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । দুর্ঘটনার সময় অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল কি না তা জানার জন্যই পুলিশ সাসুন হাসপাতালে নাবালকের রক্ত পরীক্ষা করে । কিন্তু নাবালককে বাঁচাতে সাসুন হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তাররা তার রক্তের নমুনা বদল করে দেন বলে অভিযোগ । নাবালকের সঙ্গে অন্য একজনের রক্তের নমুনা পালটে দেওয়া হয় যিনি মদ্যপান করেননি ।ভ্রাত ১৯ মে পুনেতে পোর্শে গাড়ির ধাক্কায়

র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মৃত ছাত্রের নামে অ্যাওয়ার্ড যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে,কারা পাবে? গৃহীত হল প্রস্তাব

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ র‍্যাগিং ঠেকাতে, র‍্যাগারদের রুখতে র‍্যাগিংয়ে নিহত ছাত্রের নামে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারপ্রাপ্ত ভিসি ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, ইসি'তে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ইসি'র সব সদস্য সহমত পোষণ করেছেন। র‍্যাগিং ঠেকাতে যে পড়ুয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন, তাঁকে র‍্যাগিংয়ে নিহত ছাত্রের নামাঙ্কিত পুরস্কারে ভূষিত করা হবে প্রতি বছর।যদিও মৃত ছাত্রের পরিবার এতে সন্তুষ্ট নন। তাদের বক্তব্য, পুরস্কার চালুর বদলে অন্য কিছু করা যেতে পারত।যদিও ওই নিহত ছাত্রের পরিবার মনে করছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে তাঁদের হাতে ‘ তুলে দিচ্ছেন। অ্যাওয়ার্ড চালুর বদলে সন্তানের নামে স্মৃতিসৌধ তৈরি এবং তাঁর মৃত্যুদিনটিকে অ্যান্টি র‍্যাগিং দিবস হিসেবে পালনের দাবি তুলেছে ওই ছাত্রের পরিবার।বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক ছিল। গত অগস্টে যাদবপুরের মেন হস্টেলে র‍্যাগিং ও যৌন হেনস্থায় ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত পড়ুয়াদের শাস্তি নিশ্চিত করেছেন কর্তৃপক্ষ। ওই বৈঠকেই মৃত ছাত্রের স্মৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কী করতে পারে, তা নিয়ে একাধিক প্রস্তাব আসে। কেউ প্রস্তাব দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ভবনের নাম মৃত ছাত্রের নামে রাখা হোক, কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন, হস্টেল বা ক্যাম্পাসে স্মৃতিসৌধ বানানো যেতে পারে, কারও কারও প্রস্তাব ছিল, মেন হস্টেলের নাম বদলে ওই ছাত্রের নামে রাখা হোক।কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে কর্মসমিতির অনেকেই মনে করেছেন, এমন কিছু করা ঠিক হবে না যা বার বার যাদবপুরের ওই অন্ধকারময় স্মৃতি উৎসকে দেয়। ভিসি প্রস্তাব দেন, র‍্যাগিং ঠেকাতে যে ছাত্র বা ছাত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন, তাঁকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হোক মৃত ছাত্রের স্মৃতিতে। সেই প্রস্তাবেই সিলমোহর পড়ে।ভ্রক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ে নজরদারিতে ইসি'তে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বর্ষ-ভিত্তিক আলাদা আলাদা হস্টেল থাকবে। পাশাপাশি ঠিক হয়েছে, হস্টেল সুপার-ওয়ার্ডেনরা ছাড়াও শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হবে নজরদারিতে। তাঁদের কো-সুপার বা ওয়ার্ডেনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অ্যাওয়ার্ডের বিষয়টি মৃত ওই ছাত্রের পরিবারকে জানানো হয়েছে। যদিও তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি।ভ্রমৃত ছাত্রের বাবা বলেন, ‘ তো আমাদের একটা লজেন্স দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদি সত্যিই আমার ছেলের স্মৃতিতে ওঁদের কিছু করতে হতো, তা হলে ওর মৃত্যুদিনটিকে অ্যান্টি র‍্যাগিং দিবস হিসেবে পালন করা যেত। ক্যাম্পাসে ওর কোনও আবক্ষ মূর্তি বা স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে পারত। কিন্তু ওঁরা সেটা করবেন না বলেই অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার নামে লজেন্স ধরাচ্ছেন।’

রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি নেপালেও

কাঠমান্ডু, ২৭ মে ঃ রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব নেপালের পূর্বাঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে। নেপালের কোসি অঞ্চলের মোরাং, সুনসারি এবং ঝাপাতে বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়

পুণ্যতিথিতে নেহরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য সোনিয়া ও খাড়গের, শ্রদ্ধা নিবেদন মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ঃ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীও। সোমবার সকালে দিল্লিতে নেহরুর সমাধিস্থল শান্তি বন-এ গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন খাড়গে ও সোনিয়া।এছাড়াও দেশের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে পুণ্য তিথিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মোদী শ্রদ্ধার্ঘ্য বার্তায় লিখেছেন, প্রয়াণ দিবসে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিলেন নাড্ডা, বললেন এখানে এলেই শক্তি সঞ্চারিত হয়

বারাণসী, ২৭ মে ঃ উত্তর প্রদেশের বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। সোমবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় বারাণসীর কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেন নাড্ডা। কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর নাড্ডা বলেছেন, আমরা সবাই জানি, কাশী একটি ধর্মীয় শহর। আমরা যখনই এখানে আসি, নতুন শক্তি পাই এবং আমি সর্বদা প্রার্থনা করি যে সমাজ সমৃদ্ধ থাকুক, সকলের মধ্যে সুখ-শান্তি থাকুক এবং দেশ সমৃদ্ধভাবে এগিয়ে যাক।

রেমাল-এর তাণ্ডবে কলকাতা বিমানবন্দরে বিলম্বিত উড়ান, অবশেষে স্বাভাবিক পরিষেবা

কলকাতা, ২৭ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় রেমাল-এর তাণ্ডবে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। রবিবার রাত থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমাবন্দর থেকে টেক-অফ করেনি অনেক বিমান, অনেক বিমান বিলম্বিত হয়েছে। এর ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। তবে, সোমবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়েছে বিমান পরিষেবা।রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বন্ধ ছিল বিমান পরিষেবা। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকেই চালু হয়ে যায় বিমান ওঠা-নামার প্রক্রিয়া। পরিষেবা স্বাভাবিক হতে সারাদিন লেগে যেতে পারে বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। এক যাত্রী জানিয়েছেন, গত রবিবার আমার ফ্লাইট ছিল, যা বিলম্বিত হয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছে, সোমবার বিমান উড়ান ভরবে। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য এমনটা হয়েছে। যেহেতু আমরা আগে থেকে জানতে পেরেছি, তাই ততটা সমস্যা হয়নি।

দীপা কর্মকারকে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

কলকাতা, ২৭ মে ঃ এশিয় চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয়বার পদক পেলেন আগরতলার বঙ্গকন্যা দীপা কর্মকার। ২০১৫ সালে হিরোশিমায় তাঁর ছিল ব্রোঞ্জ। ৯ বছর পর নিজেকেই ছাপিয়ে গেলেন দীপা। রবিবার গভীর রাতে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এক্স হ্যান্ডলে অমিত শাহ লিখেছেন যে, এশিয় সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত থেকে প্রথম স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন আমাদের অন্যতম সেরা জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। তাঁকে ধন্যবাদ। ত্রিবর্ণের গর্ব বাড়ানোর পাশাপাশি, দীপা আমাদের ক্রীড়াবিদদের অনুসরণ করার জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক পথ তৈরি করেছেন। আমাদের জাতিকে গর্বিত করার সাথে সাথে তাঁর জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।রবিবার উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্তে ইতিহাস লিখেছেন ত্রিপুরার বছর তিরিশের মেয়ে। জিমন্যাস্টিক্সের ভল্ট ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে দীপা শ্রেষ্ঠত্বের পদক ছিনিয়ে এনেছেন।

ছত্তিশগড়ে নির্মীয়মান মোবাইল টাওয়ারে আগুন মাওবাদীদের

নারায়ণপুর, ২৭ মে ঃ আবারও মাওবাদী হানা ছত্তিশগড়ে। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের ছোটডোঙ্গা থানা এলাকার অধীনে গৌরদন্ড এবং চামেলি গ্রামে দুটি নির্মীয়মান মোবাইল টাওয়ারে গত রবিবার রাতে মাওবাদীরা তরফে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে জানা গেছে।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গৌরদন্ড এবং চামেলি গ্রামে দুটি নির্মীয়মান মোবাইল টাওয়ারে রবিবার রাতে আগুন লাগার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। দেখা যায়, অনেকটাই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই ঘটনার পরেই জেলা পুলিশ ও আইটিবিপি-র তরফে যৌথ তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায .৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৭৮ ডলার প্রতি ব্যারেল। সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।এই সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.১৯ ডলার বা ০.২৩ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৩১ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.২৬ ডলার বা ০.৩৩ শতাংশ বেড়ে ৭৭.৯৮ ডলারে ট্রেড করছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

অনুকূল হয়ে উঠছে আবহাওয়া, ৫ দিনের মধ্যেই কেরলে বর্ষা আগমণের সুখবর দিল আইএমডি

নয়াদিল্লি, ২৭ মে ঃদেশে বর্ষার আগমণ নিয়ে আরও একবার আপডেট দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। সোমবার আইএমডি জানিয়েছে, অনুকূল হয়ে উঠছে আবহাওয়া, আগামী ৫ দিনের মধ্যেই কেরলে বর্ষা আগমণের সম্ভাবনা রয়েছে।সোমবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিনের মধ্যে কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। অর্থাৎ মে''র শেষে বা জুনের প্রথমেই কেরলে বর্ষা প্রবেশ করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।এমনিতেই কেরলে বর্ষা প্রবেশের দিনক্ষণ হল ১ জুন। সাতদিন হেরফের হলেও আবহাওয়াবিদরা মনে করেন যে স্বাভাবিক সময় বর্ষা ঢুকেছে ভারতে। অর্থা মোটামুটি ৮ জুনের মধ্যে যদি কেরলে বর্ষা ঢুকে যায়, তাহলে বলা হয় যে স্বাভাবিক ছন্দেই প্রবেশ ঘটেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর। সোমবার যা পূর্বাভাস দেওয়া হল, তাতে এবার বর্ষা স্বাভাবিক ছন্দেই কেরলে প্রবেশ করতে চলেছে।

গুসকরা পৌরসভা এলাকায় পথ বাতি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরাঃগুসকরা পৌরসভা উদ্যোগে দুটি প্রধান রাস্তায় পথবাতি বসানো চলছে । বর্ধমান বোলপুর গুসকরা এলাকায় বলগোন মোড় থেকে নিউটাউন কুনুর নদী ব্রিজ পেরিয়ে হিমঘর পর্যন্ত। আরো একটি গুসকরা স্কুলমোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড স্টেশন হয়ে রেল লাইন পেরিয়ে ধারাপাড়া পর্যন্ত। হিমঘর থেকে বললোনা মোড় পর্যন্ত ২ বি জাতীয় সড়কের ওপর পথবাতি বসানোর কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। স্কুলমোড় থেকে ধাড়াপাড়া পর্যন্ত পথবাতি বসানোর কাজ চলছে। মাটির তলাদিয়ে বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই মাটি খুঁড়তে হচ্ছে। রাস্তা খারাপের অভিযোগ উঠেছে।এই প্রসঙ্গে গুসকরা পৌরসভা পৌরপতি কুশল মুখার্জী বলেন পথবাতি বসতে যেটুকু রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে তা পুনরায় মেরামত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে কাজের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।ঐ টাকায় যতোটা হয় করা হচ্ছে।ঐ টাকায় দুটি প্রধান রাস্তায় পথবাতি বসানো চলছে। পরে টাকা এলে আউশগ্রাম রাস্তায় গুসকরা থেকে সুশিলা পর্যন্ত হবে। শহরের অন্যান্য। রাস্তায়তেও করায় ইচ্ছা আছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮ মে মার্ট ঃশনিবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। বিবাহের যোগ হবে **বৃষভ রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে।।। **মিথুন রাশিঃ**নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। শুভ দিন। **কর্কট রাশিঃ**আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে এবং আপনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করবেন।। **সিংহ রাশিঃ**আপনি অবসর যাপনের আনঃদ উপভোগ করবেন।।**কন্যা রাশিঃ**প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে। **তুলারাশিঃ**আর্থিক ব্যবস্থা ভালো যাবে আজ। বিদেশ যাত্রা শুভ। **বৃশ্চিক রাশিঃ** ব্যবসায় সাফল্য। শুভ রং লাল। পড়াশোনায় মন। **ধনু রাশিঃ**আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। কাজের সুযোগ।। **মকর রাশিঃ**চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। বিবাহের যোগ হতে পারে। **কুম্ভ রাশিঃ**কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। **মীন রাশিঃ**আপনি আজ খুব সক্রিয়. এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আর্থিক ব্যবস্থা

সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্থ নদীবাঁধ এলাকা ঘুরে দেখলেন মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭মে ঃ সন্দরবনের ওপর দিয়ে শনিবার রাতে আঘাত করে বাংলাদেশের দিকে চলে গেছে রেমেল ঘূর্ণিঝড়।আর রেমেল ওকোটালের জেরে সুন্দরবনের একাধিক এলাকায় .নদীবাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।আর সোমবার সুন্দরবনের সেই সব দুর্বল নদী বাঁধ গুলি ঘুরে দেখেছেন মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপী হালদার। এদিন রায়দীঘি ও সাগর এলাকার সেই সব নদীবাঁধ ঘুরে দেখার পর বাপি হালদার বলেন,বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলা সত্ত্বেও নদী বাঁধ সারানোর জন্য কোনও টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। বার বার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করলেও তাঁরা কোনও কর্ণপাত করেনি। আজ যখন ঝড় চলছে তখন যারা বড় বড় কথা বলছিল তাদের কারও দেখা পাওয়া যাবে না। তিনি এদিন এও জানান,আমফানের সময় উপকূলীয় এলাকার মানুষের পাশে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। ইয়াসেও ছিলেন। আর এই ঝড়েও আছেন।আমি একজন প্রার্থী হিসেবে নয়, সুন্দরবনের মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত গাফিলতির কারনে সু ন্দরবনে এত বছরেও পাকা বাঁধ তৈরি হলো না। এদিন নদী বাঁধ তীরবর্তী মানুষদের সাথে কথা ও বলেন বাপি। তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এদিন এই নদী বাঁধ পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা,জেলা পরিষদের সদস্য মাধবী হালদার পুরকাইত সহ আরো অনেকে।

মোদীর সভামঞ্চ প্রস্তুতিতে বেগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ মে ঃ মঙ্গলবার ২৮ মে অশোকনগরে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সপ্তম দফার আগে শেষবারের জন্য রাজ্যের প্রচারে আসছেন তিনি। তবে, রিমেল ঝ।রে কারণে মোদীর সভামঞ্চ প্রস্তুতিতে বেগ পেতে হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় রিমেল স্থলভাগে আছড়ে পড়ার মাঝেই, দুর্যোগ ও বৃষ্টি মাথায় করেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাত জেগে চলেছে কাজ। অশোকনগরে একদিকে তৈরি হচ্ছে হেলিপ্যাড, অন্যদিকে চলছে সভা মঞ্চ তৈরির কাজ। আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। তারপরেই প্রায় ৩৭ বছর পর দেশের প্রধানমন্ত্রী আবারও পা রাখবেন অশোকনগরে। ইতিমধ্যেই অশোকনগর হরিপুর ময়দানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে সভাস্থল তৈরির কাজ, তবে বাধা হয়ে .দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ইতিমধ্যেই মাঠেও জমেছে জল। সব বাধা অতিক্রম করেই বর্ষাতি পড়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কর্মীরা।

শেওড়াফুলি লাইনে চরম বিপত্তি, বন্ধ লোকাল ট্রেন, স্তব্ধ জিটি রোড

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২৭ মে ঃ রাতভর দাপট চলেছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল-এর। রাত কাটলেও থামেনি বৃষ্টি। ফলে, রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। দক্ষিণ থেকে উত্তর, রাজ্যের সর্বত্র রয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সাইক্লোনের প্রভাব। একাধিক লাইনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। রেলের তরফে আগেই বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। পরে ঝড়ের প্রভাবে আরও বেশি কিছু লাইনে পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সোমবার দুপুরে বন্ধ হয়ে যায় শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লাইনের ট্রেন চলাচল। এই লাইনে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, স্তব্ধ হয়ে যায় জি টি রোডও। জানা গিয়েছে, রেমালের জেরে ঝড় হওয়ায় নসিবপুর স্টেশনের কাছে একটি বাঁশগাছ হেলে পড়ে। ট্রেনের ওভারহেড তারে ঠেকে যায় সেটি। সেই কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। দুপুরের পর থেকে দীর্ঘ সময় আপ লাইনে কোনও ট্রেন এগোতে পারে নি। শেওড়াফুলি চার নম্বর রেল গেটে দাঁড়িয়ে থাকে একটি আপ লাইনের ট্রেন। ফলে গেট খোলা যায় নি। এর জন্য শেওড়াফুলিতে জিটি রোড স্তব্ধ যায়। কতক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে, তা বুঝতে না পেরে রেল যাত্রী থেকে পথচলতি মানুষ ব্রিান্ত হয়ে পড়ে। ডাউন লাইনে ট্রেন চলে স্বাভাবিক গতিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ট্রেনের কর্মীরা। আগাম পূর্বাভাস পেয়েই একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়। পরে রেমাল-এর ধাক্কা সামলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল শুর হয় সোমবার সকালে। শিয়ালদা ও হাওড়া থেকে একে একে সব লোকার ট্রেন ছাড়তে শুরু করে। তবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বাতিল করা হয় একাধিক ট্রেন। ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, ক্যানিং, বজবজ, হাসনাবাদ, মাঝেরহাট- হাসনাবাদ , বনগাঁ সহ একাধিক লাইনে ৪৬টি ট্রেন বাতিল করা হয়।

হাসনাবাদের বরুনহাটে ইছামতি নদীবাঁধে ধস,এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা,দ্রুত চলছে মেরামতির কাজ।হাসনাবাদের বরুনহাট পূর্ব রাজবংশী পাড়া এলাকায় নদীর বাঁধে ধস। আমপান,ইয়াসের স্মৃতি উৎসকে ফের আরো এক মে মাসেই বাংলায় আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় রেমাল।রেমালের প্রভাবে আজ সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইছে দক্ষিনবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা সহ নদী কুলবর্তী এলাকা গুলিতে।হাসনাবাদ,হিঙ্গলগঞ্জে বইছে ঝোড়ো হাওয়া, বাড়ছে নদীর জলস্তর ও।তারই মধ্যে নদী বাঁধ ধসে গিয়েছে বরুণহাট এলাকায়। ইরিগেশন দপ্তরের তৎপরতায় দ্রুত চলছে বাঁধ মেরামতের কাজ।

পরিষেবা অবতরণে সমস্যা, ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ পরিষেবা চালু হওয়ার পরেও বিমান অবতরণে সমস্যা। খারাপ আবহাওয়ার জন্য সমস্যা, খবর কলকাতা বিমানবঃদর সূত্রে। উড়ান ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য বিমানবন্দরে। তবে কলকাতা বিমানবঃদর থেকে বিমান আকাশে উড়তে সমস্যা হচ্ছে না। সোমবার সকালে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় বিমান চলাচল চালুর সিদ্ধান্ত নেন কলকাতা বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষ। সকাল ৯টা থেকে পরিষেবা চালুর কথা থাকলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই সেই পরিষেবা চালু করেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বেলা গড়াতেই আবহাওয়ার অবনতি শুরু হতে করে। বিমানবন্দরের যে 'ডিপার্চার'-র যে জায়গা রয়েছে, সেখানে দাঁড়ালেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট টের পাওয়া যায়। মূলত এই কারণেই কলকাতাগামী বিমানগুলি অন্য বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলে দুপুরেও, সঙ্গে বৃষ্টি। সব মিলিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণে তুমুল সমস্যা হয়। অন্তত ৫টি বিমান অন্য বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যায়। তবে 'ডিপার্চার'-এ যে বিমানগুলি রয়েছে, তাতে কোনও সমস্যার কথা এখনও জানা যায়নি। ফলে বিমান ছাড়া নিয়ে এখনও কোনও ঘোষণা নেই কর্তৃপক্ষের তরফে। শুধু অবতরণের ক্ষেত্রে এই সমস্যা জানাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু কখন পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে বিমান পরিষেবা? দুপুরেও স্পষ্ট নয়।

সাগরের মৌসুনি দ্বীপে মৃত বৃদ্ধার বাড়িতে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭মে ঃ রেমাল ঘূর্ণিঝড়ে সাগরে মৃত এক বৃদ্ধার বাড়িতে সোমবার ছুটে গেলেন মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। রেমালের প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গাছ, সাগরের মৌসুনি দ্বীপে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু ঘটে এক বৃদ্ধার। ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে সাগরের মৌসুনি দ্বীপে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে বাড়িতে খাওয়ার সময় তাঁর মাথায় গাছ ভেঙে পড়ে। ঘরে বসেই ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ের কারণে রবিবার রাত থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশে দুর্যোগ শুরু হয়েছে। ভেঙে পড়েছে একাধিক গাছ। জলের তোড়ে ভেঙেছে সুন্দরবনের গোসাবা, কুলতলি, রায়দীঘি, সাগরের একাধিক বাঁধও।সাগরের মৌসুনি দ্বীপে রবিবার রাত থেকে চলছে ঝড়ের তাণ্ডব। মৌসুনি দ্বীপের বাগডাঙা এলাকার বাসিন্দা রেণুকা মণ্ডল (৮০) সোমবার সকালে তিনি ঘরের ভিতর খেতে বসেছিলেন। ওই সময়ে ঘরে আর কেউ ছিলেন না। আচমকা ঝড়ের প্রভাবে পাশের একটি বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। রেণুকার ঘরের অ্যাসবেসটসের চালের উপর পড়ে ওই ডালটি। তাতে চাল ভেঙে যায়। চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ঐ বৃদ্ধা।সোমবার এ প্রসঙ্গে সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, ' রান্নাঘরে খেতে বসেছিলেন। ঝোড়ো হাওয়াতে ওঁর বাড়ির লাগোয়া একটি বড় গাছ অ্যাসবেসটসের চালের উপর পড়ে। অ্যাসবেসটস ভেঙে বৃদ্ধা চাপা পড়েন এবং মারা যান। এ ছাড়া, ঝড়ে বহু মাটির বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। দুর্গতদের কাছে খাবার পাঠানোর বন্দোবস্তও করা হয়েছে।''ঘূর্ণিঝড় রেমাল রবিবার রাতে আছড়ে পড়েছে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মধ্যবর্তী মোংলার কাছে। বর্তমানে তা শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকায়।সোমবার এই মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরে সদূর রায়দীঘি থেকে সাগরের মৌসুনি দ্বীপের বাগডাঙা গ্রামে চলে যান মথুরাপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার।

আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
CIN: L১৬০০৩WB২০০৬PLC১১০০৩৯
রেজিঃঅফিস বিকানের বিল্ডিং, ৮১, লাল বাজার স্ট্রিট, ১ম তলার রুম নং- ১০ কলকাতা-৭০০০০১,
ফোন নম্বর-(০৩৩) ৪৪৫০০৫০০, ফ্যাক্সঃ০৩৩-২২৪২০৫৮৮
ইমেইল আইডিঃsecretarialrdbindia.comওয়েবসাইটঃwww.rdbindia.com

ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস এবং বছর শেষ হয়েছে ৩১শে মার্চ, ২০২৪

(লাখ টাকায়)

বিশেষ	একত্রিত		
	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৪	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৪	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৩
	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৬৪৫৭.০৭	১১৮৫৮.৩৩	৭২৫২.৪০
ট্যাক্স এবং ব্যতিক্রমী আইটেম আগে নীট লাভ	১১৬১.০০	২১৭৫.৪৮	৯২০.৭৮
ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে করের আগে নেট লাভ	১১৬১.০০	৭৫.৪৮	২০.৭৮
করের পরে নিট লাভক্ষতি	১২০০.২৩	২০৬২.০১	৭৭৬.৮৮
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে সময়ের জন্য মুনাফা এবং ট্যাক্সের পরে অন্যান্য ব্যাপক আয়)	১২০০.০৭	২০৮২.৬৯	৭৭৫.৪৩
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন অভিহিত মূল্য টাকা ১০- প্রতি শেয়ার)	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪
রিজার্ভ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে)	১৬১৫৫.৮০ (পর্যন্ত ৩১০৩২৪)	১৬১৫৫.৮০ (পর্যন্ত ৩১০৩২৪)	১৫১২৫.৪৪ (পর্যন্ত ৩১০৩২৩)
সময়ের জন্য শেয়ার প্রতি মৌলিক এবং পাতলা আয়	৬.৭১	১১.৩৮	৪.৪৯

মন্তব্য ঃ ১.(ক) উপরোক্ত ফলাফলগুলি ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল
(খ) মূল স্বতন্ত্র আর্থিক তথ্য

বিশেষ	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৪	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৪	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৩
	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট আয়	৪৬৮২.৬৫	৯৫৪৮.০২	৫২৬৩.২০
করের আগে নিট লাভক্ষতি	৩৪.৮৫	৫২২.৫৬	৬৭.১৫
করের পরে নিট লাভক্ষতি	২৮.৬৪	৩৮৬.৩৪	৬১.১১

২. উপরেরটি সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন,২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com)।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
সাক্ষর
রাজীব কুমার
ডিনঃ ০৭০০৩৬৮৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ-২৭।০৫।২০২৪

শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য ভবার আদরের সারথি আচার্য ডঃ গোপাল ক্ষেত্রীর ৮০ তম শুভ জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল, বাচিক শিল্পী শ্রী জগন্নাথ বসু ও উর্মি মালা বসু, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর রাজরাজেশ্বরী মা ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবগ । ভবার গান বাণী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো গোপাল ক্ষেত্রীর শুভ জন্মদিন। ডঃ ক্ষেত্রী বলেন এটা একটা জন্মদিন নিছক ' এটা মিলনের উৎসব । ভবার ভাবকে বিনিময় করা ও আগামী দিনে বিভিন্ন জায়গায় ভবার সসঙ্গ পরিচালনা করার লক্ষ্যই হলো এই মিলন উৎসব । শেষে কেক কাটা হয় এবং সকলকে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। পাইকপাড়া মোহিত মঞ্চে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রী শশী ক্ষেত্রী । ছবি সুবল সাহা।

রেমালের জের, কলকাতা-মুম্বই বিমান ভাড়া ৭৯ হাজার টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ রেমালের চোখরাঙানির জেরে কলকাতা বিমানবন্দরে ২১ ঘণ্টা বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয। তার আগে অনেকেই নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে বিমানের টিকিট কাটার চেষ্টা করেন। জানা গেছে, রবিবার তেমনই এক যাত্রী শেষ মুহূর্তে কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের টিকিট বুক করতে গিয়ে দেখেন, কলকাতা থেকে মুম্বই যাওয়ার টিকিটের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৯ হাজার টাকা। তাও কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের সরাসরি বিমান নয়। তাঁকে প্রথমে চেন্নাই গিয়ে, সেখান থেকে মুম্বই পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে একটি বিমান সংস্থা। প্রসঙ্গত, টানা ২১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে চালু হয়েছে বিমান পরিষেবা। সোমবার প্রথমে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে ছাড়ে একটি বিমান। আর এদিন কলকাতায় প্রথম নামে গুয়াহাটি থেকে আসা একটি বিমান। তবে পরিষেবা চালু হলেও তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক।

ঘূর্ণিঝড়ে লাডশেডিং এর সুযোগ নিয়ে হাওড়ার দাসনগরে কালীমন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ হাওড়ার দাসনগর থানা এলাকার বালিটিকুরি কালীতলায় রবিবার রাতে একটি কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। 'রেমাল' ঘূর্ণিঝ।রে আতঙ্কে যখন সব মানুষই ঘরবন্দি সেই সুযোগেই মায়ের সমস্ত গয়না নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। মন্দিরের পুরোহিত জানান মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও তা লোডশেডিং এর জন্য বন্ধ ছিল। আর সেই সুযোগেই মন্দিরের সাতটি তালা ভেঙে মায়ের গলার সোনার হার, কানের দুল, জিভ সহ দুই ভরি সোনার গহনা ও ছয় ভরি রুপোর গহনা এবং প্রণামী বাক্সে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে চোরেরা পালিয়ে যায়। মন্দির কমিটির সদস্য বাবলু হালদার বলেন, মন্দিরের চুরির ঘটনায় সন্দেহ করার মতো কেউ নেই। এই নিয়ে মন্দিরে তৃতীয়বার চুরি হলো। এদিন সকালে পুরোহিত এসে দেখেন মন্দিরের তালাগুলি ভাঙা। ৭টি তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।মন্দিরটি অলিখিতভাবে প্রায় ১০০ বছরের পুরনো। মন্দিরের প্রণামীর বাক্স থেকে নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকা, মায়ের হার, জিভ চোখ, সোনার টিপ, গলার সোনার হার নিয়ে যায় চোরেরা। চুরির ঘটনার সময় লোডশেডিং এর জন্য সিসিটিভি বন্ধ ছিল। সেই কারণে চোরেদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে। মন্দিরের পূজারী স্বর্ণ চক্রবর্তী জানান, প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও তিনি মন্দির বন্ধ করেছিলেন। বেরনোর সময় অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সব তালা দিয়েছেন কিনা তা পরীক্ষা করে যান। সোমবার সকালে এসে দেখেন গেটের তালা সব ভাঙা। এই ঘটনার পর এদিন আর মন্দিরে যাননি। থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

কলকাতার পিআর অ্যাভিনিউ সহ একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ স্ট্যান্ড রোড, কাঁকুড়গাছি, এমজি রোড, পিআর অ্যাভিনিউ সহ একাধিক জাযগায .গাছ ভেঙে পাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি এলাকাগুলিতে ও জল জমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে কর্পোরেশনের তরফ থেকে গাছগুলি সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে আপাতত এই রাস্তাগুলিতে বন্ধ রযেছে গান চলাচল। যে কারণে এই এলাকার সংলগ্ন রোডগুলিতে সামান্য ট্রাফিক জ্যাম দেখা যাচ্ছে। তবে যেহেতু ঝড় বৃষ্টির কারণে একাধিক সরকারি বাস বাতিল করা হযেছে , যে কারণে অন্যান্য দিনের থেকে রাস্তায .আজ যান চলাচলের সংখ্যাটা কম তাই একাধিক রাস্তা বন্ধ করা হলেও শহরে সেভাবে ট্রাফিক পরিস্থিতি নজরে আসছে না। যে যে রাস্তা গুলি বন্ধ করা হযেছে সেই রাস্তাগুলিতে যান চলাচল বন্ধ করা হলেও অন্যান্য রাস্তা দিয়ে .ঘুরিযে .দেওয়া. হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলিকে। কোথাও যানচটুর সমস্যা হলেও সেই জাযগাগুলো দ্রুত রিকভারি চেষ্টা করছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। সব জাযগাতেই চলছে কড়া নজরদারি। একদিকে যেমন কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বং কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে ভেঙে পড়া গাছগুলি সরানোর কাজ চলছে অন্যদিকে যেখানে যেখানে জল জমেছে। সেই জাযগাগুলিকে পাম্পের মাধ্যমে জল দ্রুত নিকাশেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ঘোষণামতই পরীক্ষা পিছোলো প্রেসিডেন্সি ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ সোমবার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল। তবে ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর জেরে ঝুঁকি এড়াতে ঘোষণামতই পরীক্ষা পিছিয়ে দিল প্রেসিডেন্সি ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রবিবারই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একথা জানিয়েছে। সোমবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় সিমেস্টারের একাধিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সোমবার পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর আগমন ঘিরে রাজ্য প্রশাসন কড়া সতর্কবার্তা জারি করেছিল। ঝুঁকি এড়াতে বাতিল করা হয় একাধিক ট্রেন। ফলে দুর্যোগের কথা ভেবেই বিপদ এড়াতে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের কথা বিবেচনা করে সোমবারের পরীক্ষাগুলি ১৮ জুন নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারপার্সেন অধ্যাপক কেকা সরকার জানিয়েছেন, উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভূঁইয়ার সম্মতিক্রমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষা বাতিলের কথা জানানো হয়েছে। পরীক্ষাগুলি কবে নেওয়া হবে তা পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে।

রেমালের প্রভাবে হুগলি জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত চাষেও ক্ষতির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি। ২৭ মে ঃ ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে হুগলি জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত। গতকাল রাত থেকে একটানা বৃষ্টি সঙ্গে প্রবল ঝড়ে মানুষ ঘরবন্দী হয়ে পড়ে। সকাল থেকে বৃষ্টির দাপট ক্রমশ বাড়লে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে, যানবাহন না থাকায় জরুরী কাজে যেতে গিয়ে মানুষ আটকে পড়েন। প্রায় অঘোষিত বন্ধের চেহারা নেয়। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন হলেও অফিসগুলিতে কর্মীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। জানা গেছে এই ব্যাপক ঝড় জলের দরুন ভদ্রেশ্বরের তেলেনি পাড়ার একটি পুরনো বাড়ির উপর গাছ পড়লে বাড়িটি ভেঙে গিয়ে পাশের প্রতিবেশীর বাড়ির উপর পড়ায় ওই বাড়ির এক মহিলা আহত হন। পরে পৌর প্রধান প্রলয় চক্রবর্তী স্থানীয় থানার ওসি ও আইসি ঘটনাস্থলে আসেন, পৌরকর্মীরা গাছ এবং ভাঙ্গা বাড়ি সরানোর কাজে হাত লাগান। অন্যদিকে আরামবাগ সিঙ্গুর চন্ডীতলা জাঙ্গিপাড়া ফুরফুরা শিয়াখালা প্রভৃতি এলাকায় রেমালের প্রভাবে অধিকাংশ দোকান বাজার বন্ধ ছিল রাস্তাঘাট ফাঁকা যানবাহনও খুব কম চলতে দেখা গেছে, ঝড়ের দাপটে অনেক জায়গায় গাছ ও পড়ে যায়। এদিকে ঝড়ের দাপটে শেওড়াফুলি তারকেশ্বরের আপ লাইনে নসিবপুর এর কাছে ওভারহেড তারের উপর বাঁশ গাছের ডগলা পরলে পাওয়ার ব্লক হওয়ার কারণে চার নম্বর রেলগেট এর উপর ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়,ফলে জি টি রোড অবরোধ হয়ে পড়ে মানুষের ভোগান্তি চরমে ওঠে। পরে রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে রেমালের প্রভাবে হুগলির গ্রামাঞ্চলে চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হুগলির হরিপাল ব্লকের ইলিপুর গ্রামের চাষী, জযদেব ঘোষ জানান তিনি তিন বিঘা তিল চাষ করেছেন এই জল এবং ঝড়ে তিলগাছ পড়ে গিয়ে এবং গোড়া পচে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সিঙ্গুর ব্লকের বাসুবাটীর শ্রীরামপুর গ্রামের প্রগতিশীল চাষী এবং সাংবাদিক অনন্ত সাঁতরার তিল জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে তিল গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা শ্রীপতিপুর ইলিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় ধাড়া জানান এই ঝড় জলের প্রভাবে ঢেঁড়স চাষ ছাড়া সমস্ত চাষেরই কমবেশি ক্ষতি হবে। তিনি আজ সারাদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বসে এলাকায় রেমানের প্রভাব সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

'রেমাল' এর তাণ্ডব হাওড়াতেও,অতি ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন বহু ওয়ার্ড, স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ 'রেমাল' এর তাণ্ডব হাওড়াতেও। অতি ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়ার বহু ওয়ার্ড। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। 'রেমাল' এর প্রভাবে রবিবার থেকে লাগাতার অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়লো হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা। চার্চ রোডের কেলভিন কোর্টের রেলওয়ে আবাসন জলমগ্ন। সেখানকার অবস্থা এতটাই দুর্বিষহ যে জলমগ্ন অবস্থায় গৃহবঃদী হয়ে পড়েছেন সেখানকার বেশ কিছু পরিবার। সোমবার সকালে জলমগ্ন পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান এলাকার প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি শৈলেশ রাই। এদের হাতে ফল, কেক সহ শুকনো খাবার তুলে দেন তিনি। শৈলেশ বাবু জানান, ঘূর্ণিঝড়ের জন্য এদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বললেও এরা ঘর ছেড়ে কেউ যেতে চাননি। মেট্রোর জন্যই জমে রয়েছে জল। এখন আমরা সকলে মিলেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি। এদিন সকালে হাওড়ার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তিনি প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাইকে সঙ্গে নিয়ে কেলভিন কোর্ট এলাকা পরিদর্শন করেন। সুজয় বাবু বলেন, অতি ভারী বৃষ্টির কারণে শহরের বেশ কিছু এলাকায় জল জমে রয়েছে। তবে এখন ভরা জোয়ারের জন্য লকগেট সব বন্ধ রয়েছে। লকগেটগুলি দুপুরের পরে খোলা হলে জল অনেকটাই নেমে যাবে। শহরে ৬৫টা জলের পাম্প চলছে। ১১টি ফিক্সড পাম্প হাউস খোলা রয়েছে। সবরকমভাবে জল নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। হাওড়ার চার্চ রোডের কেলভিন কোর্টে বেশ কিছু পরিবার জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। এদের পানীয় জলের পাউচ পাঠানো হয়েছে। যেসব এলাকায় পানীয় জলের কল জলের তলায় রযেছে সেখানে গাড়ি পাঠিয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিকে, 'রেমাল' এর তাণ্ডবে রাতভর ভারী বৃষ্টিতে হাওড়ার বালি পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ড জলমগ্ন। দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' এর প্রভাবে অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন সবকটি ওয়ার্ড। বেশ কিছু জায়গায় গাছ পড়েও বিপত্তি ঘটেছে। বিদ্যুতের খুঁটিও উপড়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে। প্রবল ঝড়ে হাওড়ার রামরাজাতলার হাওড়া উৎসবের মেলার গেট ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেও জানা গেছে। শহরের বেশ কিছু এলাকায় গাছ ভেঙে বিপত্তি ঘটে। ভেঙেছে বিদ্যুতের খুঁটিও।

সুন্দরবনের রায়দীঘিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন কান্তি গাঙ্গুলি

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭মে ঃ নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে দূরে ঠেলে আবার দূর্যোগে মানুষের পাশে এসে দাঁ।।লেন রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি ঝড়ের আগেই শুক্রবার রায়দীঘিতে গিয়ে পৌছান। তিনি দলাদলি ভুলে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সুন্দরবনের মানুষজন জানেন, 'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'। সাগরে 'ফুঁসছে' সাইক্লোন রিমেলে। সুন্দরবনের মানুষদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসনিক তপরতা তুঙ্গে। রবিবার সকাল সকাল মণি নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার ও ক্ষতি গ্রস্থ একাধিক এলাকায় গেলেন কান্তি তাঁর সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে।তিনি দল-মত নির্বিশেষে এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন আবার। প্রবল বৃষ্টিতে চারিদিক সাদা। দোসর আবার ঝোড়ো হাওয়া। দূরপানে দৃষ্টি যাচ্ছে না খুব একটা। সাইক্লোন 'রিমেল' আছড়ে পড়ার প।হৈ সোমবার সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে এগিয়ে এলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। বাদাবনের মানুষ গুলোর কাছে তিনি আজও পরম আত্মীয়।লোকে বলে,'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'।আয়লা হোক, বুলবুল হোক বা আমফান, প্রবীণ সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছেন

সুন্দরবনে। করোনার সময়ও ভাইরাসের হাত থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'কান্তি বুড়োর বাহিনী'। বাম জমানাতে তিনি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন।এরপর পালাবদল হয়েছে। বাংলার লাল দাপট ' ফিকে', দাবি রাজনৈতিক মহলের। কান্তি এখন আর বিধায়ক বা মন্ত্রী নন। কিন্তু, খুচখাচ সমস্যাতেও দৌড়ে যান সুন্দরবনে। রবিবার রাতে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার কাছে আছড়ে পড়ে সাইক্লোন ' বৃষ্টি চলছে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া সোমবার সকাল থেকেই।বাংলায় এখনও এক দফায় ভোট বাকি। কিন্তু,নির্বাচনী অঙ্ক না কষে সকলের একজোট হয়ে এখন সুন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত, বার্তা কান্তির। সুন্দরবন বাসীর কাছে তাঁর আবেদন, ' জলটা ধরে রাখুন যাতে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে গেলে পানীয় জলের একটা সংকট তৈরি হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।'তিনি সোমবার রায়দীঘির একাধিক এলাকায় যান। দূর্দশা গ্রস্থ মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।সাহায্য তুলে দেন। পাশাপাশি সোমবার ঘূর্ণিঝড় রেমালএর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা।ওনারা এদিন এলাকার মানুষ যাহাতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারে তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন। রাযদিঘির বিভিন্ন নদীমাতৃক এলাকা সহ নালুয়া.,লালপুর এলাকায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতির সহযোগিতায় কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও বিধায়ক। এ দিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার বলেন,ভোটের আগে বলে নয় সারাবছর মানুষের পাশেথাকি। আর সুন্দরবনবাসী হিসাবে ওদের পাশে এসে দাঁড়াতে এসেছি।এটা নিয়ে এই সময় কোনো রাজনীতি করতে চাই না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

যুদ্ধবাজরা চায় যুদ্ধ

যুদ্ধ চলতে থাকলে বেশি লাভ হচ্ছে ধনী দেশগুলির। তারা তখন তাদের পণ্যের দাম দ্বিগুণ করে দেবে। কালো বাজারি শুরু হবে। ব্যবসার গতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অধিক আয়ের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ এর পরিবেশ তৈরি করা হয়ে থাকে। যুদ্ধবাজরা এখন আবার ভারত চিনের যুদ্ধ তৈরি করে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তা করতে পারেনি তার প্রধান কারণ হচ্ছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর সেই ফাঁদে পা দেননি। তিনি সব দিক বজায় রেখে সমান ভাবে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। পাকিস্তান চেষ্টা করেছিল কাতারকে দিয়ে ভারতকে জব্দ করতে সেটাও সফল হল না। কাতার থেকে ফাঁসির শাস্তি প্রাপ্ত নৌ সেনা কর্তদের ভারত স্বদেশি ফিরিয়ে নিযে এসে কাতার সফরে উপস্থিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ফলে পাকিস্তান ভয় পেতে শুরু করলো। তারা তখন ইরানেব প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রইসিকে পাকিস্তানে ডেকে ইরানের সঙ্গে ব্যণিজ্য চুক্তি করলো। রইসি আবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ইজরায়েল অপেক্ষা করছিল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু তার মধ্যেই রইসি কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ দিলেন। পাকিস্তানের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন চিন সফর করেছেন এবং চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং এর সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন। ফলে আমেরিকার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। রাশিয়া চিন ইজরায়েলের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনও কথা বলছে না। তারা চুপ করে রয়েছে। এদিকে চিন তাইওয়ানক দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাইওয়ান কর্তৃপক্ষ বলতে শুরু করেছে চিন গোপনে তাইওয়নের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। তাইওয়ান সংসদে যে সংঘাত দেখা দিতে শুরু করেছিল সেখানে চিনেরর গোয়েন্দাদের হাত রয়েছে। চিন এখন বিরোধী দেশগুলির ওপরে গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করেছে। সিআইএর মতো কাজ করতে তারা শুরু করেছে। তার ফলে বহু দেশের সার্বভৌমত্ব বিপ্নন হতে পারে। যুদ্ধবাজরা চিন ভারত যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করতে পারলে চিন এবং ভারতের বাজারে প্রবেশ করে পণ্য বেচে কোটি কোটি ডলার আয় করতে থাকবে। চিন ভারতে বাজারের দিতে তারা তাকিয়ে রয়েছে। এদিকে ইজরায়েলের দিকে তাক করে হামাস রকেট হামলা করেছে। তার ফলে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ বন্ধ হচ্ছে না। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে সমর্থন করতে শুরু করেছে বেশ কয়েকটি দেশ। যদিও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন ইজরায়েলে কোনও দিন প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করবে না। ইজরায়েল ভেঙে প্যালেস্টাইন করা চলবে না বলে পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধামন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি আরও বলেছেন যে ইজরায়েলের পাশে প্যালেস্টাইনকে মেনে নেওয়া হবে না। এদিকে হামাসের সশস্ত্র শাখা 'আল কাসাম ব্রিগেড' ঘোষণা দিয়েছে যে তেল আভিভ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ করেছে। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে যে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে দক্ষিণ গাজা থেকে আট খানা রকেট ছোঁড়া হয়েছে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বলেছে যে ইজরায়েল প্যালেস্টাইন দ্বন্ধে ১১ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার কবলে পড়ে গিয়েছে। তারা পানীয় জল পর্যন্ত পচ্ছে না। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে রাফায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে হামাস জঙ্গিরাা লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে। হামাসের একজনকেও জীবিত রাখা হবে না। এদিকে ভারতের ওপরে চিন চাপ দিতে শুরু করেছে। মলদ্বীকের মাধ্যমে ভারতকে হেনস্থা করতে শুরু করেছে চিন সরকার। তার ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নবেন্দ্র মোদি লক্ষদ্বীপে ভারতের সামলিক এবং পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার ওপরে জোর দিয়েছে। চিন আবার অরুণাচল প্রদেশকে তাদের অংশ বলে গরহণ করতে শুরু করেছে। চারদিকে একটি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে যুদ্ধবাজরা।

পরমাণু দখলের লড়াই

বিশ্ব ইতিহাসে এটাকে সবচেয়ে বড় পরমাণু দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। ইউক্রেন তখন রাশিয়ার অধীনে ছিল। বিপদ বুঝে পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে রাখতে হয়েছিল। এই কেন্দ্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হচ্ছে জাপোরিজিয়া পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। দেশের চল্লিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এই কেন্দ্র থেকে। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী বলেন, এটা যদি উড়ে যায় তাহলে চের্নোবিলের চেয়ে বেশি বিপর্যয় ঘটবে। রুশ বাহিনী অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করুক। দমকল বাহিনীকে কাজ করতে দেওয়া হোক। রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল এই চুল্লিটি। কিন্তু তারপরে হঠাৎ করে ইউক্রেনের সেনারা এসে আক্রমণ করে পরমাণু কেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। রাশিয়া সেনারা আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ার লাইভ সম্প্রচার সংস্থাগুলি আসল খবর প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। মস্কোর চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে ইউক্রেনের অবস্থা চিত্রটি তুলে ধরতে শুরু করে দিয়েছিল লাইভ সম্প্রচার সংস্থাগুলি। কিন্তু তাদের টিভি চ্যানেলের ওপরে কোপ পড়তে শুরু করে দিল। মস্কো বলতে শুরু করে দিল রাশিয়ার সেনা অভিযানকে আগ্রাসন বলা যাবে না। স্পেশাল অপারেশন কথাটি উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু চ্যানেলগুলি রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের কথা শুনতে রাজি না। তারা রুশ কর্তৃপক্ষের কথা না শুনে চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচার করা আপাতত স্থগিত বলে ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে পরমাণু চুল্লিগুলির দখল নিতে শুরু করেছে রুশ সেনা

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

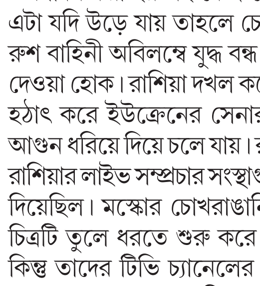

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, সৃজনশীল চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। আজকের অধিকাংশ তরুণরা মেধা শক্তি ধারক হলেও তারা ক্রমশ দিশাহারা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তারা কি করবে সেটা বুঝতে পারছে না। কোথায় গিয়ে তাদের পথ শেষ হবে সেটাও বুঝতে পারছে না। এই অসহায় সময়ে কারোর সহযোগিতা পাচ্ছে না তরুণরা। বিপথে চালিত হতে শুরু করেছে গোটা তরুণ সমাজ, ছাত্র সমাজ। ছাত্র দরদী শিক্ষক পাওয়া ফলে স্কুল কলেজে পঠনপাঠন ঠিক মতো হচ্ছে না। া সেই অভাব পূরণ করার পথ ধর এগিয়ে চলতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

গিনী নিবেদিতা বলতন, মানবিক চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রুচিশীল পরিবর্তনের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কোনও সময়ে চাননি সাধারণ মানুষ দরিদ্র মানুষ চিরকাল দরিদ্র অবস্থায় থাকুক। তিনি তাদের উন্নতি চেয়ে ছিলেন। এক মাত্র শিক্ষাই পারে অন্ধকার দূর কর আলো নিয়ে আসতে। সেই কারণে তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ওপরে তিনি জোর দেন। বিজ্ঞান চেতনার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। প্রাথমিক স্তরে অতি সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালানোর পক্ষে ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর মেয়েদের স্কুলে একটি বিজ্ঞান ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতেন। সেখানে মেয়েদের কাছে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশুনা করাতেন। বিজ্ঞানই পারে অন্ধকারকে দূর করতে। আর কারোর ক্ষমতা নেই দ্রুত আলো নিয়ে আসার। বিজ্ঞান যেমন অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে। আবার তীব্র আলোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। যিনি বিজ্ঞান চর্চা করেন তিনি প্রকৃত দেশের উন্নতি চর্চা করেন।

বিজ্ঞান চর্চায় কবি সুকুমার রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গড়পারে একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চার অন্যতম সেরা স্থান হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবস্থান এখানেই। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জয়যাত্রা। বাংলার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে এঁরাই সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেশন হল। এই মানিকতলায় থাকতেন রাজা রামমোহন রায়। এই স্থানেই সভা বসতো ইয়ং বেঙ্গলের, যার নেতৃত্ব দিতেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। আবার এখানেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বিপ্লবীরা বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। গোপনে বোমা তৈরি করতে গিয়ে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। ধরা পড়েন বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ এর মতো প্রমুখ বিপ্লবী। সেই কারণে গড়পারের পাশাপাশি মানিকতলার নাম চিরকাল বাংলার ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এই স্থানকে নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান তাহলে তাঁর গ্রন্থ বিশাল আকারে পরিণত হবে। অবশেষে উপস্থিত হলাম সেই তীর্থস্থানে যেটা দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ১০০এ গড়পার রোড। দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৪ সালে। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুকুমার রায়। কবি সুকুমার রায় পরলোকগমন করলে এই বাড়িতে থাকার আর বাসনা জাগেনি রায় পরিবারের সদস্যদের।

'আয়রে ভোলা খেয়াল-খেলা / স্বপ্নদোলা নাচিয়ে আয়, / আয়রে পাগল আবোল তাবোল/ মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়'-শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতায় দেশের সমস্ত স্তরের মানুষদের তাঁর কবিতার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বাংলার সমস্ত স্তরের লোককে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসির জগতে সামিল হতে। বাংলার কবিতার গ্রন্থটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় কাব্যের উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক কবিতার রসানুভূতি লাভ করার জন্য। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য কবি সুকুমার রায়ের। যদিও উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই ধরনের সাহিত্যরস সৃষ্টির বৃক্ষটি আগেই রোপন করে গিয়েছিলেন। সেই রসবৃক্ষটিকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে যান সুকুমার রায়।

কবি সুকুমার রায় নিজে খুব গম্ভীর থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে যে একটা আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বয়ে চলতো তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল তাঁর রচিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। তিনি যে মনে প্রানে মানুষকে আনন্দের মধ্যে রাখতে চান তার চিত্র তাঁর প্রতিটি লেখায় ধরা পড়েছে। ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই মানুষকে আনন্দ দান করাই ছিল কবি সুকুমার রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা প্রধান হলেও তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে হাসির ছলে কবিতা রচনা করে অসামাজিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পরোক্ষভাবে। আবার হাসির আড়ালে তিনি সমাজের করুণচিত্রকে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আজও আমাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কবিদের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তারই সুর শুনতে পাওয়া যায় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের রচিত শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধে। হাসির আড়ালে কবি সুকুমার পরোক্ষভাবে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন- তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কবি সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ডাবল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ননসেন্স ক্লাব গঠন করার পেছনে রয়েছে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ। ভারত তখন পরাধীন। মাত্র কয়েকটি ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছে আর ভারতবাসীরা তাদের কাছে মাথা নত করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীরা তাদের জন্মভিটেয় অবহেলিত, কালা আদমি বলে চিহ্নিত, ইংরেজদের কাছে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে। অনেকটা ননসেন্স-এর মতো। নিজ মাতৃভূমিতে পরদেশী হয়ে বসবাস করার যে কতটা লজ্জা তা কবি সুকুমার রায় আঘাত দিয়ে ছিল।তাঁর সাহিত্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা চিত্র প্রয়োগ করতেন যার কোনও সেন্স থাকতো না। প্রকৃত অর্থে অস্বাভাবিক সাহিত্য রচনা করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু অস্বাভাবিক কল্পনা চিত্র অঙ্কিত করে সাহিত্য রচনা করার মধ্যে দিয়েও সেই যুগের চিত্র ধরা পড়ে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যধারার মধ্যে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর বহু কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে হাস্যরসকে আরও রসঘন করে তুলেছেন। রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানকে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য জগত তৈরি করে দিয়েছিলেন। এটা বলা যেতেই পারে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে তাকে এমনভাবে পাঠকদের সমানে উপস্থিত করেছিলেন যা সেই সময়ে আর কোনও কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক রচনা করলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য সন্তান সত্যজিৎ রায় আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে পিতার সৃষ্টিকৃত বাংলা সাহিত্যের দিকগুলোকে আরও শ্রীবৃদ্ধি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার জন্য। 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থে তিনি 'খুড়োর কল' নামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানকে ব্যবহাক করেন। ' কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো / সবাই শুনে সাবাস বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো/ ..সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে / পাঁচ ঘন্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘন্টায় চলে।' আজব খাবার ঝোলানো কল নিয়ে কবিতা একমাত্র সুকুমার রায়ই লিখতে পেরেছেন। 'হাতুড়ে' কবিতায় তিনি লিখেছেন-'একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত / কাটা ছেঁড়া ভাঙা চোরা চটপট মেরামত'। গ্রাম বাংলায় বহু হাতুড়ে ডাক্তার এখনও রয়েছেন। যারা ডাক্তারি না জেনেও চিকিৎসা করে চলেছেন। তাদেরকে নিয়ে চমকপদ কবিতা রচনা করে পাঠকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়।

সুকুমার রায় বিজ্ঞান বিষয়ক বহু নিবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা 'নোবলের দান'। 'আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল' সুইডেন দেশের একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে সওয়া তিন কোটি টাকার সম্পত্তি দান করিয়া যান। যাঁহারা বিজ্ঞানের জগতে নূতন তত্ত্ব আবিস্কার করেন, যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি করেন এবং বিশেষ ভাবে যাঁহারা জগতের শান্তি স্থাপনের সহায়তা করেন, প্রতি বৎসর তাঁহাদের সম্মানের জন্য সম্পত্তির আয় হইতে 'নোবেল প্রাইজ' নামে লক্ষাধিক টাকার অর্থ দেওয়া হয়। যে কোনও দেশের যে-কোন লোক এই অর্থলাভের যোগ্য হইলেই তাহা পাইতে পারেন।..আলফ্রেড নোবেলের পিতা রাশিয়ার যুদ্ধ কারখানার কারিগর ছিলেন। গোলাবারুদ লইয়া কারবার, এবং সেই কাজে বালক নোবেলও তাঁহার সহায়ক ছিলেন।' একদিকে বিশ্বের নব আবিস্কারকদের জন্য পুরস্কার দান অন্যদিকে গোলাবারুদের কারবার করা যা পরবর্তীকালে সভ্যদেশগুলি সেগুলোকে মানুষ নিধনে ব্যবহার করেছে। একই পরিবারের সদস্যরা একদিকে মানবতার জয়গান গাইছেন, অন্য দিকে তাঁরা আবার গোলাবারুদ নিয়ে কারবার করছেন যেগুলি পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই নিয়ে কবি সুকুমার রায় তাঁর প্রবন্ধে সুন্দর করে আলোচনা করেছেন। পিতার পদাঙ্ককে অনুসরণ করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি পিতার চিন্তাধারাকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় কল্প বিজ্ঞানকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যানতাঁর অসাধারণ আপন প্রতিভা বলে।

এক ফারাওয়ের অভিশাপ মিশর রহস্য

বিশেষ প্রতিবেদন

(পূর্ব প্রকাশের পর)

নেমে গেছে প্রায় বারো ফুট। নেমে গিয়ে দেখলেন সামনে একটা সিল করা পাথরের দরজা আর তাতে গোটা গোটা করে হায়রোগ্লিফে লেখা আমেন- তুত-আঁখ। মানে এটাই মিশরের সর্ব কনিষ্ঠ (আঠারো বছরে মারা যান) ফারাও তুতানখামেনের সমাধি যা এতদিন ছিল অনাবিস্কৃত এবং অক্ষত। দিনটা ছিলো ৫ই নভেম্বর, ১৯২২! আবার সব বুঁজিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য টেলিগ্রাম করলেন লর্ড কারনাভন কে। কৃতিত্বের ভাগীদার একা হতে চাননি। কে এই তুতানখামেন.....? তুতানখামেন ছিলেন ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ বা আখেনাতেনের জামাই। শাশুড়ি সে আমলের ডাকসাইটে সুন্দরী নেফারতিতি। তাদের সাতটি কন্যা, কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এঁদেরই এক জামাই তুতানখামেন, মিশরের ১৮তম রাজবংশের সবচেয়ে কম দিনের বালক রাজা। সম্ভবত রাজ পরিবারের চক্রান্তে নিহত হন। ২৩শে নভেম্বর মেয়ে এভিলিনকে নিয়ে কায়রো পৌঁছান কারনাভন। পরদিন চলে আসেন উপত্যকায়। সিঁড়ির মুখ থেকে ফের বালি পাথর সরিয়ে অবশেষে ২৬শে নভেম্বর তারা পৌঁছে যান সমাধির কিংস চেম্বারের দরজায়। ভেতরে ঢুকে মোমবাতি জ্বালতেই চোখের সামনে হাজির কুবেরের ঐশ্বর্য! খবরে হৈচৈ পড়ে যায় গোটা দুনিয়ায়। তারপর......? আগে শুনুন পাঁচই নভেম্বর অর্থাৎ যেদিন সমাধির দরজা আবিস্কৃত হয়, সেদিন কি হয়েছিল? সূর্য ডোবার পর কাজ বন্ধ করে তাঁবুতে ফিরে গেলেন কার্টার। গিয়ে দেখেন তার মিশরীয় খানসামা কটা হলুদ রঙের পালক হাতে দাঁড়িয়ে। একটা পোষা হলুদ রঙের ক্যানারি পাখী ছিল তাঁর, পাখির খোঁজ করতে শোনেন দুপুরের দিকে বিশাল এক কেউটে মুখে করে নিয়ে গেছে সেটা। আতঙ্কিত লোকটা বলে ওঠে এটা ফারাওদের অভিশাপের ফল। তাঁদের সুরক্ষার প্রতীক হলো কেউটে এবং শকুন। হাতজোড় করে বন্ধ করে দিতে বলে খনন কাজ। আর সত্যিই পরে তুতেনখামেনের বর্মটির উপর দেখা যায় মাথার উপর একটি কেউটের প্রতিকৃতি। সমাধি আবিষ্কারের তৃতীয় দিনে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার সময় লর্ড কারনাভানের বামদিকের গালে পোকা জাতীয় কিছু একটা কামড়ায়। পরদিন দাড়ি কামানোর সময় রেজারের খোঁচায় জায়গাটা গেল বিষিয়ে। দুপুরের পর থেকে ধুম জ্বর। তিনদিন পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে তাকে কায়রোয় এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শেষমেশ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ঘটনার দেড় মাসের মাথায় দুনিয়া ছাড়লেন সাহেব। বয়স হয়েছিল মাত্র সাতান্ন। লর্ড কারনাভানের মৃত্যুর ঠিক দুদিন পর তুতেনখামেনের দেহটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, মমিটির বাম গালে ঠিক একই জায়গায় ওরকম একটি ক্ষত রয়েছে। কফিনের মধ্যে রয়েছে সোনার তৈরি পোকাও! রহস্যজনক ভাবে হাজার কিলোমিটার দূরে ইংল্যান্ডে ওই রাতেই তার পোষা কুকুরটি রক্তহিম করা শব্দে আর্তনাদ করতে থাকে। রাতভর অদৃশ্য কোনো কিছুর বিরুদ্ধে গর্জন করতে করতে সেও মারা যায়। পরদিন বৃটেনের সবকটি কাগজের হেডলাইন ছিল, ফারাওয়ের অভিশাপেই মৃত্যু হয়েছে কারনাভনের। হাওয়ার্ড কার্টার অবশ্য সেসময় বারবার বলার চেষ্টা করেছিলেন তুতানখামেনের কবরে কোন বিষ বা অভিশাপ ছিলো না, কিন্তু পাবলিক শুনলে তো! তিনি অবশ্য আরও ষোল বছর বেঁচেছিলেন। আর লেডি এভিলিন.....? ১৯৮০ সালে আশি বছর বয়সে মারা যান। তবে তুতানখামেনের সমাধির দরজায় হায়রোগ্লিফ হরফে লেখা ছিল, Death shall come on swift wings to him who disturbs the peace of the King ....কি বলবেন একে, নিছক কাকতালীয় নাকি তুতানখামেনের অভিশাপ।

মধ্যে নেই। দাঁড়ান দাঁড়ান খাঁটি মেদিনীপুরের লোকজন নিশ্চয়ই বাঙাল নয়, তারাও এই শুকা'র প্রেমে পাগল। এটা একরকম মিষ্টি জলের শুঁটকি মাছ। আর সিদলের কথা আগেই বলেছি, বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি পুঁটি মাছের শুঁটকি, শিলেট ও চট্টগ্রামে ভীষণ জনপ্রিয়। মোদ্দা কথা এই তিনটেই হলো ভিন্ন নামে শুকনো মাছ। বেশ, কিন্তু যদি বলি একসময় শুঁটকি মানুষ খাওয়ারও চল ছিলো......! বিশ্বাস হলো না বুঝি ? আগের পোস্টে মৃতদেহ শুকিয়ে মমি বানানোর কথা বলেছি, পড়েছেন নিশ্চয়ই? না পড়ে থাকলে দেখবেন ওটা, ভীষণ ইন্টারেস্টিং! যাইহোক একটা সময়ে আন্তর্জাতিক লুটেরাদের নজর পড়লো ফারাওদের সমাধির ওপর। স্থানীয় মিশরীয়দের কাজে লাগিয়ে শুরু হলো লুটপাট। ধনদৌলত যখন সব শেষের মুখে তখন টানাটানি করতে লাগলো মমিদের নিয়ে। মমি বানানোর শুরুটা ফারাওদের দিয়ে হল।

'সিরাজকে হত্যা করেছিলেন মীরন

বিশেষ প্রতিবেদন

১৭৫৭ সালখমুর্শিদাবাদ থেকে ৫০ মাইল দূরে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলেন বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ইতিহাসবিদ সৈয়দ গুলাম হোসেইন খান লিখেছেন,ত সিরাজউদ্দৌলা সাধারণ মানুষের বেশে রাজধানী থেকে বেরিয়ে গেছেন। রাত তিনটার সময় স্ত্রী লুতফুন্নেসা আর কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে ঢাকা দেয়া গাড়িতে বসানো হলো। তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে প্রথমে ভগবানগোলা গিয়েছিলেন। একটানা তিনদিন কিছু খাওয়া হয়নি, তাই একটু বিরতি নিয়েছিলেন। খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিলো। সেই এলাকার শাহ দানা নামের এক ফকির গোপনে মীর জাফরের কাছে সিরাজউদ্দৌলার খবর পৌঁছে দেয়। এই খবরে মীর জাফর,মীরন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। মীর জাফরে জামাই মার কাসিম সৈন্যদের নিয়ে নদী পার হয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেললেন। সিরাজকে নিয়ে আসা হলো মুর্শিদাবাদে। তারপরের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ইতিহাসবিদ সুদীপ চক্রবর্তীখ.তাঁর প্রকাশিত বই 'প্ল্যাসি দ্য ব্যাটল দ্যাট চেঞ্জড দ্য কোর্স অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি'তে। তসিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে কি করা হবে সে ব্যাপারে মীর জাফর কোন মতামত না দেয়ায়, তমীরান সেটাকেই বাবার সম্মতি বলে ধরে নিয়েছিলো, সে তার বাবাকে বললো,আপনি বিশ্রাম নিন।আমি এদিকটা সামলে নিবো। মীর জাফর ভাবলেন কোন হিংসাত্মক কিছু নিশ্চয়ই হবে না।তিনি অনেক রাতে দরবার শেষ করে শয়নকক্ষে চলে যান। এবার আসি ইতিহাসবিদ সৈয়দ গুলাম হোসেইন খানের লেখায় তলোয়ার আর ছুরি দিয়ে হত্যা করা হলো সিরাজকে। মীরন তার এক সাথী মোহাম্মদী বেগকে দায়িত্ব দিলো সিরাজকে হত্যা করার।মোহাম্মদী বেগের আরেকটা নাম ছি লাল মোহাম্মদ। মীরান যখন সাথীদের নিয়ে সিরাজউদ্দার কাছে গেলো, তখনই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন এরপর কি হতে চলেছে। তিনি আবেদন করলেন মৃত্যুর আগে যেন তাকে অজু করে নামাজ পড়ার অনুমতি দেয়া হয়। নিজেদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদে হত্যাকারীরা সিরাজের মাথায় একঘড়া পানি ঢেলে দেয়। তিনি যখন বুঝলেন যে তাঁকে ঠিকমতো ওযু করতে দেয়া হবে না, তখন তিনি খাওয়ার জন্য একটু জল দিতে বললেন। নিজের লেখা বইয়ে রবার্ট ওরাম লিখেছেন। তঠিক এই সময় মোহাম্মদী বেগ ছুরি দিয়ে তাঁর উপর প্রথম আঘাতটা হানলো। ছুরির আঘাত হানা হতেই বাকিরা তলোয়ার দিয়ে হামলা চালালো সিরাজের উপর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের কাজ শেষ হলো। মাথাটা ঝুঁকে পড়লো সিরাজের,তিনি গড়িয়ে পড়লেন। তখন সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিলে মাত্র পঁচিশ বছর। পরদিন সিরাজের ক্ষত-বিক্ষত দেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে মুর্শিদাবাদের অলি-গলি বাজারে ঘোরানো হয়। সৈয়দ গোলাম হুসেইন খান এই বর্বতার কথা জানাতে লিখেছেন, তসেই বিভৎস শবযাত্রার মধ্যেই মাহুত জেনে বুঝেই হুসেইন কুলি খাঁয়ের বাসভবনের সামনে মৃতদেহ বহনকারী হাতিটিকে দাঁড় করালো। দুবছর আগে হুসেইন কুলি খাঁকে সিরাজ হত্যা করেছিলেন। মীরনের নিষ্ঠুরতা এখানেই শেষ হয়নি। কিছু দিনের মধ্যেই সে আলিবর্দি খানের বংশের মহিলাদের হত্যা করেছিলো। গুলাম হুসেইন খান লিখেছেন; তমীরন আলিবর্দি খানের পুরা হারেম নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো, তারপর তার নজর পড়ে সিরাজের সবচেয়ে কাছের পাঁচ আত্মীয়ের পরিবারের দিকে। সিরাজের ছোট ভাই মির্জা মেহেদিকে দুটো কাঠের তক্তার মাঝে রেখে পিষে মেরেছিলো।ওই হত্যাকাণ্ডের যুক্তি হিসাবে সে বলেছিলো, সাপ মারার পরে তার বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখা নির্বুদ্ধিতা। সিরাজের পরিবারের যতজন সদস্যকে সে হত্যা করেছিলো তার তালিকা সে নিজের কাছে রাখতো। করম আলি 'দ্য মুজাফ্‌ফরনামা অব করম আলি' গ্রন্থে আলীবর্দি খানের বংশের সব নারীদের হত্যা করার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রায় সত্তুরজন নিরাপরাধ বেগমকে একটি নৌকায় চাপিয়ে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়,আর সেখানেই নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়া হয়। সিরাজউদ্দৌলার বংশের বাকি নারীদের বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়।নৌকাডুবি আর বিষ খাইয়ে যাদের হত্যা করা হলো, সবাইকে একসঙ্গে নদীর ধারে খুশবাগ নামের একটি বাগানে দাফন করা হয়েছিল। শুধু একজন নারীকেই মেরে ফেলা হয়নি, তিনি ছিলেন সিরাজ উদ্দৌলার অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী লুতফুন্নেসা। মীর জাফর আর তার ছেলে মীরন দুজনেই তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। লুতফুন্নেসা বাবা আর ছেলে দুজনের প্রস্তাবই এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রথমে হাতির পিঠে চড়েছি, এখন গাধার পিঠে চড়া সম্ভব নয়। এইভাবে বিবাহের প্রস্তাব ফেরায়।

কবি পুশকিন

বিশেষ প্রতিবেদক

কবি পুশকিনকে রুশ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও আধুনিক সাহিত্যের জনক বলা হয়। রুশ ভাষার স্বর্ণ যুগের কবির মৃত্যু দিবসে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। কবি পুশকিন তৎকালীন জার শাসকের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে নির্বাসিত হতে হয়েছে! তিনি শুধু একজন নন, তার উপন্যাস, কাব্যিক উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, রূপকথা , সাহিত্য আন্দোলন , রোমান্টিকতা, বাস্তববাদী লেখক হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন পৃথিবীর বুকে। কবি পুশকিন ৬ জুন ১৭৯৯ সালে রুশ রাশিয়ার মস্কোতে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা, সের্গেই লভোভিচ পুশকিন, অভিজাত পুশকিন পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার প্রমাতামহ ছিলেন মধ্য-আফ্রিকান বংশোদ্ভূত জেনারেল আব্রাম পেত্রোভিচ গ্যানিবাল। তিনি ১৫ বছর বয়সে তার প্রথম কবিতা প্রকাশ করেন এবং সারস্কোয়ে সেলো লাইসিয়াম থেকে স্নাতকোত্ত লাভ করার সময় অবধি সাহিত্য মহলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। কবি পুশকিন লাইসি থেকে স্নাতকত্ব লাভের পর পুশকিন তার বিতর্কিত কবিতা ওড টু লিবার্টি আবৃত্তি করেন, যা রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার কর্তৃক তার নির্বাসন দানের অন্যতম কারণ। জারের রাজনৈতিক পুলিশ বাহিনীর কঠোর নজরদারিতে, লেখা প্রকাশ করতে অক্ষম থাকা অবস্থাতেই পুশকিন তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক বোরিস গোদুনোভ লিখেছিলেন। তার কাব্যিক উপন্যাস, ইউজিন ওনেজিন, ১৮২৫ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয়। মস্কোতে জন্মগ্রহণ কারী পুশকিন ধাত্রী ও ফরাসি শিক্ষক গণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং দশ বছর বয়স অবধি মূলত ফরাসি ভাষায় কথা বলতেন। তিনি গৃহ ভৃত্যগণ এবং তার আয়া, আরিনা রদিওনোভনা, যার প্রতি তিনি তার নিজের মায়ের চেয়ে বেশি অনুরক্ত ছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

পাঠকের দরবার

খাদ্য রসিক বাঙালি সমাজ

অবাঙালি বন্ধুরা মজা করে বলেন- ক্ষ্মতোমাদের বাঙলা ভাষা খুব মজার। কেন ? তোমরা বল জল খাচ্ছি। আরে, জল কী খাওয়া যায় ? একটু হেসে বলি , ঠিকই , তবে আমাদের খাদ্যতালিকা যদি রপ্ত করে নিতে পার , জীবনে কখনোই ক্ষুধার্ত থাকবে না । সে কিভাবে ? এই যে আমরা বাঙালিরা 'জল খাই'। শুধু খাই না, আমরা কেউ কেউ ডুবে ডুবে জল খাই। আর, শুধু জল কেন, বাঙালি দুধ খায়, চা খায়, কফি খায়, শরবত খায়। হ্যাঁ,হ্যাঁ, যেটা ভাবছেন, সেই শরাবও খায়।

কেবল তরল পদার্থ ? বাঙালি সিগারেট খায়, বিড়ি খায়, চুরুট খায়। দুর্বল পেটরোগা মানুষ, কোন কিছু খেলে হজম হয় না, সেও কিন্তু 'গ্যাস খায়'। খাওয়ার কি শেষ আছে ? কর্তাব্যক্তিরা সুযোগ পেলে অধস্তনের 'চাকরি খায়'। বিপদে পড়ে 'খাবি খায়'। সর্বভূক বলা যাবে কিনা জানি না, তবে বাঙালি নিশ্চিতভাবেই বহুভূক, বিচিত্র ভূক। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া- খাওয়ির বিচিত্র ফিরিস্তি। জানেন কি, বাঙালির গাড়ি পেট্রল খায় ? বিশ্বাস না হলে ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করুন। তাঁরা বলে দেবেন কোন মডেল তেল বেশি খায়। আকাশে ঘুঁড়ি 'গোঁৎ খায়', মাটিতে লাট্টু বনবন করে 'পাক খায়'। আর খাবে নাই বা কেন ? আর কোন্ ভাষায় কোন্ কবি খাওয়া নিয়ে সাড়ম্বরে কবিতা লিখেছেন ? খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে, খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে। যাঁরা বিশ্ব সাহিত্যের ভুরিভোজের খোঁজ খবর রাখেন, তাঁরা বলতে পারবেন , এরকম 'খাই খাই' কবিতা অন্য কোনো ভাষায় আছে কিনা। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি তো কাব্য জীবন শুরু করেছিলেন খাওয়ার কবিতা দিয়ে। 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে, হাপুস হুপুস শব্দ' চারিদিক নিস্তব্ধ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' সুতরাং এই বাঙালি পরের মুখে 'ঝাল খাবে', মাস্টারের কাছে 'কানমলা খাবে' , বন্ধুদের কাছে 'প্যাঁক খাবে', ভয়ে 'থতমত খাবে' , এতে আর আশ্চর্য কি ? একটু পিছিয়ে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনি বর চাইলেন । কী বর ? 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' বর চাওয়ার সময়েও খাওয়ার চিন্তা ! তাহলে ? এই বাঙালি ভুল করলে 'বকা খাবে' না, আর ভালোবেসে 'চুমু খাবে' না ? ছেঁড়া চটি পরে 'হোঁচট খাবে' না ?

আরো একটু পিছিয়ে যান। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখুন বাঙালির দৈনন্দিন আমিষ নিরামিষ খাওয়ার ফিরিস্তি ! কয়েকটা উদাহরণ চেখে দেখুন, - নিম শিমের শুক্তো, কাঁঠাল বিচি দিয়ে নটে শাকের তরকারি, ঘি আর জিরে দিয়ে পালংশাক, কুমড়ো বড়ি আলু দিয়ে রুই মাছের ঝোল। পায়েস মিষ্ঠান্নে ভোজ সেরে বাঙালি যদি আয়েস খায় আর মাঠে গিয়ে 'হাওয়া খায়', কাজ করতে 'হিমশিম খায় ', আর পা পিছলে 'আছাড় খায়', এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে ? বাংলাতেই জন্মেছেন শ্রেষ্ঠ ভোজন রসিক কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, যাঁর রসবোধ আর রসনা দুটোই খুব সরস ছিল। তাঁর একটি কবিতার শিরোনাম 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য'। সরস পদ্য রচনা করেছেন বিভিন্ন খাদ্য নিয়ে। আম, আনারস, তপসে মাছ- কী নেই তালিকায় ! তোপসে মাছ এর দুটি লাইন, কুড়ি দরে কিনে নেই দেখে তাজা তাজা, টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকা তেলে ভাজা। কবিতা গুলো পড়লে পেটরোগা দুর্বল লোক 'ভির্মি খাবে'। পেটুক বাঙালি অবসরে 'দোল খায়', বৌ এর 'মুখ খায়' -**রামচন্দ্র দাস, কল**

এস এফ রোডের ফুড কর্ণার বসানো নিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে ঃ বেশ অনেক দিন ধরে এস এফ রোডের সৌন্দর্য্য ও রাস্তা প্রস্তুতিকরণের জন্য রাস্তার ধারে থাকা ফাস্ট ফুড থেকে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ফুড পার্কের ওপর ফুড স্টল বসাবার সিদ্ধান্ত নেন শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই মতো কাজ শুরু হয়েছে, গতকাল থেকে পুরাতন স্থায়ী ব্যবসায়ীরা দেখতে পায় ফুড স্টল গুলো তাদের দোকানের সামনে সারি সারি

বসানো হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীদের ধারনা হয় এর ফলে তাদের ব্যবসার ক্ষতির পাশাপাশি তারা পেছনে পরে যাচ্ছে। তাই সোমবার এস এফ রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সকল সদস্যরা ব্যবসা বন্ধ রেখে আলোচনায় মিলিত হয়। এস এফ রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রতন দাস জানান, এর ফলে তাদের ব্যবসার মারাত্মক ক্ষতি হবে। এতো দিন ধরে ব্যবসা করে শেষে এসে এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে ভাবতে পারছি না। রতনবাবু এও জানান, মেয়র গৌতম দেবের ওপর পুরো আস্থা আছে এর সঠিক সুরাহা বের করবেন। অন্যদিকে এই পুরো বিষয়টি নিয়ে মেয়র গৌতম দেবের কাছে জানতে চাইলে, প্রথমে তিনি জানান এখন স্টল গুলো বসানো হয়নি সবে তৈরী করা হচ্ছে। আর ব্যবসা বন্ধের বিষয়ে তিনি জানান, ব্যবসায়ীরা তার কাছে এই বিষয়টি জানাতে পারতেন তাহলে তাদের ভ্রান্ত ধারনা কেটে যেত। তারা কারো ক্ষতি করে কোনো কাজ করবেন না।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পরিবর্তন হচ্ছে উত্তরের তরাই ও ডুয়ার্সের আবহাওয়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মে ঃ উত্তরের চায়ের স্বাদের থেকে বঞ্চিত হতে পারে গোটা বিশ্বের চা প্রেমীরা। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে ক্রমশঃ পরিবর্তন হচ্ছে উত্তরের তরাই ও ডুয়ার্সের আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় উত্তরের চায়ের ভাটা দেখা দিচ্ছে। এমনটাই আশঙ্কা করছে ক্ষুদ্র চাষি সমিতি। ফাস্ট ফ্লাশ দেখা মিলে নেই উত্তরে তেমনভাবে এবং সেকেন্ড ফ্লাশ যে চা উৎপাদন হবে সেই তারই চল্লিশ শতাংশ সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। চা গাছের জন্য দরকার ৩০ -৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অনুকূল। কিন্তু বর্তমানে উত্তরের চা বলয়ে

উষ্ণতার পরিমান রয়েছে ৩৮- ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি দরকার ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত। কিন্তু এমন বৃষ্টিপাতের দেখা নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে এতেই দেখা যাচ্ছে চা গাছের নানা সমস্যা। বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে ক্ষুদ্র, মাঝারি চা চাষি সহ বড় বড় কোম্পানিগুলোও। চা শিল্পপতিরা এমনই মনে করছে এই প্রথম এত গরম পরলো উত্তরবঙ্গে তথা জলপাইগুড়িতে। চা শিল্পপতিরা এমনটাই মনে করছে যদি ভবিষ্যতে এমনই গরম থাকে তাহলে চায়ের আর স্বাদ পাবে না গোটা বিশ্ববাসী। এই বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল ভূগোল মঞ্চের সদস্যরাও তাদের বক্তব্য পরিবেশের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে তার উপরে যদি নিধান না টানা হয়? এর চেয়ে ভয়ানক গরমের পরিমান বাড়বে গোটা বিশ্বে, বাদ যাবে না জলপাইগুড়ি জেলাও। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য অদূর ভবিষ্যতে উত্তরের চা শিল্প যে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে তা বলাই যায়।

শিশু বদলের অভিযোগ উঠলো মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মে ঃ কোচবিহার মেডিকেল কলেজে শিশু বদলের অভিযোগ উঠলো মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ গত শনিবার কোচবিহার মেডিকেল কলেজের মাতৃ মাতে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের নিউ কোচবিহার মদকপাড়া এলাকার পায়েল শীল নামে এক মহিলাকে মেডিকেল কলেজের মাতৃমাতে গর্ভবতী অবস্থায় ভর্তি করা হয়। সোমবার সকালে পায়েল শীল নামে ওই মহিলা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু যখন মায়ের কাছে শিশুকে দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যরা দেখতে পায় তাদেরকে কন্যা সন্তান দেওয়া হয়েছে। পায়েল শীলের মা অনিমা শীল বলেন, আজ সকালে তার মেয়ে পায়েল শীলের ডেলিভারি হয়। ডেলিভারির পর প্রথমে তাদের পুত্র সন্তান দেখানো হয়। হাসপাতালের রেকর্ডে পুত্র সন্তান রয়েছে। কিন্তু যখন মায়ের

কোলে শিশুকে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় কন্যা সন্তান দেওয়া হয়েছে। অনিমা শীল বলেন ডেলিভারির পর তিনি নিজেও দেখেছেন তার মেয়ের পুত্র সন্তান হয়েছে। কিন্তু তাদের হাতে কন্যা সন্তান দেওয়া হয়। অনিমা শীলের অভিযোগ তার মেয়ের সন্তান বদল হয়েছে। এই বিষয়ে কোচবিহার মেডিকেল কলেজের এম এস ভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত লিখিত কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন আজ সকালে দুটি ডেলিভারি হয়েছে। দুটি ডেলিভারিতেই ক্ষেত্রে দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এবং গতকাল রাত ১১ টায় লাস্ট ডেলিভারি হয়েছে। তাই শিশু বদলের মতো ঘটার সম্ভাবনা নেই। যে নার্সিং স্টাফ সেখানে কর্মরত ছিল সে নতুন হয়তো এন্ট্রি করার ক্ষেত্রে কোন গন্ডগোল হয়েছে। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে যদি লিখিত অভিযোগ জানানো হয় তাহলে গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে।

প্রায় দুমাস ধরে বিদ্যুৎ সমস্যা, অভিযোগ জানালো গ্রামের মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ মে ঃ ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনাথপুর এলাকায় দীর্ঘ প্রায় দুমাস ধরে কারেন্টের সমস্যা দেখা দেওয়ায় সোমবার দুপুরে ফালাকাটার বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে অভিযোগ জানালো গ্রামের মহিলারা। গ্রামের মহিলারা অভিযোগ করেন। তাদের গ্রামে একটি মোবাইল কোম্পানির

টাওয়ার বসানোর পর থেকেই এই বিদ্যুতের সমস্যা দেখা দিয়েছে এর ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ চালিত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং সমস্যা হচ্ছে পরে থেকে তাদের সন্তানদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে কারণ বিদ্যুতের ভোল্টেজ না থাকায় এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই অসহ্য গরমে বিদ্যুৎ না থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে গ্রামের অনেক মানুষ। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অভিযোগ পাওয়া গেছে আগামী সাত দিনের মধ্যেই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভেঙে পড়া কলাগাছ কাটতে গিয়ে মেমারিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বাবা-ছেলের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ মে ঃ রেমালের জেরে পর পর মৃত্যুর খবর শোনা যাচ্ছে বাংলায়। ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়েছিল বাড়ির কলাগাছ। সেই কলা গাছ কেটে সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন বাবা। আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে একই পরিণতি হল ছেলেরও। সোমবার সকালে এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা এবং ছেলে, দু জনেরই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারি থানার অন্তর্গত কলানব গ্রামের কোঙারপাড়ায়। মৃতদের নাম ফড়ে সিং (৬৪) ও তরুণ সিং। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রেমালের তাণ্ডবে ভেঙে যাওয়া কলা গাছ কাটতে গিয়ে প্রথমে বাবা ফড়ে সিং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এরপর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বিপদে পড়েন ছেলেও। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বঙ্গে মৃত বেড়ে ৪। অন্যদিকে, রবিবার রাতে প্রবল ঝড়ে একটি গাছের ভেঙে পড়ে মৌসুনি দ্বীপে বাগডাঙ্গা এলাকায় বাসিন্দা রেনুকা মণ্ডলের রান্নাঘরের ছাদে। অ্যাসবেসটসের

ছাদ ভাঙা গাছের ভার নিতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় যায়। চাপা পড়ে মৃত্যু হয় রেনুকা মণ্ডলের (৮০)। স্থানীয়দের কথানুসারে, এদিন খেতে বসেছিলেন রেনুকাদেবী। সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। সেখানেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহু মানুষকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কেন বাদ পড়েছিলেন এই প্রবীণা? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, 'ওই প্রবীণার মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পুরো পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। সকলকে সুরক্ষিত জায়গায় সরানো হয়েছে। পাশাপাশি শিবির খোলা হয়েছে।' উল্লেখ্য, রেমালের জেরে প্রচণ্ড ঝড়ে এন্টালির একটি বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ে। মৃত্যু হয় ১ জনের। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শহর কলকাতার রাস্তা থেকে সেই গাছগুলি সরানোর জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। অতীতে একাধিক সাইক্লোনে বিপর্যস্ত হয়েছিল মৌসুনি দ্বীপ। তছনছ হয়ে গিয়েছিল একাধিক হোম স্টে। অতীতের সেই ক্ষত সারিয়ে ধীরে ধীরে পর্যটক ফিরছিল মৌসুনি। রিমেলেও মৌসুনী দ্বীপের বেশ কিছু হোম স্টের বাঁশের বেড়া ভেঙে যায় বলে খবর। পাশাপাশি কয়েকটি টেন্ট বা তাঁবুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকার জন্য সোমবার পর্যন্ত পর্যটকদের সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার আবহাওয়ার মতি-গতি দেখার পর ফেরি সার্ভিস চালু করা নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ আপাতত মৌসুনিতে পর্যটকদের যাতায়াত বন্ধ। সোমবারও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে দুর্যোগের সম্ভাবনা। সোমবার বিকেলের পর থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ দুর্যোগের পরিস্থিতি কমবে।

বারোমাসি নতুন প্রজাতির কাটিমন আম চাষ করে দিশা দেখাচ্ছেন রাজীব রাজবংশী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মে ঃ বারোমাসি নতুন প্রজাতির কাটিমন আম চাষ করে মালদায় দিশা দেখাচ্ছেন মালদার রাজীব রাজবংশী। বারোমাসি আম বলতে যা বোঝাই, কাটিমন তার আলাদা। বারোমাসি আমে দেখা গেছে বছরে দু'বার আম পাওয়া যায়। কিন্তু কাটিমনের ক্ষেত্রে বছরের প্রায় সবদিনই গাছে আম পাওয়া যায়। একদিনও গাছ ফাঁকা থাকার ব্যাপার নেই। অর্থাৎ আম বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের বাকি জায়গায় মুকুল আসতে শুরু করে। এই মকুল থেকে দানা হয়ে আম বড় হতে শুরু করলে আবার মুকুল। বছরের সবসময় এভাবেই চলতে থাকে। আবার স্বাদে যেমন মিষ্টি তেমনই সুগন্ধিযুক্ত। অসময়ের এমন প্রজাতির আম চাষ করে নজির তৈরি করেছেন রাজীব রাজবংশী। নিজের ১ বিঘা জমিতে ১০০-র ওপর গাছ রোপন করেছেন। এখন ফল পেতে শুরু করেছেন তিনি।

রাজীবের বাড়ি গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি গ্রামে। ২০২০ সাল নাগাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের এক চ্যানেলে তিনি কাটিমন আমের চাষ দেখে অনুপ্রাণিত হন। তখন মালদায় সেই অর্থে চাষাবাদ শুরুই হয় নি। অবশেষে তিনি নদীয়ার ট্র্যাডিশনাল নার্সারি থেকে ১০৫টি চারা কিনে নিয়ে আসেন। দু'বছরের মাথায় যদিও মুকুল আসতে শুরু করে। মুকুল ধরার পর প্রায় সাড়ে ৩ মাস সময় লাগে আম পরিণত হতে। আমের আকারও বেশ। খানিকটা বড় আকৃতির ৩ টি আমেই ১ কেজির মতো। আবার ছোট আকার হলে ৪-৫ টিতে প্রায় ১ কেজি। গাছের পরিচর্যা বলতে বছরে দু'বার গোবর সার ও পান্না পরিমাণ মতো দিতে হয়। বৃষ্টির সময় ছত্রাকনাশক এবং রোগ অনুযায়ী কীটনাশক স্প্রে করলেই চলে। নতুন পাতা আসার সময় কীটনাশক বেশি দরকার হয়।

আরএসএসের সমীক্ষায় হারছেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়? জানুন ভাইরাল চিঠির সত্যতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৭ মে ঃ সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) করা একটি সমীক্ষায় তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরাজিত হতে চলেছেন দাবি করে একটি চিঠি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। বুমকে RSS -এর তাম্রলিপ্ত বিভাগের সংঘ চালক গৌরহরি সামন্ত জানিয়েছেন, চিঠিটি ভুয়ো। তাঁদের সংগঠনে জলন্ধর মাহাতো নামের কোনও সদস্যও নেই। দেখুন ভাইরাল সেই চিঠি। একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়েছে ছবিটি। ভাইরাল ওই চিঠিতে বাংলার প্রদেশ প্রচারক 'জলন্ধর মাহাতর' নামে জনৈক 'নবারুণ'-এর উদ্দেশ্যে লেখা হয়, 'প্রিয় নবারুণ, আশা করি তুমি, তোমার পরিলার ও সঙ্ঘের সম্পূর্ণ পরিবার ভালো আছে। এখনও তুমি আমাদের লড়াকু মনোভাবটা বজায় রেখেছো। তোমার চিঠির প্রত্যুত্তরে তোমায় জানাই আমাদের সমীক্ষায় তমলুক লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি আর জিততে পারবে না।' ওই চিঠিতে বিজেপি প্রার্থীর পরাজয়ের উল্লেখ করে লেখা হয়েছে, এর মূলত দু'টি কারণ, একটি যেটি তুমি আমায় আগেই জানিয়েছ অর্থাৎ আমাদের প্রার্থী, যাঁর সম্প্রতি কয়েকটা বক্তব্য এবং তাঁর 'বাবুয়ানা' আমাদের এই লোকসভাটি হেরে যাওয়া নিশ্চিত করেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অমিতবাবুকে আগেই বলেছিলাম যে, এইরকম একটি ডেঁপো লোক আমাদের সংগঠনটি নষ্ট করবেন, কিন্তু শুভেন্দুর পৃষ্ঠপোষকতায় এই আসনটিতে অভিজিত বিরাজমান হন। এঁর আদবকায়দা এবং কথার ধরনে আমরা বীতশ্রদ্ধ। শুভেন্দু একাই নিজেকে ভেবে নিয়েছেন এই জয়ের কাণ্ডারি। তাই সময় হয়েছে ওঁকে আদি সনাতনী শক্তি দেখানোর। এছাড়াও ভাইরাল চিঠিতে 'নবারণ'-এর উদ্দেশ্যে 'সনাতনী সত্তাতে বিশ্বাস' রাখার পাশাপাশি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে বিজেপি থেকে বহিস্কার করার বার্তা যাতে 'পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পালন' করা হয় সেই অনুরোধও করা হয়েছে। ভাইরাল চিঠির বিষয়ে জানতে পূর্ব মেদিনীপুরের RSS-এর তাম্রলিপ্ত বিভাগের সংঘ চালক গৌরহরি সামন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। গৌরহরি এই বিষয়ে নিশ্চিত করে বলেন, এটি ভুয়ো চিঠি। তাঁর অভিযোগ সংঘের বিষয়ে অপ্রচারের উদ্দেশ্যে এমন চিঠি ছড়ানো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। গৌরহরি বলেন, 'এটা ভুয়ো খবর। কোনও রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সংঘের কাজ নয়। জলন্ধর মাহাত বলে আমাদের কোনও সদস্যও নেই। কোথা থেকে নাম পেয়েছে জানি না।' এছাড়াও এই বিষয়ে RSS -এর তাম্রলিপ্ত বিভাগের তরফে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেছে। সংঘের তাম্রলিপ্ত বিভাগে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভুয়ো 'লেটার হেড' তৈরি করে সংঘের মাননীয় সহক্ষেত্র প্রচারকের নাম ভুলভাবে ব্যবহার করে বাংলায় টাইপ করা একটি চিঠি তমলুক লোকসভা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে রাতের অন্ধকারে বিলি করা হচ্ছে। এই বিবৃতিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক 'চিঠি' লেখা হয়েছে এবং সেই চিঠির প্রেরক হিসেবে জৈনক 'জলন্ধর মাহাত'র নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সংঘের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে সংঘ একটি সামাজিক সংগঠন এবং সংঘ কোনও রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীন বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। 'জলন্ধর মাহাত' নামে সংঘের কোনও কার্যকর্তা এই রাজ্যে বা অন্যরাজ্যে নেই। এটি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুয়ো চিঠি। সংঘ এই ধরনের অপ্রচার বন্ধ করে শীঘ্র আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৮টি এক্সপ্রেস-সহ ৪৪টি ট্রেন বাতিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৭ মে ঃ রেমালের জেরে ৪৪ টি ট্রেন বাতিল করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। উত্তর-পূর্ব ভারত ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী ৪৪ টি ট্রেন ২৭ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। রবিবার অর্থাৎ, ২৬ মে রাত ১১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, রেমালের সতর্কতার জন্যই এই ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। ২৭ থেকে ২৯ মে পর্যন্ত তিনদিন একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পাঁচটি ডিভিশনের ৪৪টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশন, রঙিয়া রেলওয়ে ডিভিশন, কাটিহার রেলওয়ে ডিভিশন, লামডিং রেলওয়ে ডিভিশন এবং তিনশুকিয়া রেলওয়ে ডিভিশনের ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ স্থাপনকারী ট্রেনগুলিকেই বাতিল করা হয়েছে। সব্যসাচী দে জানান, রেমালের সতর্কতার জেরে ২৭, ২৮ এবং ২৯ মে পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে একাধিক ট্রেন। বাতিল হওয়া ৪৪ টি ট্রেনের মধ্যে এক্সপ্রেস ট্রেন রয়েছে ১৮ টি। অন্যদিকে, প্যাসেঞ্জার ট্রেন রয়েছে ১২টি এবং ডিএমইউ ট্রেন রয়েছে ১৪টি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্রেনগুলি হল, এনজেপি-আলিপুরদুয়ার ও আলিপুরদুয়ার-এনজেপি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, এনজেপি-বঙ্গাইগাঁও ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, আগরতলা-শিলচর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস-সহ ৪৪টি ট্রেন। রবিবার মধ্যরাতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এলাকায় আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল । যার প্রভাব পড়েছে শিয়ালদা ও হাওড়ার ডিভিশনের রেল পরিষেবায় । যদিও শনিবারই পূর্ব রেলের তরফে জানান হয়েছিল, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আগাম সতর্কতা হিসেবে বেশ কয়েক ঘণ্টা লোকাল ও দূরপাল্লার রেল পরিষেবা বন্ধ থাকবে ।

দুর্ঘটনা রুখতে খুব শীঘ্রই মাটির নিচ দিয়ে চালু হবে বৈদ্যুতিক কেবল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে ঃ দেশের প্রায় সবকটি মেট্রোপলিটন শহরে বৈদ্যুতিক কেবল পরিষেবা মাটির নিচ দিয়ে, ফলে ওই সমস্ত শহরে অনেকটাই দুর্ঘটনা রোখা সম্ভব হয়েছে এই বৈদ্যুতিক কেবল পরিষেবার মাধ্যম দিয়ে। এবার সেই ভাবনায় এগোচ্ছে শহর শিলিগুড়ি। বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তর ইতিমধ্যে কাজের অগ্রগতি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরসভা, পি এইচ ই সহ অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে ধাপে ধাপে বৈঠকও সারছেন। সোমবার শিলিগুড়ি পুরসভায় ফের আরও একবার বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মূলতঃ শিলিগুড়ির বিদ্যুৎ পরিষেবা মাটির তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা নিয়েছেন শহরের মেয়র গৌতম দেব, এই মর্মে এমন বৈঠক বলে জানিয়েছেন মেয়র। তিনি জানান প্রথম ধাপে সেবক রোডে প্রায় ৮ কিলোমিটার এই পরিষেবা চালু করা হবে। পরবর্তীতে শহরের ১৭ টি ওয়ার্ডে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এই বৈদ্যুতিক কেবল পরিষেবা মাটির নিচে চালু করা হবে। আগামী জুন মাসের এই কাজ শুরু হবে বলে আশাবাদী মেয়র গৌতম দেব ।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মে ঃ সোমবার সকাল ৯.৩০ টার সময় ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত দেওমালী মাইচকা সেতু সংলগ্ন এলাকায় মর্মান্তিক এক যানবাহন দুর্ঘটনায় এক ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুলসুম বেওয়া নামে ওই বৃদ্ধা সকাল ৭ টার সময়ে এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ পার হয়ে প্রতিবেশির বাড়িতে যান। ফিরে আসার সময় রাস্তা পার হতে গেলে গয়েরকাটার দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি যাত্রীবাহন তাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর ঘাতক যানবাহনটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে ধূপগুড়ি পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে যানবাহনটি ও চালককে আটক করে। দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত কুলসুম বেওয়ার এক বিবাহিতা কন্যা রয়েছে। তিনি প্রতিবেশিদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করতেন। স্থানীয়রা দ্রুত গতিতে যানবাহন চালানোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তায় যানবাহন দুর্ঘটনার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

ছাত্রীর মৃত্যু, এবিভিপি'র ডাকে ২৪ ঘন্টা ছাত্র ধর্মঘট উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মে ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা ববিতা দত্তের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ লং লার্নিং অ্যান্ড এক্সটেনশন ডিপার্টমেণ্টের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সিদ্ধার্থ শংকর লাহা এখনও অধরা। ঘটনার দশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও

অভিযুক্ত অধ্যাপকের কোন হদিস নেই। যদিওবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রশাসনের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ নয় , তা প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার দেবাশীষ দত্ত। যদিও ঘটনার পর দীর্ঘ ১০ দিন কেটে গেলেও অভিযুক্ত অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শংকর লাহার বিরুদ্ধে পুলিশ কোনরকম ব্যবস্থা নেয়নি। তারই প্রতিবাদে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ ঘন্টা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে তালা বন্ধ করে দেয় এবিভিপির সমর্থকেরা। ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে কর্মচারীদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর মাটিগাড়া থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপির কর্মী ও সমর্থকরা। অভিযোগ, ঘটনার দশ দিন কেটে গেল শুধুমাত্র পুলিশি নিস্ক্রিয়তার কারণে এখনো ও অধরা রয়েছে অভিযুক্ত অধ্যাপক। প্রসঙ্গত, গত ১৬ মে শিবমন্দিরে ভাড়া বাড়ি থেকে রিসার্চ স্কলার ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় মাটিগাড়া থানায় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে মৃতার ভাই। এদিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শঙ্কর লাহাকে। ঘটনার প্রথমদিন থেকেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে এবিভিপি। গত ২ দিন আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করার পর আজ ২৪ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবিভিপি। সকাল থেকেই ধর্মঘটে সাড়া মিলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. এমসি/ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ/৩০/২৪-২৬/বিডিসি ক্লিনিং, বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৯৭২৫৩৪, তারিখ ঃ ২২.০৫.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এব জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; সাধারণ পরিচ্ছন্নতা (ঝাঁটা দেওয়া, মোছা, ধুলো ঝাড়া); বহির্ভাগ, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এব জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; ঘষামাজা; বহির্ভাগ, পরিষ্কার করা; জঞ্জাল সাফাই এবং জীবাণুমুক্ত করা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; সকল প্ল্যাটফর্ম পোর্টিকোগুলি বুকিং অফিস পিআরএস প্রথম শ্রেণির ওয়েটিং হল করিডোর সকল কার্যালয় স্টেশনের সিঁড়ি আরআরআই বিল্ডিং তথা অফিস এবং ক্রু লবি প্রতিদিন ধোয়ার কাজ; বহির্ভাগ, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; শুষ্ক ঝাঁট এবং জল দিয়ে পরিষ্কার করা; শুষ্ক ঝাঁট এবং জল দিয়ে প্রস্রাবাগার ও ল্যাবরেটরি পরিষ্কার, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; সকল প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন ট্র্যাক থেকে আবর্জনা তোলার কাজ এবং নির্দিষ্ট ভ্যাটে জঞ্জাল ফেলার কাজ; বহির্ভাগ সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে গণপরিবহণের স্থানগুলিতে;ব্যান্ডেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সকল ঢাকা দেওয়া নর্দমাগুলি এবং ভূনিম্নস্থ সুয়ারেজ ড্রেন পরিষ্কার ও জঞ্জাল অপসারণ এবং জঞ্জাল সরিয়ে নিয়ে সুনির্দিষ্ট..., সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; স্টেশন এলাকার বুকিং অফিসে পিলার বেস ও ওয়াল ক্ল্যাডিং সমেত জলের সফল বুথগুলি ছয় ফুট উচ্চতা পর্যন্ত সাধারণ রিএজেন্ট অর্থাৎ সোডা সাবান দিয়ে ধোয়া..., সাফাই - জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে - গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; স্টেশন চত্বরের সকল কার্যালয়গুলি স্টেশন বিল্ডিং প্রথম শ্রেণির ওয়েটিং হল এফওবি পিএফ শেড আরআরআই কেবিন ক্রু লবি পিআরএস বুকিং অফিস পোর্টি.. ইত্যাদিতে মাকড়সাজাল ইত্যাদি পরিষ্কার; সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; স্টেশন চত্বরের সকল ডাস্টবিন এবং পরিষ্কারের পর নতুন দুরঙা প্লাস্টিক ব্যাগ নীলসবুজ রঙের প্রত্যেক ডাস্টবিনে দেওয়া জঞ্জাল অপসারণ..., বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা পরিষেবা -স্টেশন কলোনি এলাকা থেকে প্রতিদিন ১৮ মি^{3} পরিমাণ জঞ্জাল বোঝাই ও অপসারণের জন্য জ্বালানি, চালক, ক্লিনার সমেত উপযুক্ত সকল সরঞ্জাম সমেত মোটরযান এবং অপসারণ করতে পৃথক... **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট দরপ্রস্তাব। **অনুমিত দর প্রস্তাব মূল্য ঃ ₹১,২৬,২২,৭২৩.১৮; দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষের তারিখ ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে; **দরপ্রস্তাব বৈধতা শেষ তারিখ থেকে ঃ** ৯০ (দিন); **কার্যালয়ের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **প্রস্তাবদাতার ন্যূনতম বার্ষিক গড় টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১৮৯ লাখ। **একই/সমতুল পরিষেবাতে প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা ঃ** ০৩ বছর; **সমতুল কাজে অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্নওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ (স্টার্ট আপ) -এর ক্ষেত্রে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার কাছে থেকে যেসকল নথি পেতে হবে ঃ** অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়; দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি -১ (এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি২ (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ৩(এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি ৪ (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। *কোনো দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভারের বিষয়ে ছাড় পেতে চাইলে, এই বিষয়ে প্রামাণ্য নথি যা ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবে ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য তা অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২দিন। **আর্থিক নথি যেখানে দরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে দেখানো হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ঃ** হ্যাঁ আছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থরাশি ঃ** ₹২,১৩,১১৪। **ইপিবিজিই বিশদ ঃ পরামর্শদাতার ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ২৬।

HWH-71/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নোটিস

আমরা আমাদের সম্মানীয় গ্রাহক, মধ্যস্থতাকারী এবং জনগণকে জানাতে চাই যে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোর, চেক পোস্ট মেমারি, ওয়ার্ড নং 13, মেমারি মিউনিসিপ্যালিটি, মেমারি জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড - 713 146, পশ্চিমবঙ্গ-তে অবস্থিত শাখা 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে এবিষয়ে মনোযোগ দিন এবং আপনার পলিসির পুনর্নবীকরণ এবং দাবি সম্পর্কিত সহায়তা সহ পলিসির জন্য উপলব্ধ পরিষেবা লাভ করতে আমাদের নিকটতম অফিস সেকেন্ড ফ্লোর, সিটি টাওয়ার, # 23, জি.টি. রোড, বর্ধমান - 713 101, পশ্চিমবঙ্গ-তে ভিজিট করুন অথবা নিকটতম অফিসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.icicilombard.com দেখুন অথবা IL take care অ্যাপ ডাউনলোড করুন।

আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর জন্য

সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ICICI Lombard
GENERAL INSURANCE

... 1800 2666. ... L67200MH2000PLC129408. ওয়েবসাইট: www.icicilombard.com, ইমেল: customersupport@icicilombard.com

টি. স্প্রিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796

রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

ইমেলঃ info@tspiritualworld.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tspiritualworld.com

৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ৪ র্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অডিটেড স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

[SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	০.১৮০	০.১৮০	০.১৮০	০.৭২০	০.১৮০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(৩.৬৭৮)	(৩.৪০৪)	(৩.৭২৭)	(১৯.৩৬৬)	(১৮.২৪৬)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩.৬৭৮)	(৩.৪০৪)	(৩.৭২৭)	(১৯.৩৬৬)	(১৮.২৪৬)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩.৬৭৮)	(৩.৪০৪)	(৩.৭২৭)	(১৯.৩৬৬)	(১৮.২৪৬)
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩.৬৭৮)	(৩.৪০৪)	(৩.৭২৭)	(১৯.৩৬৬)	(১৮.২৪৬)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০	২০০০.২০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				(১৮৪৬.৭৩২)	(১৮২৭.৩৬৫)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে) (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	(০.০১৮)	(০.০১৭)	(০.০১৯)	(০.০৯৭)	(০.০৯১)

মন্তব্য ঃ

উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন. viz.www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়. www.tspiritualworld.com।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
টি. স্প্রিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
নেত্র বাহাদুর রাণাভাট
ব্যবস্থাপনা পরিচালকও সিইও
DIN No.:06716666

তারিখ ঃ ২৭ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

ইতিহাস রচনার স্বপ্ন দেখছে ইসরোর মঙ্গলযান-২, কৃতিত্ব অর্জন করতে চায় ভারত

ইতিহাস রচনা করতে চায়ভারত। তার জন্যই ভারত এবার বিশেষ পথ অনুসরণ করতে শুরু করল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নেমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে চন্দ্রযান। এবার নতুন ইতিহাস রচনা করার নীল নকশা প্রস্তুত করছে ইসরো। মঙ্গলযান এর আগে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে নজির গড়েছিল। কিন্তু এবার আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। তারা মঙ্গলযান-২ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। লক্ষ্য লালগ্রহের রুক্ষ মাটিতে রোভার ও হেলিকপ্টার নামানো। সফল হলে চিন ও আমেরিকার পর তৃতীয় দেশ হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করবে ভারত। ইসরোর সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট এলভিএম৩-তেই মঙ্গলযান-২ রওনা দেবে মঙ্গলের পথে। কেবল মঙ্গলের মাটিতে নামাই নয়, ইসরোর রোভার যেভাবে সেখানে নামবে বলে পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাও অভিনব। সাধারণ এয়ারব্যাগ ও র‍্যাম্পের সাহায্যেই এই ধরনের যানকে নামানো হয়। কিন্তু ইসরো ব্যবহার করবে স্কাই ক্রেন। এই পদ্ধতিতে অবতরণ হবে আরও নিরাপদ। নাসার পারসেভারেন্স রোভারের অবতরণকে মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়াও আলাদা করে সকলের নজরে থাকবে মঙ্গলে

(থ্বজ্ঞু) হেলিকপ্টার ওড়ানোর দিকেও।

এই মিশনের লক্ষ্য কেবল গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহই নয়, প্রতিবেশী গ্রহটিতে আগামিদিনে আরও বড় অভিযানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে মঙ্গলে যান পাঠিয়েছিল ইসরো। সেই সময় এই সাফল্যে চমকে উঠেছিল বিশ্ব। এবার মঙ্গলযান-২ যে আরও বড় সাফল্য পেতে চলেছে, সেব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। যেভাবে মহাকাশ রেসে ক্রমেই নিজের সীমানাকে বাড়িয়ে চলেছে ইসরো, তাতে গোটা বিশ্বেরই নজর রয়েছে তাদের কার্যকলাপের দিকে। বিশেষ করে চন্দ্রযানের সাফল্য রাতারাতি ভারতকে মহাকাশে চিন, রাশিয়া ও আমেরিকার পাশে বসিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয় কখন সেই জায়গায় ভারত চলে আসে।

মহাকাশে ফুটে উঠল জমাট বাঁধা অপার্থিব ধুলো ও মেঘের আস্তরণ

ঈশ্বরের হাত। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে মারাদোনার সেই বিতর্কিত গোলের পর থেকে যে শব্দবন্ধ অমর হয়ে গিয়েছে। এবার মহাকাশে দেখা মিলল আর এক ‘ হাতে’র। ডার্ক এনার্জি ক্যামেরার তোলা একঝাঁক ছবিগুচ্ছের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা দেখা পেলেন তার। মুগ্ধ হলেন এক মহাজাগতিক সৌন্দর্যের। এটা আসলে জমাট বাঁধা অপার্থিব ধুলো ও মেঘের আস্তরণ। গ্লোবিউল ‘ অংশ। চিলির ভিক্টর এম ব্ল্যাঙ্কো টেলিস্কোপে যুক্ত করে দেওয়া ডার্ক এনার্জি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ছবিই। ১৯৭৬ সালে প্রথমবার এই ‘ আবিষ্কৃত হয়। এবং সেটাও দুর্ঘটনাক্রমে। ব্রিটেনের স্কমিড টেলিস্কোপে নিরীক্ষণ করার সময় আকস্মিক ভাবেই এটির দেখা পান বিজ্ঞানীরা।আসলে অবশ্য এটা কোনও ধুমকেতুই নয়। জমাট বাঁধা গ্যাস ও ধুলো। এর আকৃতি অনেকটাই ধূমকেতুরই মতো। রয়েছে হালকা উজ্জ্বল লেজও। এর ভিতরে রয়েছে সদ্যোজাত তারা। কাছাকাছি থাকা নক্ষত্রগুলির তেজস্ক্রিয়তার ধাক্কায় যাদের জন্ম। এরকম অনেক ‘ রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই আকাশগঙ্গায় অবস্থিত এই বিশেষ গ্লোবিউলটি দেখলে মনে হয় যেন এক মহাজাগতিক হাত। যে কোটি কোটি আলোকবিঃদু মিলে মহাকাশের ক্যানভাসে নির্মাণ করেছে একে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ! তবে নামে ‘ঈশ্বরের হাত’ হলেও এর সঙ্গে যে আধ্যাত্মিকতার কোনও যোগ নেই। কেবল মহাজাগতির সৌন্দর্যের একঝলকা।

বাংলা-সহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে কিছুটা হলেও বেড়েছে জলস্তর, সংকটের মুখে গোটা দক্ষিণ ভারত

মাটির তলায় জল নেই। সেই জলস্তর ক্রমশ কমতে শুরু করেছে তা আগেই বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন। তারই ছবি ধরা পড়ল দক্ষিন ভারতে। এদিকে যখন আগুনে গরমে পুড়ছে গোটা দেশ। ফুটিফাটা মাটি। ভয়ংকর তাপপ্রবাহে শুকিয়ে যাচ্ছে খাল-বিল-নদী-পুকুর। গরম যত বাড়ছে, তত দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের সংকট। তবে তাংদের কথাই সতি হল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একই পরিস্থিতি হলেও সবচেয়ে অস্বস্তিতে দক্ষিণ ভারত। কারণ সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমশ কমছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় জল কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্টে এটাই সামনে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ভারতের জলাধারগুলির জলের স্তর ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে। বিগত ১০ বছরের মধ্যে যা সবচেয়ে কম।

প্রযুক্তির রাজধানী বেঙ্গালুরুর জলসংকট এখন গোটা ভারতের জানা। সেখানে নাগরিকদের একাংশকে জল কিনে খেতে হয়েছিল। এক বালতি জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল নাগরিকদের। এমনকী জল নষ্ট বন্ধ করতে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছিল পুরসভা। বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বিপদের কালো মেঘ যে কাটেনি, তা বুঝিয়ে দিল কেন্দ্রীয় জল কমিশনের রিপোর্ট। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তীব্র জলসংকট দেখা দেবে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কেরল এবং তামিলনাড়ুতে। দক্ষিণ

ভারতের ৪২টি জলাধারে বর্তমানে মোট ৫৩.৩৩৪ বিলিয়ন বর্গ মিটার জল থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে সেখানে রয়েছে মোটে ৮.৮৬৫ বিসিএম। যা মোট ধারণ ক্ষমতার মাত্র ১৭ শতাংশ। গত বছর ছিল ২৯ শতাংশ। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এর প্রভাব পড়বে দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর কমতে থাকায় সেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ধাক্কা খাবে। পাশাপাশি পানীয় জলের সংকট বাড়বে। কমিশনের রিপোর্টে বাংলা তথা পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যের জন্য আশার কথা বলা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে মজুত জলের ভাণ্ডারে উন্নতি হয়েছে। সেখানে ২৩টি জলাধারের মোট ধারণ ক্ষমতা হল ২০.৪৩০ বিসিএম। বর্তমানে রয়েছে ৭.৮৮৯ বিসিএম। যা ধারণ ক্ষমতার প্রায় ৩৯ শতাংশ। গতবছর যা ছিল ৩৪ শতাংশ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র-সহ পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর এবং মধ্যাঞ্চলের জলাধার নিয়ে আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই অঞ্চলগুলিতে জলের স্তর আগের বছরের তুলনায় কমেছে।

পাপুয়া নিউ গিনির ভূমিধসের কবলে ২ হাজারেরও বেশি মানুষ

২৭মে ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় জীবন্ত চাপা পড়লেন ২ হাজারেরও বেশি মানুষ বলে শোনা গিয়েচে। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে পাপুয়া নিউ গিনিতে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, মুঙ্গালো পর্বতের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ায় ধস নামে একটি গ্রামে। পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে যান গ্রামবাসীরা। পাপুয়া নিউ গিনির বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তরফে রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি লিখে এই দুর্ঘটনার খবর জানানো হয়। সেখানে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার পর্বতের একটা বিরাট অংশ ভেঙে পড়ে কাওকালাম গ্রামের উপর। সেখানকার সমস্ত বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। পাথরের নীচে চাপা পড়েছেন ২ হাজারেরও বেশি গ্রামবাসী। এমনকি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাথর চাপা পড়ে। এখানেই শেষ নয়। পর্বত ভেঙে ধস ক্রমশ বো।হে চলেছে। ফলে ওই এলাকায় যেতে পারছেন না

উদ্ধারকারীরা। ধসের নিচে চাপা পড়ে থাকা গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকলেও তাঁদের উদ্ধার করা যাচ্ছে না। মৃতের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশঙ্কা স্থানীয় প্রশাসনের। এহেন পরিস্থিতিতে সেনা-সহ একাধিক বাহিনীকে উদ্ধারকাজে শামিল করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সুরাহা মিলছে না। তাই রাষ্ট্রসংঘের কাছে পাপুয়া নিউ গিনির আবেদন, আন্তর্জাতিক বন্ধুরা যেন এই পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকেন। উল্লেখ্য, শুক্রবার ভয়াবহ এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানায় অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। কাওকালাম গ্রামটি পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী পোর্ট মোরসবি থেকে ৬০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধস নামে ওই গ্রামে। তখন গোটা গ্রামের মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ফলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। পরে এই সংখ্যা বাড়বে বলেই অনুমান প্রশাসনের।

ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র হানায় নিকেশ হামাস কমান্ডার! রাফায় মৃত অন্তত ৩৫

২৭ মে ঃ ইজরায়েলের পালটা হামলায় নিকেশ হামাস কমান্ডার! জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে দক্ষিণ গাজার রাফায় মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ওই হামলায়। উল্লেখ্য, রবিবার সকালে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল হামাস। তার পরেই পালটা হামলা তেল আভিভের। প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়, রাফায় ইজরায়েলি মিসাইল হামলায় অন্তত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ১২ জন। নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। তাদের তরফে জানানো হয়, রাফায় একটি বসতি এলাকা লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে হামলা হয়েছে নির্দিষ্ট এলাকায়।

যদিও প্যালেস্টাইনের দাবি, উত্তর গাজা থেকে আসা শরণার্থী শিবিরেই হামলা করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলি সেনার তরফে আরও জানানো হয়, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে হামাসের চিফ অফ স্টাফ নিকেশ হয়েছে এই মিসাইল হামলায়। মৃতদের মধ্যে রয়েছে হামাসের আরও এক শীর্ষ কমান্ডার। তবে এই দাবির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। তবে ইজরায়েলের মিসাইল হামলার পরে পালটা ল।ইয়ের ডাক দিয়েছে হামাস। প্যালেস্টাইনের আমজনতাকে বলা হয়েছে, ইজরায়েলি সেনার গণহত্যার জবাবে এবার উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে।

উল্লেখ্য, গত সাত মাসে গাজায় ইজরায়েলি বাহিনীর মোকবিলায় স্বল্পপাল্লার মিসাইল হামলা চালালেও এবার দূরপাল্লার মিসাইল হামলা চালিয়েছে হামাস। রবিবার সকালে তেল আভিভে মিসাইল হামলা হয়েছে বলে দাবি করে জঙ্গিগোষ্ঠীটি। তবে ইজরায়েলের উপর মিসাইল হামলায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশের পালটা হামলায় রাফায় মৃত্যু হল ৩৫ জনের।

কংগ্রেস ৪০, অখিলেশ ৪টি আসনও পাবেন না বললেন অমিত শাহ

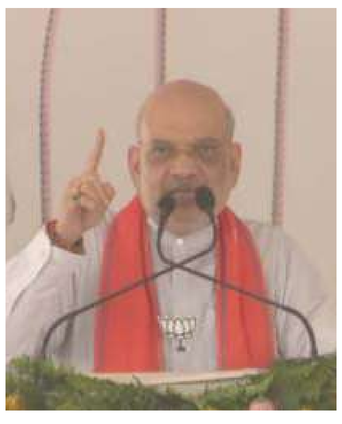

সলেমপুর, ২৭ মে ঃ বিজেপি-এনডিএ ৪০০ আসন পেতে চলেছে, কংগ্রেস ৪০-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অখিলেশ ৪টি আসনও পাবেন না। লোকসভা নির্বাচন নিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার উত্তর প্রদেশের সলেমপুরের নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, একদিকে, এই নির্বাচনে রাহুল বাবা এবং অখিলেশ যাদব এই দুই শেহজাদা রয়েছেন, যারা ১২ লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতি করেছেন। অন্যদিকে, ২৩ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি এমন একজন যার বিরুদ্ধে ২৫ পয়সারও অভিযোগ নেই। অমিত শাহ আরও বলেছেন, এই অহঙ্কারী জোট আসলে একটি পরিবারবাদী জোট। এই দলগুলির প্রধানদের লক্ষ্য নিজেদের সন্তান, ভাইপোদের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বানানো। অমিত শাহের কথায়, ৪ জুনের ফলাফল নিশ্চিত, বিজেপি ৪০০ আসন জিততে চলেছে। ওই দিন বিকেল ৪টে নাগাদ, রাহুল বাবা সাংবাদিক সম্মেলন করবেন এবং বলবেন ইভিএমের কারণে বিজেপি জিতেছে। রাহুল বাবা, পরাজয়ের জন্য মেশিনকে দোষারোপ করবেন না, আপনার নীতি দেখুন, যে কারণে মানুষ আপনাদের নির্বাচিত করবে না।

তীব্র গরমের মধ্যেই ভারত-পাক সীমানায় প্রহরায় বিএসএফ

জয়সলমের, ২৭ মে ঃ বিগত বেশ কিছু দিন ধরে তীব্র গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত মরুরাজ্য রাজস্থানে। অত্যধিক গরমে দুর্বিষহ অবস্থা সাধারণ মানুষের। সোমবার গরম পুড়ল রাজস্থান। এদিন রাজস্থানের জয়সলমেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ বেড়ে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়। আর এই গরমের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে প্রহরারত সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর জওয়ানরা। গরমকে রীতিমতো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবিচল বিএসএফ জওয়ানরা।

উত্তর পূর্ব রেল গ্রাহক সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভাল ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করছে

গোরখপুর, ২৭ মে ঃ গ্রাহক সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে তার সম্মানিত গ্রাহকদের আরও ভাল ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করছে। স্টেশনে বা ট্রেনে যাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। স্টেশনে বা যাত্রার সময় রেলওয়ে ব্যবহারকারীরা যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করতে রেল প্রশাসন ২৪ ঘণ্টা সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকে। 'রেল মাদাদ' অ্যাপ, হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯, এসএমএস এবং ওয়েবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি যথাসময়ে এবং মানসম্মত পদ্ধতিতে সমাধান করা হচ্ছে। অভিযোগের মানসম্মত নিষ্পত্তির বিষয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে চমকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। চমকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলে, এই ধরনের অভিযোগ পর্যালোচনা করা হয় এবং সিস্টেম উন্নত করা হয়।২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন ১,৪৬,৬৮৩ জন যাত্রীকে 'রেল মাদাদ'-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য করে তাদের উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করেছে। ফলস্বরূপ, ৬,১০৯ টি ক্ষেত্রে ট্রেনে এবং ২২৫ টি ক্ষেত্রে স্টেশনে যাত্রীদের অবিলম্বে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্টেশনগুলিতে জল সংক্রান্ত ৩৫২টি অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করে জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। মহিলাদের সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে, ট্রেনে ২৪২ টি ক্ষেত্রে এবং স্টেশনগুলিতে ৪৯ টি ক্ষেত্রে, মহিলাদের বিশেষ প্রয়োজেনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের ভ্রমণকে সহজতর করা হয়েছিল।

নাম পরিবর্তন

আমি, Pradip Kumar Burman (পুরাতন নাম) পিতা Kamalkant Burman, ঠিকানা- 427A S.B Gorai Road, Asansol,Paschim Bardhaman-713301, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pradeep Kumar Burman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pradeep Kumar Burman (নতুন নাম) এবং Pradip Kumar Burman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) ABDUL JUL S/o- KALIMUDDIN SEKH, Residing at, Vill- Bilaspur nachharerpara, Post- Kaliganj, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUL JUL To ABDUL JALIL SHEAK & ABDUL JALIL SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL JALIL SHEAK & ABDUL JALIL SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, ABDUL JALIL SHEAK & ABDUL JALIL SEKH and ABDUL JUL both are Same and one identical person.

Name Change

I, Salma Bibi (old name) D/O Roup Sardar, residing at Vill.- Raghabkati, P.O.- Sarapul, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Salma Khatun Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Salma Khatun Sardar (new name) and Salma Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Anil Sarkar (old name) S/O Kartick Sarkar, residing at 100/3, Nutan Gram Road, Nehru Market, Shyamnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743127, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anil Chandra Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Anil Chandra Sarkar (new name) and Anil Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Purusottam Agarwala declare that my father said name Sagtarmal Agarwala (old name), residing at Hamirpur, P.O.- Balichak , P.S.- Debra, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721124, West Bengal, INDIA, I have changed my father name to (shall henceforth be known as) Sagar Mal Agarwala (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Sagar Mal Agarwala (new name) and Sagtarmal Agarwala (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Prabin Kumar Baid & Pravin Kumar Baid (old name) S/O Budh Mal Baid, residing at Shanti kunj Appartment, Block-A1, Flat-205, 20 Round Tank Lane, P.S.- Howrah, Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Praveen Kumar Baid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Praveen Kumar Baid (new name) and Prabin Kumar Baid & Pravin Kumar Baid (old name) all are same identical person.

Name Change

I, MD BASIR (old name) S/O ABDUL OHID, residing at Y-2/117,SATGHARA ROAD ,KOLKATA-700044, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) BASIRUDDIN MOLLA (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. BASIRUDDIN MOLLA (new name) and MD BASIR (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Bagbul Islam Peada (old name) S/O Abdul Rohup Piyada, residing at Bankra Piyada Para, P.O.- Bankra, Howrah- 711403, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bagbul Islam Piyada (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Bagbul Islam Piyada (new name) and Bagbul Islam Peada (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Minnajul Islam Peada (old name) S/O Bagbul Islam Piyada, residing at Bankra Piyada Para, P.O.- Bankra, Howrah- 711403, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Minnajul Islam Piyada (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Minnajul Islam Piyada (new name) and Minnajul Islam Peada (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tapan Kumar Mondal (old name) S/O Sitanshu Sekher Mondal, residing at Uttarayan, Simla (CT), Chinsurah, Dist- Hooghly, Pin- 712102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tapan Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Tapan Mondal (new name) and Tapan Kumar Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Tapan Kumar Mondal (old name) S/O Sitanshu Sekher Mondal, residing at Uttarayan, Simla (CT), Chinsurah, Dist- Hooghly, Pin- 712102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tapan Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Tapan Mondal (new name) and Tapan Kumar Mondal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Seema Khatoon (পুরাতন নাম) স্বামী Abid Hussain Khan, ঠিকানা 6111,Golam Hussain Sardar Lane,PS- Shibpur, Dist- Howrah, Pin-711102, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Seema Khatun (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Seema Khatun (নতুন নাম) এবং Seema Khatoon (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) ROY RABINDRANATH S/o- DUKHIRAM ROY, Residing at, Vill- Betai Jitpur, Post- Betai, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROY RABINDRANATH To RABIN ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RABIN ROY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, RABIN ROY and ROY RABINDRANATH both are Same and one identical person.

Name Change

I KAZI NAZRUL ISLAM,S/O NOORNABI KAZI,R/O RAMRAYER GHERI,ISWARIPUR,PS- JIBANTALA,SOUTH24PARGANAS-743502,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAJI MD. NAZRUL ISLAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024,THAT KAZI NAZRUL ISLAM AND KAJI MD. NAZRUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Rimpa Nandi (old name) W/O Pijush Mondal, D/O Kiriti Nandi, residing at Vill.- Radhanagar, Near Durga Mandir Road Side, Kulti (M), Paschim Bardhaman, Pin- 713360, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rimpa Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/05/2024. Rimpa Mondal (new name) and Rimpa Nandi (old name) both are same identical person.

Name Change

I LINDA DIRKSG,W/O MARK CHRISTOPHER DIRKSZ,R/O KALIM RESIDENCY,FL-G-A,24/B,RAGHUNATH CHOWDHURY ROAD,PS-ENTALLY,KOLKATA-700015,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LINDA DOREEN DIRKSZ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024,THAT LINDA DIRKSG AND LINDA DOREEN DIRKSZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAJFLI MALLIK,SON OF NURUDDIN MALLIK, RESIDING AT VILL & PO - BASUDEBPUR,PS-EGRA,EAST MEDINIPUR - 721452,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJELI MALLIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024.THAT RAJFLI MALLIK AND RAJELI MALLIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammed Asif (পুরাতন নাম) পিতা Late Mohammed Ashan, ঠিকানা- 172H6,Smith lane,1st floor,Kolkata-700013, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Asif Mohammed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল । Asif Mohammed (নতুন নাম) এবং Mohammed Asif (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SHYAMAL KUMAR SAMANTA,SON OF SUBODH SAMANTA, RESIDING AT VILL-KARAK,PO-KALYANPUR, EAST MEDINIPUR - 721632, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL SAMANTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024.THAT SHYAMAL KUMAR SAMANTA AND SHYAMAL SAMANTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RESMA MIDDYA,W/O AINUL MIDDYA,R/O VILL-LAUHATI MIDDYA PARA,PO-LAUHATI,PS-RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS,700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RESHMA BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BASIRHAT ON 06/05/2024,THAT RESMA MIDDYA AND RESHMA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BASUDEB CHINSURAH DAS & BASUDEV CHANDRA DAS,S/O MANORANJAN DAS, R/O MANSATALA SARADA PARK,SAHAGANJ, CHINSURAH,HOOGHLY-712104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASUDEB CHANDRA DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024,THAT BASUDEB CHINSURAH DAS & BASUDEV CHANDRA DAS AND BASUDEB CHANDRA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBODH CHANDRA SAMANTA, SON OF LATE UPENDRA SAMANTA, RESIDING AT VILL-KARAK,PO-KALYANPUR,EAST MEDINIPUR - 721632,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBODH SAMANTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024.THAT SUBODH CHANDRA SAMANTA AND SUBODH SAMANTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TAIYEB ALI MONDAL,S/O RAFIK MONDAL,R/O MALATIPUR,PO-CHAITA,PS-MATIA,BASIRHAT 743445, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAIYEB ALI MANDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024,THAT TAIYEB ALI MONDAL AND TAIYEB ALI MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AZAHAR UDDIN MONDAL,S/O TAIYEB ALI MANDAL,R/O MALATIPUR,PO-CHAITA,PS-MATIA,BASIRHAT 743445, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AZAHAR UDDIN MANDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024,THAT AZAHAR UDDIN MONDAL AND AZAHAR UDDIN MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAGADISH PRASAD JAISWAL,S/O LAKSHMAN PRASAD JAISWAL,R/O 257/2/1.K.ROAD,PO-NETAJIGARH, PS-LILUAH, HOWRAH-711108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAGDISH JAISWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/05/2024,THAT JAGADISH PRASAD JAISWAL AND JAGDISH JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KALAWATI DEVI SINGHANIA,W/O OM PRAKASH SINGHANIA,D/O CHIRANJILAL PODDAR, RESIDING AT 5 JADU MITRA LANE,PO-SHYAMBAZAR,PS-ULTADANGA,KOLKATA-700004,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALAWATI SINGHANIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/05/2024.THAT KALAWATI DEVI SINGHANIA AND KALAWATI SINGHANIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Madhu Devi Baid (old name) W/O Praveen Kumar Baid, residing at Shanti kunj Appartment, Block-A1, Flat-205, 20 Round Tank Lane, P.S.- Howrah, Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Madhu Baid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Madhu Baid (new name) and Madhu Devi Baid (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি স্বপন কুমার মন্ডল S/O প্রয়াত আশুতোষ মন্ডল প্লট নং ১০১১, পুলিশ পাড়া আশ্রম রোড, রাজপুর সোনারপুর, P.S- নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০১৫২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, এখন থেকে ঘোষিত হিসাবে স্বপন কুমার মন্ডল নামে পরিচিত হবে নোটারি অফিসারের সামনে, নোটারি আলিপুর জজ কোর্ট কলকাতা-৭০০০২৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২৫.০৫.২০২৪ তারিখের হলফনামা নং ০৯ দ্বারা, স্বপন কুমার মণ্ডল এবং স্বপন কুমার উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

রেমালের তাণ্ডবে ভেঙেছে ঘরের চালা, আতঙ্কে রাত কাটালেন ৭০ বছরে বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ মে ঃ রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডব নদীয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত বহু পরিবার। ঘর ছেড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে একাধিক পরিবার। নদীয়ার স্যানাল চরের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। রবিবার থেকেই ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করেছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। ইতিমধ্যেই কল্যাণী সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভাগীরথী নদীর জলোচ্ছ্বাস বাড়তে শুরু করেছে। ক্রমশঃ ভাঙতে শুরু করেছে নদীর পাড়। নদীয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভেঙেছে একের পর এক ছোট বড় গাছ। বহু চাষের জমি ভেঙে চলে গেছে নদী গর্ভে। ক্ষতি হয়েছে প্রচুর ফসলের। চরম ক্ষতির মুখে অসংখ্য কৃষক। রবিবার রাত থেকেই প্রশাসনের তৎপরতায় বহু পরিবারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ জায়গায়। তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে একাধিক বিদ্যালয়ে। অপরদিকে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি রবিবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে ঘূর্ণিঝড় রেমালের তান্ডব। রেমালের তাণ্ডবে কল্যাণী থেকে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ থেকে নাকাশিপাড়া ভেঙেছে ছোট-বড় বহু গাছ। রাস্তা থেকে উপরে পড়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন নবদ্বীপ, কল্যাণী সহ বেশ কিছু এলাকা। প্রবল বৃষ্টিপাত জেরে নবদ্বীপ সহ বেশ কিছু এলাকায় জমেছে জল। যদিও তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে জেলা বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা থেকে ব্লক ও পৌর প্রশাসন। অপরদিকে বড় কিছু ঘটনা না ঘটলেও তীর্থভূমি নবদ্বীপ শহর ও ব্লকেও ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়েছে অল্প বিস্তর। ব্লকের বাহির চড়া, মিঞাপাড়া সহ বেশ কিছু জায়গায় ছোট বড় গাছ যেমন পড়েছে তেমনি বেশ কিছু কাঁচা বাড়ি চাল উড়ে গেছে। অন্যদিকে পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের প্রতাপনগর, দেবরাজপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় ভেঙেছে ছোট বড় গাছ, উড়েছে কাঁচা বাড়ির টিনের চাল। ২০ নং ওয়ার্ডের মিত্র পাড়া এলাকায় ভেঙেছে একটি গাছ। রেমালের দাপটে নদীয়ার সরাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফের নতুন করে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। এমনই জানালেন, এলাকার বাসিন্দা হামিদুল মন্ডল। ঘূর্ণিঝড়ের সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে নদীয়ার সান্যালচর এলাকায়। সেখানে ঝড়ের দাপটে ভেঙ্গে পড়েছে একের পর এক কাঁচা বাড়ি। ভেঙে পড়া বাড়িতেই অসহায় ভাবে রাত কাটিয়েছেন বহু গ্রামবাসী। সান্যাল চরের বাসিন্দা রথীন বিশ্বাস জানান, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়েছে তাদের বাড়ি। সেই বাড়িতেই সন্তানদের নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাতে হয়েছে। তিনি জানান, নিজেদের বাড়ি ছেড়ে কি করে অন্য জায়গায় রাত কাটাবো। তাই ঝুঁকি নিয়েই বাড়িতেই রাতটা কাটিয়েছি। ওই গ্রামের তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা সুকুমারী বিশ্বাস জানান, এক মাত্র ঈশ্বরই জানেন কি ভাবে পরিবার কে নিয়ে রাতটা পার করেছি।

সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন প্রভৃতি মঠ মন্দিরকে এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের যে ভাষায় আক্রমণ করছেন তার প্রতিবাদে রামপুরহাট কামারপট্টি মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিল করলেন সাধু সন্তরা। রামপুরহাট শহরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে এসডিও অফিসে এসডিও-র মাধ্যমে মাননীয় রাষ্ট্রপতি কে ডেপুটেশন দিলেন অগণিত সাধু সন্ন্যাসী এবং ভক্তরা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দুধ ব্যবসায়ীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ মে ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক দুধ ব্যবসায়ীর। এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদীয়ার শান্তিপুর এলাকায়। মৃত ব্যাক্তির নাম হুলো ঘোষ, বয়স আনুমানিক ২৮ বছর, বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার লক্ষীতলা পড়া সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক দুধ ব্যবসায়ী, সোমবার সকাল থেকেই লাগাতার চলছে ঝোড়ো হওয়ার সাথে ভারী বৃষ্টি, এরই মধ্যে ছানা তৈরির জন্য ওই যুবক কারেন্টের বোর্ডে মেশিনের প্লাগ গুজতে যায়, আর সেখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় যুবক। পরিবারের লোকজন এসে দেখে অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে, সাথে সাথে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, যদিও শেষ রক্ষা হয়নি, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার, এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠায়।

উদ্ধার গরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মে ঃ কন্টেইনার ট্রাকে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গরু। পাচারের আগেই ২৬ টি গরু উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার ট্রাক চালক। তার নাম নিজাম উদ্দিন। পুলিশ সূত্রে খবর গতকাল গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ফুলবাড়ী এলাকাতে অভিযান চালিয়ে একটি কন্টেইনার ট্রাক আটক করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। সেই ট্রাকে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় ২৬ টি গরু, সেই গরুগুলি পাচার করার জন্য অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-০৭, তারিখ ঃ ২৫.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ টিআরডি/ পূর্বরেলওয়ে/আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সুপারভাইজারি লাইসেন্স সম্পন্ন এবং নিম্নলিখিত কাজ আর্থিক ভাবে সম্পূর্ণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডার দাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার কেস নং. টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪- ২৫-০৭; কাজের নামঃ** আসানসোল ডিভিসনে ওএইচই-র নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি ঘটাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে দুর্বল ক্যাটেনরি তার এবং জীর্ণ পরিবাহী তার প্রতিস্থাপন; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹১,৩২,২২,৩৩১.৫৮/-; **বায়না অর্থঃ** ₹২,১৬,১০০/-; **খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬(ছয়) মাস। **কাজের প্রস্তাব প্রদানের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ **ireps.gov.in**

ASN-58/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ড্রেনের জলের পাশে সবজি বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা, মুখ ফেরাচ্ছেন ক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ মে ঃ চারিদিকে ভাসছে ড্রেনের জল। সেখানেই বসে শাক-সবজি বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। তা দেখে মুখ ফেরাচ্ছেন ক্রেতারা। সে ভাবে সবজি বিক্রি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরাও। ১৫ দিন ধরে আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাতন সব্জি বাজার এলাকায় এ ভাবেই ভুগতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। সবজি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এমন অবস্থা দেখেও পুরসভা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ক্রেতারা কেউ তাঁদের কাছ থেকে সব্জি কিনতে চাইছেন না। নোংরা জলে সব্জি ডুবে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন লাভ হচ্ছে না তাঁদের। আরামবাগে এই সব্জি বাজার সবচেয়ে পুরোনো। দ্বারকেশ্বর নদীর পাশেই এই বাজার। আরামবাগ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই বাজার থেকে বাজার করেন। আবার অনেক বিক্রেতারাও এই বাজারে তাঁদের সব্জি বিক্রি করতে আসেন। মাথায় হাত পড়েছে তাঁদেরও। ব্যবসায়ীদের কথায়, 'করোনা কালেও এই সব্জি বাজার বন্ধ ছিল না। সময় মেনে সব্জি বাজার খোলা হয়েছিল। তবে পুরোনো বাজারকে দুভাগ করে দেওয়া হয়। আরামবাগ বয়েজ স্কুল মাঠে কিছুদিন সব্জি বাজার বসানো হয়েছিল। কিন্তু লাভ হয়নি এমনটা কোনও দিন হয়নি। এখন তো সব্জি কেউ নিতেই চায় না।' সব্জি বিক্রেতারা বলেন, 'ড্রেনের নোংরা জল উঠে এসে জমে যাচ্ছে। কোনও নিকাশির ব্যবস্থা নেই। সেই নোংরা জলের জন্য আমরা সব্জি নিয়ে বসতে পারছি না। সব্জির সঙ্গে নোংরা জল মিশে যাচ্ছে। তাই খরিদ্দাররাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এতে যা কিনে নিয়ে আসছি তা পচে যাচ্ছে। ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।' অভিযোগ, এই প্রাচীন সব্জি বাজারের এই রকম অবস্থা হয়েছে। কিন্তু পুরসভার পক্ষ থেকে ড্রেন সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। একাধিকবার আবেদন করা হলেও কেউ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি বলেন, 'ওটা বলা হয়েছে। কাজ হয়ে যাবে। স্থানীয়রা ড্রেনের মধ্যে নানা রকম দ্রব্য ফেলে দিচ্ছেন। তাতেই এই অবস্থা হচ্ছে। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

জলে ডুবে মৃত্যু বালকের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ মে ঃ মামার বাড়িতে ঘুরতে এসে মৃত্যু হলো আট বছরের এক বালকের। ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবার ও এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ও মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাগচির বাগান এলাকায়। মৃত ঐ বালকের নাম সুমন বাগচী , বাড়ি নদীয়ার সোনাডাঙ্গা স্টেশনপাড়া এলাকায় বয়স আনুমানিক আট বছর। সূত্রের খবর সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ কিশোরের মামার বাড়ি শান্তিপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাগচির বাগান এলাকায় মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, পরিবার সূত্রে জানা যায় হঠাৎই ওই বালক মামারবাড়ির পেছনে একটি ডোবায় পা পিছলে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি মামাতো ভাই পরিবারের লোকজনকে খবর দিলে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন। ডোবা থেকে তল্লাশি চালিয়ে বালককে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেআইনি টোটো

দুরন্ত বার্তা, শিড়িগুড়ি, ২৭ মে ঃ শিলিগুড়িতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অবৈধ বেআইনি টোটো। আর তাতেই সমস্যায় পড়ছে সিটি অটো চালকেরা। ফলে প্রতিনিয়ত লোকসানে স্বীকার হচ্ছে অটো চালকেরা। শিলিগুড়ির অধিকাংশ প্রধান সড়ক গুলিতে টোটো চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে প্রশাসনের ইতিমধ্যে সেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাস্তার উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বোর্ড। তাতেও কার্যত প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবাধে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই অবৈধ টোটো। অভিযোগ একদিকে যেমন ট্রাফিক আইন মানছে না এই টোটো । তেমনি শহরে অবৈধ টোটোর ভিড় বেড়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত যানজট বাড়ছে শহরে। ভেনাস মোড় বিধান রোড সিটি অটো অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিচালনায় মেন্টর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিচালনার ওপর নজরদারিতে স্বাস্থ্য দফতর একজন করে মেন্টর বা পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছে। রাজ্যের ২২টি মেডিক্যাল কলেজের নজরদারিতে বেশ কিছু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আমলাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালের কাজকর্মের দিকে এবার থেকে নজর রাখবেন খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ কৌস্তভ নায়েক। এনআরএস এবং মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্মে নজরদারির ভার দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের বিশেষ সচিব ডাঃ অনিরুদ্ধ নিয়োগীকে। দৈনন্দিন পরিচালনার ওপর নজরদারির পাশাপাশি ওই আধিকারিকেরা মেডিক্যাল কলেজের মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করবেন। স্বাস্থ্যভবনের মার্ট বা স্বাস্থ্য শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখার প্রায় সব আধিকারিক কোনও না কোনও মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্মে নজর রাখবেন।

রেমালের প্রভাবে দিশেহারা সুন্দরবনের চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর , ২৭ মে ঃ আবার বিপদের মুখে সুন্দরবনের চাষিরা। আয়লা, বুলবুল, আমফান, যশের পর এ বার রেমালের অশনিসঙ্কেত! রবিবার দুপুরের পর থেকেই তার দাপট টের পাওয়া যায় । রবিবার সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে ঝড়ের দাপট ও সাথে প্রবল বৃষ্টি। এই দুর্যোগের প্রভাব শুধু এই জেলাতেই নয়, পড়বে অন্যত্রও। এই জেলায় মাঠের ফসল বাঁচাতে বৃহস্পতিবার থেকে চাষিদের সতর্ক করা শুরু করেছে কৃষি দফতর। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কী ভাবে ফসল ঘরে তোলা সম্ভব, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন বহু চাষি। এই মুহূর্তে জেলার ভাঙড়, জীবনতলা, ক্যানিং, রায়দীঘি, জয়নগর, কুলতলি-সহ বিভিন্ন এলাকায় মাঠ ভর্তি ধান, বেগুন, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, লাউ, কুমড়ো-সহ বিভিন্ন আনাজ রয়েছে। শসা, আম, জাম, পেঁপে, কাঁঠালের মতো ফলও পেকে উঠেছে। ফলে, এই দুর্যোগে তাঁরা বড় রকম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে আশঙ্কা চাষিদের। জেলা উদ্যানপালন দফতর ও জেলা কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে চাষিদের জন্য লিফলেট ও বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অতি দ্রুত পাকা ধান কেটে নেওয়ার জন্য। যে সব আনাজ তোলা বা কেটে ফেলার উপযোগী হয়েছে, তাও দ্রুত মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আনাজ খেত থেকে দ্রুত জল বের করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পানের বরজ, কলা বা পেঁপে গাছ ঝড়-বৃষ্টিতে যাতে ভেঙে না পড়ে, সে জন্য বাঁশ বা লাঠির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আনাজের মাচা শক্ত করে বেঁধে রাখার কথা বলা হয়েছে। বজ্রপাতের সময় চাষিরা যাতে মাঠে না যান, সে জন্য নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে প্রয়োজনে কৃষি দফতরের পরামর্শ মেনে ফসলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলা উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন আনাজ চাষ হয়। দফতরের উপ-অধিকর্তা কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, ''সরকারি ভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চাষিদের কী করণীয়, তার একটা নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে। আমরা দফতরের পক্ষে পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখছি।'' জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম বলেন, ''চাষিদের সতর্ক থাকতে বলেছি। যে সব ফসল কাটার উপযোগী হয়েছে, তা দ্রুত ঘরে তোলার জন্য বলা হয়েছে।'' জয়নগরের কয়েকজন চাষি বলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে কী ভাবে ফসল কেটে ঘরে তুলব বুঝতে পারছি না। জনমজুর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়তি টাকা দিয়েও লোকজন পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। কুলতলির মৈপীঠের এক চাষি বলেন, আমার প্রায় এক বিঘা জমিতে ধান রয়েছে। আর কয়েক দিন পরে কাটতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আবহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে কৃষি দফতরের কথামতো অল্প সময়ের মধ্যে ধান কাটার লোক পাচ্ছি না। তার উপর ধান ঝাড়ার যন্ত্রের যা ভাড়া চাওয়া হচ্ছে, তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কী করব, বুঝতে পারছি না। সব মিলিয়ে করুণ অবস্থায় সুন্দরবনের চাষিরা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ভোর থেকেই সমস্ত এলাকায় হাজির সাফাই কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ মে ঃ বিগত কয়েকদিন ধরেই নির্বাচনের সাথেই পাল্লা দিয়ে চর্চার অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছিলো রেমাল। আর এই রেমাল এর মোকাবিলায় সর্বত্রই প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছিল আগাম সর্তকতা ও সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা। রবিবার রাত থেকেই সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসে রেমাল ও তার প্রভাব। আর এই রেমাল - এর প্রভাব অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি নদীয়াতেও প্রভাব যথেষ্ট পরেছে। একাধারে যেমন আম, লিচু সহ সকল চাষের ক্ষতি হয়েছে কমবেশী, পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়েছে রবি ও সোমবার জেলার বিভিন্ন ঘাটের ফেরি চলাচলও। সোমবার সকাল থেকেই দফায় দফায় নদীয়ার নবদ্বীপেও লক্ষ্য করা যায় ঝড় সাথে বৃষ্টি। আর এই ঝড়বৃষ্টিকে পেছনে ফেলে নিত্যদিনের মতোই সোমবার সকাল থেকেই শহরের সকল এলাকায় দেখা গেলো একদল মানুষ কে কাক ভেজা হয়েই নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা রেমাল ঘূর্ণিঝড়কে উপেক্ষা করেই নিজেদের দায়িত্ব পালনে সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাজির নবদ্বীপ পৌরসভার সাফাইকর্মী তথা সমাজবন্ধুরা। নিত্যদিনের মতোই সোমবার সকাল থেকেই নিজেদের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ও শহরকে পরিচ্ছন্ন করতে ময়দানে নেমে পরেছে নবদ্বীপে বিভিন্ন এলাকায় সাফাই কর্মীরা। বৃষ্টির মধ্যেই ভিজেই চলছে তাদের কাজ। নবদ্বীপ পৌরসভার সাফাই কর্মী গীতা দেবী জানান তিনি প্রতিদিনের মতো সোমবারও রানীর ঘাট এলাকায় বেরিয়েছে তারা, সঠিক সময়ে তাদের কাজ করতে। ঝড় - বৃষ্টি হচ্ছে তাতেও থেমে নেই তারা। কবি সেদিন বলেছিলেন মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পরিচয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সত্যি লাইন গুলো যেন গীতা দেবী সহ নবদ্বীপ পৌরসভার সকল সমাজবন্ধুর জন্যই লেখা,, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN : L17297WB1981PLC034226
রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ৪০৭, ৪ র্থ তল, প্রিমেস নং. ৪ ক্লিভ রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ইমেলঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইট ঃ www.mavensbiotech.com

৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ৪ র্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অডিটেড স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	১.৮০৫	২.৮৪০	০.১৮০	৯.৬২০	০.১৮০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(২.১৩৯)	(০.৬০০)	(৪.৭৭৬)	(৬.৬৯০)	(১৬.৯৫৭)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৮.৬৬১	(০.৬০০)	২৯৪.৪২৪	৪.১১০	১.৮৫৩
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৮.৬৬১	(০.৬০০)	২৯৪.৪২৪	৪.১১০	১.৮৫৩
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৮.৬৬১	(০.৬০০)	২৯৪.৪২৪	৪.১১০	১.৮৫৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				(৫৫১.৯৮৫)	(৫৫৬.০৯৫)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে) (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	০.০০৮	(০.০০১)	০.২৬৮	০.০০৪	০.০০২

মন্তব্য ঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন. www.bseindia.com । একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়. viz. www.mavensbiotech.com।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
জয় প্রকাশ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN No.:02525414

তারিখ ঃ ২৭ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275
রেজি. অফিস ঃ ৩বি, লালবাজার স্ট্রিট, ৪ র্থ তল, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৮ ৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০ / ৯৩, ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৮ ৭৫৭১
ইমেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইট ঃ www.dianatea.in

৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক / বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ৩ মাস শেষে			স্বতন্ত্র: বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৬৯০.৩০	২,৪৭০.৫৯	৮৭২.১৭	৭,৩০৫.১৫	৭,৬২৯.১৪
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(৭৯১.৮১)	৩১.৫৫	(৯০৬.৯৭)	৫৪.৯২	(৩২২.৮২)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৭৯১.৮১)	৩১.৫৫	(৯০৬.৯৭)	৫৪.৯২	(৩২২.৮২)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৮২২.৭৭)	৩১.৫৫	(৮২৭.৮৫)	২৩.৯৬	(২৫০.১৪)
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৮৩১.৪৮)	৯১.৫৪	(৮৭০.৩২)	১২৩.৩০	(২৮৩.১৫)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা প্রতি)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				৪,৯৭৫.২৭	৪,৮১০.২৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে) (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল	(৫.৪৯)	০.২১	(৫.৫২)	০.১৬	(১.৬৭)
	মিশ্র	(৫.৪৯)	০.২১	(৫.৫২)	০.১৬	(১.৬৭)

১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৭ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বছরের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা নিরীক্ষিত হয়েছে।
২. কোম্পানির নিজস্ব চা এস্টেট থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির দ্বারা ব্যবহৃত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষাবাদ ইত্যাদি সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মূল্য হতে পারে না। নিশ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
৩. কোম্পানী প্রাথমিকভাবে চায়ের বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ব্যবসায় নিযুক্ত এবং সে অনুযায়ী সেগমেন্ট রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করার জন্য আইএনডি এএস-১০৮ অনুযায়ী আলাদা রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই।
৪. কোম্পানী চা চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত, যা প্রকৃতিতে মৌসুমী এবং কর্মক্ষমতা আবহাওয়ার অবস্থা এবং ফসলের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং সেইজন্য পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে সম্ভাব্য প্রতিনিধি হিসাবে বোঝানো উচিত নয়। ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরের ফলাফল। তাই করের বিধান (বর্তমান এবং স্থগিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে গণনা করা হয়।
৫. পূর্ববর্তী বছর সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৬. ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in এবং বিএসই লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com -এ পাওয়া যাবে।

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেড,
স্বা /-
সন্দীপ সিংহানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00343837

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭ ।০৫ ।২০২৪

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৪ ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
ফোন নংঃ ০৩৩ ২২৩১৩৩৩৭, ফ্যাক্স নংঃ ০৩৩-২২৩১৪৭৬৮, ওয়েবসাইটঃ www.kilburnengg.com

নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
৩১শে মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩১.১২.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৩	বছর সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪	বছর সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৩
১.	মোট আয়	৮,৬২৩	৭,৩৬০	৭,১২২	২৯,৬৫৯	২৩,৬১৯
২.	করের আগে লাভ / (ক্ষতি)	১,৬৯৭	১,৪৮২	১,৩৩৭	৫,৫৪৯	৩,৮৭৭
৩.	করের পরে নিট লাভ / (ক্ষতি)	১,২২৪	১,০৩১	১,২৩৪	৩,৯৬৭	৩,০১৪
৪.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত	১,১৯২	৮৮০	৯৮৫	৪,০৪৫	২,৮২৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু টাকা ১০ প্রতিটি)	৪,১৮২	৩,৭৫৭	৩,৫৮১	৪,১৮২	৩,৫৮১
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৩.০৫	২.৭৬	৩.৫৪	১০.৪৭	৮.৬৬

নিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
৩১শে মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪	বছর সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪
১.	মোট আয়	১২,২৭৮	৩৩,৩১৪
২.	করের আগে লাভ / (ক্ষতি)	২,৮৪১	৬,৬৯৩
৩.	করের পরে নিট লাভ / (ক্ষতি)	২,৩১০	৫,০৫৪
৪.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত	২,২৭৭	৫,১৩১
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু টাকা ১০ প্রতিটি)	৪,১৮২	৪,১৮২
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	৫.৭৬	১৩.৩৩

মন্তব্যঃ
১ উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য একত্রিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত একত্রিতের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ উপলব্ধ।
২ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত আইএনডি এএস অনুসারে আর্থিক ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে, এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিগুলির সাথে পড়া হয়েছে। ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ২৭ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছিল। এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োনীয়তা) রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা ২০১৫ কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
(রঞ্জিত লালা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন ০৭২৬৬৬৭৮

তারিখঃ ২৭ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

রোহিতদের সঙ্গে আমেরিকা গেলেন না বিরাট কোহলি!

মুম্বই, ২৭ মেঃ ভারতের মাটিতে আইপিএলের পালা শেষ। এ বার ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের নজর পুরোপুরি আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে। যা হবে এ বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে। রবিবার রাতে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ১৭তম আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেকেআর। এ বারের আইপিএলের ফাইনালে খেলেননি বিশ্বকাপ টিমে থাকা কোনও ক্রিকেটার। অবশ্য হ্যাঁ রিঙ্কু সিং খেলেছেন নাইট জার্সিতে। কিন্তু তিনি এ বারের বিশ্বকাপে ভারতের রিজার্ভ প্লেয়ারের তালিকায় রয়েছেন। ২৫ এবং ২৬ মে রাতে দুই ব্যাচে ভারতীয় টিমের সদস্যদের আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল। প্রথম ব্যাচের ক্রিকেটাররা ইতিমধ্যেই আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছেন। রোহিত-দ্রাবিড়দের সঙ্গে অবশ্য বিরাট কোহলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেননি। কেন জানেন? সূত্রের

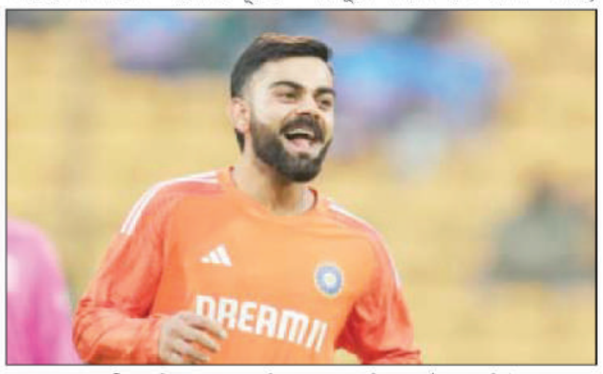

খবর অনুযায়ী, বিরাট কোহলি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবেন না। তাঁর ৩০ মে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার কথা। আসলে তিনি বোর্ডের কাছে কয়েকদিনের ছুটি চেয়ে নিয়েছেন। বিরাট কোহলি পরিবারকে হয়তো কিছুটা সময় দিতে চান। কারণ, ফেব্রুয়ারিতে তাঁর ও বলিউড তারকা অনুষ্কা শর্মার দ্বিতীয় সন্তান অকায় কোহলির জন্ম হয়। তার জন্য বিরাট দেশের মাটিতে হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলেননি। তারপরই শুরু হয়ে যায় আইপিএল। ফলে পরিবারের সঙ্গে বিরাট বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পাননি। তাই হয়তো বিশ্বকাপের জন্য মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেওয়ার আগে কিছুটা সময় নিজের পরিবারকে দিতে চান কোহলি। বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, ''বিরাট কোহলি আগে থেকেই আমাদের জানিয়েছিল যে ও দেরি করে দলের সঙ্গে যোগ দেবে। তাই বোর্ডের তরফে ওর ভিসার দিন দেরি করে রাখা হয়েছে। ৩০ মে সকালের দিকে ওর রওনা হওয়ার কথা। বোর্ড বিরাটের সেই অনুরোধে রাজিও হয়েছে।'' ২০১৩ সালের পর ভারতীয় শিবিরে আর কোনও আইসিসি ট্রফি আসেনি। এ বার দেখার আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার ভারত সেই ট্রফির খরা কাটাতে পারে কিনা।

আইপিএল ফাইনালের পর চিপকেই বিসিসিআই সচিবে জয় শাহের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা গম্ভীরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ রবিবার রাতে এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স তৃতীয় বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সম্ভবত সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। তাঁর উপর শাহরুখ খান সহ বাকিরা যে বিশ্বাস রেখেছিলেন, তার যোগ্য মর্যাদা গৌতি দিতে পেরেছেন। যে কারণে তিনি উচ্ছ্বসিত ছিলেন। যদিও তার প্রকাশ খুবই কম। তবে কেকেআর প্লেয়ারদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে যোগ দিতে ভোলেননি গম্ভীর। কিন্তু সবটাই বড় মাপা। এই সবের মাঝেই গম্ভীর কিন্তু আইপিএল ফাইনালের জন্য চিপকে উপস্থিত বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহের সঙ্গে দেখা করতে ভোলেননি। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। কী নিয়ে, তা জানা যায়নি। তবে জয় শাহ এবং গম্ভীরকে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার করতে দেখার পরেই অন্য অঙ্ক মেলাতে বসেছেন সকলেই। টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ হিসেবে গম্ভীরের নাম নিয়ে জল্পনা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, তাঁর পরিবর্ত কে হবেন? উঠে আসছে বহু নাম। তার মধ্যে এই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। আসলে এবারের আইপিএল মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেই গম্ভীরকে নিয়ে জল্পনা তীব্র আকার নিয়েছে। এর আগে শোনা গিয়েছিল যে, বিসিসিআই কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিকি পন্টিং সহ কয়েক জন বিদেশি প্রার্থীর সঙ্গেও কথা বলেছে। তবে

বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এই গুজবকে উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন যে, বোর্ড পন্টিং বা অন্য কোনও অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। পাশাপাশি জয় শাহ এমনও ইঙ্গিত করেছেন যে, বোর্ড একজন ভারতীয় কোচেরই সন্ধান করছে। নতুন কোচ হিসেবে যদি ভিভিএস লক্ষ্মণকে না পাওয়া যায়, যিনি ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে আছেন, তবে এই জায়গায় এমন একজন ভারতীয়কে নিয়ে আসা হবে, যিনি জানেন যে, এই সিস্টেমটি কী ভাবে কাজ করে। যে কারণে গম্ভীরের নাম আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। যদিও গম্ভীরকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও ইঙ্গিতই দেননি জয় শাহ। তবে রবিবার বিসিসিআই সচিব ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ী তারকার সঙ্গে দেখা করেন। এবং তাঁকে অভিনন্দনও জানান। সেই সময়েই দু'জনকেই বহুক্ষণ একসঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। যা যথারীতি ফ্রেমবন্দিও হয়েছে। শনিবার দৈনিক জাগরণের একটি প্রতিবেদনে দাবি করেছিল, গম্ভীর এখনও ভারতের কোচ হওয়ার জন্য কোনও আবেদনপত্র জমা দেননি। তবে আইপিএল ফাইনালের পরে চেন্নাইতে বিসিসিআই শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে তাঁর একটি সম্ভাব্য বৈঠক রয়েছে। তার পরেই ভারতের প্রধান কোচের চাকরির জন্য তাঁর আবেদন তিনি জমা দিতে পারেন। আর এটি করলেই, বিসিসিআই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করবে। গম্ভীর বর্তমানে কেকেআর-এর মেন্টর এবং কলকাতার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দল তাঁকে এই মরশুমের সাফল্যের পরে ছাড়বেন কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম প্রধান কর্ণধার শাহরুখ খান গম্ভীরের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

পাকিস্তান সিরিজের চেয়ে আইপিএলের মান ভালো, বললেন মাইকেল ভন

লন্ডন, ২৭ মেঃ পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের সিরিজের চেয়ে আইপিএলের মান বেশি ভালো বলে মন্তব্য করেছেন মাইকেল ভন। প্রাক্তন এই ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, পাকিস্তান সিরিজের জন্য দেশে ফিরে না গিয়ে আইপিএলের শেষ অংশে থাকলেই সেটি ইংল্যান্ড খেলোয়াড়দের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বেশি ভালো প্রস্তুতি হতো। দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচ সিরিজ খেলতে আইপিএল থেকে ক্রিকেটারদের ফিরিয়ে নিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। হেডিংলিতে প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার পর গতকাল এজবাস্টনে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেছে আয়োজকরা। বিশ্বকাপের আগে দুই দলের জন্যই এটি শেষ প্রস্তুতির সুযোগ। মূল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দুই দলের কেউ আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে না। তবে ইংলিশ খেলোয়াড়েরা আইপিএলের এ অংশে থাকতে পারতেন বলে মনে করেন ভন। ক্লাব প্রেইরি ফায়ার পডকাস্টে তিনি বলেছেন, ''আমার মনে হয় আপনি ভুল করেছেন এসব খেলোয়াড়কে দেশে পাঠিয়ে। আমার মনে হয় উইল জ্যাকস, ফিল সল্ট, জস বাটলাররা যদি বিশেষ করে আইপিএলের এলিমিনেটরে (প্লে-অফে) খেলত, তাহলে যে চাপ, দর্শক, প্রত্যাশা-আমি বলব, এখানেই ভালো প্রস্তুতি হতো পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি খেলার চেয়ে।' এরপর ভন বলেন, ''আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পক্ষে, কিন্তু এই টুর্নামেন্ট (আইপিএল) অনেক বড় চাপের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই খেলোয়াড়েরা সমর্থক, মালিকপক্ষ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দিক থেকে অনেক চাপে থাকে। বাটলারের ক্ষেত্রে হয়তো (এটি তেমন প্রযোজ্য না), কিন্তু সে-ও থাকতে পারত। কিন্তু উইল জ্যাকস ও ফিল সল্ট, আমি মনে করি হেডিংলিতে একটি ম্যাচ খেলার চেয়ে এখানে থাকলেই আরও বেশি ভালো প্রস্তুতি হতো তাদের।'' জ্যাকস ছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে, যারা এলিমিনেটরে বাদ পড়েছে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে। সল্টের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স অবশ্য ফাইনালে উঠেছে, আজ চেন্নাইয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলছে তারা। ইসিবি কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটির সম্ভাব্য একটি কারণের কথাও জানিয়েছেন ভন, ''কারণ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খুব একটা ভালো যায়নি, আর তার আগে নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সিরিজে অনেক অদল-বদল করতে হয়েছিল। তবে গত সেপ্টেম্বরে তো আর আইপিএল ছিল না। এই টুর্নামেন্টে চাপ এত বেশি, স্কিল এত উঁচু মানের। আপনি তর্ক করতেই পারেন, আমি পাকিস্তানকে অসম্মানও করছি না। কিন্তু আমার মনে হয় এখানকার মান পাকিস্তানের বিপক্ষে হেডিংলির ম্যাচে যা দেখব (যে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে) তার চেয়ে বেশি।'' ভনের কথা সূত্র ধরে ওই পডকাস্টে থাকা অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বলেছেন, ''মান হোক বা দৃশ্যপট, আমার মনে হয় তুমি (ভন) আবহটার কথা বলছ। আপনি কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, কী শিখছেন, এত এত দিক-আপনার ওপর যে নজর, যে চুলচেরা (বিশ্লেষণ)। এটিই আপনাকে প্রস্তুত করে তুলবে বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য, যেটিতে খেলতে আপনি বা সব জাতিই আশা করে।'' এদিকে দেশে ফিরে যাওয়া ইংল্যান্ড অধিনায়ক বাটলার সম্প্রতি বলেছেন, তাঁর মতে, আইপিএলের সময় কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটই থাকা উচিত নয়। তবে এ ক্ষেত্রে দেশের দায়িত্ব তাঁর কাছে সবার আগে বলেও জানান তিনি। এজবাস্টনে গতকাল বাটলার খেলেছেন ৫১ বলে ৮৪ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস। তিনে নামা জ্যাকস করেন ২৩ বলে ৩৭ রান। ওপেনিংয়ে নামা সল্ট অবশ্য ইনিংস বড় করতে পারেননি, ৯ বলে ১৩ রান করেই আউট হয়ে যান।

কেকেআর-এ সাত বছরের সাধপূরণ

আইপিএল জিতে বিশ্বকাপের লক্ষ্যে পাগলপারা রিঙ্কু সিং!

চেন্নাই, ২৭ মেঃ কেকেআর তাঁকে লাইমলাইটে নিয়ে এসেছিল। তিনিও কেকেআরকে দু'হাত ভরিয়ে দিয়েছেন। ১৭তম আইপিএলে সেই অর্থে রিঙ্কু সিং খেলার সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি সকল নাইট অনুরাগীদের মনে রয়েছেন। রবিবার হায়দরাবাদকে কেকেআর হারানোর পর সপ্তমস্বর্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। আইপিএল খেতাব জয়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হওয়ায় রিঙ্কু সিংকে পাগলপারা লাগছিল। কখনও শূন্যে দু'হাত ছুড়ে জয়ের সেলিব্রেশন করছিলেন রিঙ্কু সিং। কখনও আবার রিঙ্কু সিং নাইট মেন্টর গৌতম গম্ভীরকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন। এখানেই শেষ নয়। নাইট মালিক শাহরুখ খান তাঁকে দেখতেই জড়িয়ে ধরেন। সঙ্গে বলতে থাকেন, 'গডস প্ল্যান' (ঈশ্বরের পরিকল্পনা)। নাইট শিবিরে তখন খুশির হাওয়া বইছে। ওই সময় ক্যামেরার ফোকাসে রিঙ্কু সিং থাকবেন না, তাও হয় নাকি! রিঙ্কুর ইমোশন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। হাসি ধরছিল না মুখে। আইপিএলের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ আজ, সোমবার সকালে একটি ৫১ সেকেন্ডের ভিডিয়ো শেয়ার করা

হয়েছে। যেখানে কেকেআরের ক্রিকেটারদের আবেগ, খুশি, উচ্ছ্বাস সব ফুটে উঠেছে। ভিডিয়োর শুরুতেই দেখা যায়, রিঙ্কু সিং বলেন, 'গডস প্ল্যান বেবি' (ঈশ্বরের পরিকল্পনা)। রবিবার কেকেআর বনাম হায়দরাবাদের আইপিএল ফাইনাল ম্যাচের শেষে জিও সিনেমায় রিঙ্কু সিং বলেন, ''৭ বছর ধরে এই টিমটার সঙ্গে রয়েছি। এই দলের হয়ে খেলছি। আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে, একটা বড় ট্রফি যেন জিতি। হাতে এ বার বিশ্বকাপ ট্রফি চাই। যার জন্য পরশু যাচ্ছি।'' রিঙ্কু সিংয়ের আর এক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন নীতীশ রানা এবং তাঁর স্ত্রী সাচি মারওয়া। আর ছিলেন কেকেআরের ক্রিকেটার অনুকূল রায়। সেই ভিডিয়োতে রিঙ্কুকে খুশিতে বলতে শোনা যায়, ভ্লগে সবাইকে স্বাগত। আইপিএল ট্রফি জিতে গিয়েছি। সাবস্ক্রাইব করুন। ঘণ্টার বাটন ক্লিক করুন। এ বার আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের সঙ্গে রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে সফর করবেন রিঙ্কু সিং। যদি বিশ্বকাপ চলাকালীন ভারতীয় টিমের কোনও ক্রিকেটার চোট আঘাত পান, তা হলে রিঙ্কুর বিশ্বকাপে খেলা হতে পারে।

এতদিন বাদে ছুটি পাবেন ইডেনের কার্তিক, রমেশরা! উপেক্ষিত নায়কদের বিশেষ সম্মান বোর্ডের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মেঃ গ্রামের বাড়িতে ছেলের ধুম জ্বর। স্ত্রী রানি বারবার ফোন করে বলছেন, স্বামীকে বিহারের বাড়িতে চলে আসতে। কিন্তু কার্তিক নিজের কর্তব্যে অবিচল, ''আর একটু অপেক্ষা করো। এই তো ২৬ মে ফাইনাল হয়ে গেলেই আমি দেশে যাব। আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবুকে ভাল করে ডাক্তার দেখাও, ও ভাল হয়ে যাবে, দেখো।'' এও হয়েছে কালনার পৈত্রিক ভিটেতে মামলা-মকদ্দমা চলছে। রমেশ সাপুইকে সেখানে থাকতে হবেই পরিবারের এক অংশীদার হিসেবে। বাবা-কাকারা বারবার ফোন করে বলছেন, ''তুই শুধু মাঠ নিয়ে পড়ে থাকবি, বাড়ির জন্য সময় দিবি না? একবারটি এসে সব ঝামেলাগুলো মিটিয়ে যা, আমাদের আর ভাল লাগছে না।'' তবুও যাওয়ার উপায় ছিল না রমেশের। তিনিও যে কর্তব্যের এক বড় নিদর্শন। দু'মাস ধরে টানা মাঠের জন্য খেটে গিয়েছেন মাঠ কর্মীরা। স্থানীয় ও বিদেশি তারকাদের পা পড়েছে। নামী কোচরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে পিচ দেখেছেন, আউটফিল্ড দেখেছেন। এটা তো শুধু গেল ইডেনের কথা, এর বাইরেও আইপিএলের জন্য আরও দশটি মাঠে খেলা হয়েছে। মাঠ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে খেলা হয়েছে। কর্তারা কলার তুলে ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন শুধু ওই মাঠ কর্মীদের জন্যই। তাঁরা দিনরাত এক করে মাঠ নিয়ে পড়ে থেকেছেন। যাতে মাঠে খেলে আনন্দ পান ক্রিকেটাররা, সেটাই তাঁদের কাছে বড় প্রাপ্তি। সেই উপেক্ষিত নায়কদের এবার সম্মান জানাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রবিবার আইপিএলের পুরস্কার বিতরনী মঞ্চে বোর্ড সচিব জয় শাহ সারা দেশের মাঠ কর্মীদের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থ ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি কেন্দ্র সেটি পাবে।

'বাবা দেওয়া উপহারে রেগে গিয়েছিল মা'

নয়াদিল্লি, ২৭ মেঃ আইপিএলে প্রত্যাশিত ফর্মে খেলার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলেও জায়গা করে নিয়েছেন ঋষভ পন্থ। গত শনিবার আমেরিকায় চলে গিয়েছেন সতীর্থদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে একটি ব্যাট কিনে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। সেই ব্যাটের জন্য সমস্যা তৈরি হয়েছিল বাড়িতে। বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে সেই ঘটনার কথা পন্থ নিজেই জানিয়েছেন। পন্থের ক্রিকেট খেলায় প্রথম থেকে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর বাবা। অন্য দিকে, তাঁর মা চাইতেন ছেলে ভাল ভাবে পড়াশোনা করুক। এই নিয়ে পন্থের বাড়িতে ছিল উত্তেজনার চোরাস্রোত। এক বার পন্থের বাবা তাঁকে একটি ভাল ব্যাট কিনে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা নিয়ে পন্থ বলেছেন, ''বাবা স্বপ্ন দেখতেন আমি ভাল ক্রিকেটার হব। বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে আমি খুশি। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলাম ক্রিকেটার হব। তখন বাবা আমাকে একটা নতুন ব্যাট কিনে দিয়েছিলেন। ব্যাটটার দাম ছিল ১৪ হাজার টাকা। এত দাম দিয়ে বাবা ব্যাট কিনে এনেছেন শুনে ভীষণ

রেগে গিয়েছিলেন মা। বিষয়টা নিয়ে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়েছিল।'' এখন অবশ্য ক্রিকেটার ঋষভকে নিয়ে গর্বিত তাঁর মাও। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থেকেই তাঁর মা চাইতেন ছেলে পড়াশোনা করুক। ছোট বেলার এই সব ছোট খাট ঘটনা মনে পড়লে মজা পান পন্থ। এ বারের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক ১৩টি ম্যাচ খেলে করেছেন ৪৪৬ রান। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫৫.৪০।

পরপর ডব্লুপিএল ও আইপিএল দুই ফাইনালে এত্ত মিল! এটাও সম্ভব?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এতটা মিল কী ভাবে হয়! ভাবার মতোই বিষয়। এ বার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। স্মৃতি মান্ধানার নেতৃত্বে প্রথম ট্রফি বেঙ্গালুরু শিবিরে। আইপিএলে অবশ্য ট্রফি অধরাই রয়েছে আরসিবির। অন্য দিকে, রবিবার রাতেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল হয়েছে। এই নিয়ে চতুর্থ বার ফাইনালে উঠেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। চতুর্থ ফাইনালে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কেকেআর বোলাররা তাঁর সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করেন এবং ১১৩ রানেই অলআউট করে সানরাইজার্সকে! শুধু স্কোর নয়, আরও মিল রয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক মেগ ল্যানিং অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। সানরাইজার্সের প্যাট কামিন্সও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। ল্যানিংয়ের উল্টোদিকে ছিলেন এক ভারতীয় অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। কামিন্সের উল্টোদিকে ভারতীয় অধিনায়ক

শ্রেয়স আইয়ার। দিল্লি ক্যাপিটালস ১৮.৩ ওভারে ১১৩ রানে অলআউট হয়েছিল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদও ১৮.৩ ওভারেই ১১৩ রানে অলআউট! ডব্লিউপিএল ফাইনালে আরসিবি মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছেছিল এবং ট্রফি জিতেছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্সও ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছয়। মিল কিন্তু এখানেই শেষ নয়! ডব্লিউপিএল ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন চ্যাম্পিয়ন টিম আরসিবির বোলার সোফি মলিনিউ। অস্ট্রেলিয়ার বাঁ হাতি স্পিনার। আইপিএল ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিচেল স্টার্ক। তিনিও বাঁ হাতি বোলার। তবে পেসার। অস্ট্রেলিয়ার তো! এত মিল সত্যি কী ভাবে সম্ভব!

তৃতীয় ট্রফিও জিতল। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ এবং ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এ বারের ফাইনালে দুর্দান্ত কিছু মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যা ভাবলে মনে হতেই পারে, সত্যিই কি করে সম্ভব? উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও দিল্লি ক্যাপিটালস। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালস ক্যাপ্টেন মেগ ল্যানিং। তাঁর সেই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করেন আরসিবি বোলাররা। দিল্লি ক্যাপিটালসকে মাত্র ১১৩ রানেই অলআউট করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সানরাইজার্স

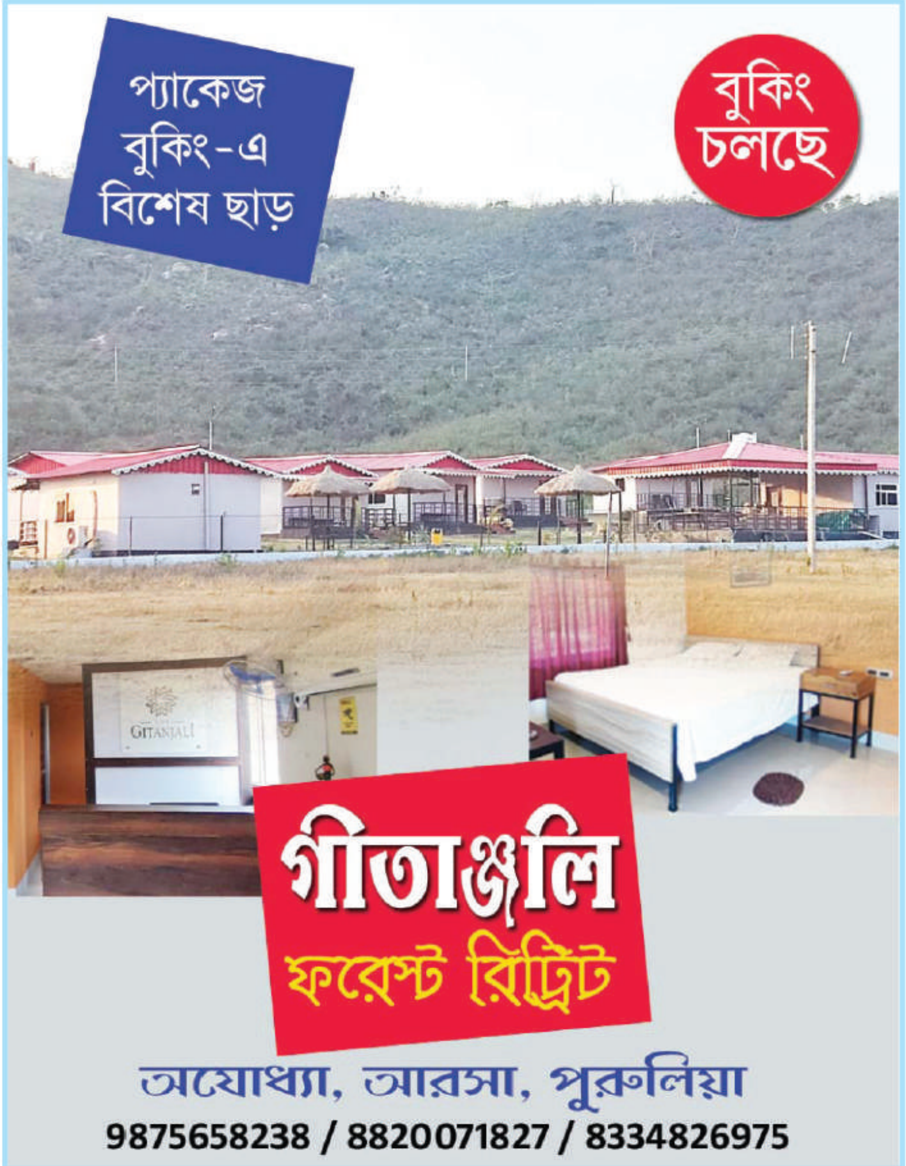

জয়ের হাসিতে শেষ জাভির বার্সেলোনা অধ্যায়

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে লড়াই হলো দারুণ। চমৎকার কিছু গোলের দেখা মিলল। পোস্ট আর ক্রসবার বাধা হয়ে দাঁড়াল একাধিকবার। সবশেষে, সেভিয়ার বিপক্ষে জয়ের হাসিতে মাঠ ছাড়ল বার্সেলোনা।

সেভিয়া, ২৭ মেঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লা লিগার শেষ রাউন্ডে ২-১ গোলে জিতেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে রবের্তো লেভানডফস্কি সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন ইউসুফ এন-নেসরি। বিরতির পর ফের্মিন লোপেসের গোল গড়ে দেয় ব্যবধান। শিরোপাহীন মরসুমের শেষটা জয় দিয়ে করতে পারল বার্সেলোনা। এই ম্যাচ দিয়ে শেষ হলো দলটিতে কোচ জাভি হার্নান্দেজের আড়াই বছরের পথচলা। গত শুক্রবার ক্লাবের প্রাক্তন এই মিডফিল্ডারকে কোচের পদ থেকে বরখাস্ত করে বার্সেলোনা। চার ম্যাচ হাতে রেখেই এবার লিগ শিরোপা জেতে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার রানার্সআপ হওয়াও নিশ্চিত হয় আগেই। ৩৮ ম্যাচে ২৬ জয় ও ৭ ড্রয়ে ৮৫ পয়েন্ট নিয়ে আসর শেষ করল তারা, চ্যাম্পিয়নদের চেয়ে যা ১০ পয়েন্ট কম। ৪১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে আছে সেভিয়া। পঞ্চদশ মিনিটে লক্ষ্যে থাকা ম্যাচের প্রথম শটেই সাফল্য পায় বার্সেলোনা। জোয়াও কানসেলোর ক্রসে দূরের পোস্টে লাফিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে ব্যাকহিল ফ্লিকে বল জালে পাঠান লেভানডফস্কি। এবারের লা লিগায় ৩৫ বছর বয়সী পোলিশ স্ট্রাইকারের গোল হলো ১৯টি, বার্সেলোনার কারও যা সর্বোচ্চ। পাঁচ মিনিট পর দারুণ সেভে জাল অক্ষত রাখেন মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। ডান দিক থেকে দোদি লুকবাকিওর শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন

জার্মান গোলরক্ষক। ৩১তম মিনিটে আর পারেননি তিনি। সতীর্থের পাসে অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বক্সে ঢুকে দুরূহ কোণ থেকে শটে সেভিয়াকে সমতায় ফেরান এন-নেসরি। চার মিনিট পর ফের লিড প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল বার্সেলোনা। লেভানডফস্কির হেড পাসে কাছ থেকে পেদ্রির হেডে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান সেভিয়া গোলরক্ষক। ৩৭তম মিনিটে ভাগ্যের ফেরে গোল পাননি পেদ্রি। এ যাত্রায় স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের বাম পায়ের শট ক্রসবারে লাগে। ৪৪তম মিনিটে কানসেলোর শটও পোস্টে বাধা পায়। পরের মিনিটে সেভিয়ার লুকবাকিওর হেড লাগে পোস্টে। ৫৯তম মিনিটে ফের এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ইলকাই গিন্দোয়ানের পাস বাম দিকে পেয়ে একটু আড়াআড়ি দৌড়ে বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন ফের্মিন। বার্সেলোনার মূল দলের হয়ে অভিষেক মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তরুণ স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের গোল হলো ১১টি, এর মধ্যে লা লিগায় ৮টি। ৭৩তম মিনিটে আরেকটি দুর্দান্ত সেভ করেন টের স্টেগেন। বক্সের বাইরে থেকে পেদ্রোসার শট লাফিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন তিনি। বাকি সময়ে আর কিছু করে দেখাতে পারেনি কেউ। গত জানুয়ারিতে হুট করেই মরসুম শেষে বার্সেলোনার দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা করেন জাভি। কোনোভাবেই নিজের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন না করার কথা বললেও, গত এপ্রিলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশদ আলোচনার পর বদলে যায় তার ভাবনা। চুক্তির আরেকটি মরসুম থেকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেন তিনি। কিন্তু নাটকীয় পালাবদলে এক মাস পরই তাকে চাকরিচ্যুত করে কাতালান ক্লাবটি। সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসি, ইএসপিএনসহ আরও অনেক গণমাধ্যমের খবর, বার্সেলোনার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বায়ার্ন মিউনিখ ও জার্মানির সাবেক কোচ হান্স ফ্লিক।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com